

BRIEF SKETCH OF THE LIFE
OF
NOT TO BE LENT OUT
SRIMATI KUMUDINEE
THE WIFE OF
R. C. SINHA
OF THE
New Dispensation Brahma Somaj of India

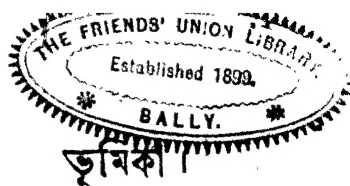
কুমুদিনী-চরিত্র ।

৫৬৫

“মনো বাকর্পতিঃ শুদ্ধ পতিসেবাঃ কুমুদিনী
ছায়েবাহুপতা ভাগিনী স্বামীকৃত্যং”

COOCH BEHAR.

PRINTED AT THE C. B. STATE PRESS.
1890.



NOT TO BE LENT OUT 533

কুমুদিনী চরিত্র এক খামি প্রকাশিত হই-
 চাচ্ছে। সুতরাং দ্বিতীয় কুমুদিনী চরিত্র প্রকাশ
 করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এতদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা
 করা আদর্শ্যক বিবেচনা, আমি ইহাকে কুমুদিনী
 চরিত্র নামে অভিহিত করিলাম। প্রথম
 কুমুদিনীর বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, তাঁহার
 বিষয় পুনরাবলম্বন অনাবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম জীবনে
 ও কার্যে পরিণত করিবার অনুষ্ঠানকারী বা কারি-
 গীর উপর ঘনঘটা সহকারে কেমন যে পরীক্ষা বাণ
 নিক্রিপ্ত হইত, সেই ধর্মবীরা নারীর জীবন চরিত্র পাঠে
 অনেকেই অবগত হইবেন। দ্বিতীয় কুমুদিনী
 অপেক্ষাকৃত অনুকূল সময়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া
 শাস্ত্র সাধিকার ন্যায় ধর্ম সাধন ও কর্তব্য পালন ক-
 রেন। এক জনের ভাগ্য বাহ্যাদেশ-পরিপূর্ণ নিদারুণ
 পরীক্ষাবাণে ক্ষত বিক্ষত; অপরের অদৃষ্ট আড়ম্বর
 বিবজ্জিত অন্তর্মুখীন নির্ঘাতনে জর্জরিত; এক

জন সত্য ও বিশ্বাস প্রভাবে অত্যাশা করা করিলেন ;
 অপর জন নির্ভর ও ভক্তি প্রাণের ধন করিয়া প্রাণপণে
 তাঁরা রক্ষা করা : অবস্থাকে উপেক্ষা ও অগুণ্য করি-
 লেন ; এক জনের স্বভাবের প্রভা বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞান
 অন্ধকার ও কুসংস্কার কুজ্জাটিকা নিদূরিত করিল ;
 অপরের চরিত্র শাস্ত্র সুধাংশুর শীতল হৃদয় বিকাশ
 করিয়া সুন্দর ভাষা ভাব দেখাইল । উভয়েই ভগবৎ-
 নীর আত্মাধীনা কন্যার ন্যায় কেহ বা মাতৃ আজ্ঞা
 জীবনে পালন করিয়া ও কেহ বা মাতৃ আজ্ঞা পালিত
 হইতে দিলা, কেমন করিয়া যাকে ভাল বাসিতে হয় ও
 মায়ের ভালবাগী কত যত্নের ধন তাঁরা দেখাই-
 লেন । উভয়ের জীবনে ও স্বভাবে অনেক গৌরবশীল
 ছিল এবং কালের ও অবস্থার বৈচিত্র্য ও বৈলক্ষ্য
 সম্বন্ধে উভয়েই সেন এক ভাবের ভাবুদা হইয়া এক
 উদ্দেশ্যই সাধন করিলেন ।

কণিকা : কুমুদিনীর জীবনে ভোষ্ঠার ন্যায় উপদেশ
 উপকরণ যে যথেষ্ট ছিল, ইহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাই ।
 যদি ইহা উপদ্রুত হইত না হইত, তাহা হইলে বাধ
 হয় ইহা স্বরা সুন্দর উপদেশ পাঠ্য প্রস্তুত হইত ।
 পাঠক পাঠিকাগণের তৃপ্তিসুখ সম্পাদন করিতে

NOT TO BE LENT OUT

পারিত। আমার মাথাচিহ্ন কয়টার অসহ্য মনেও
আমি যদি কাঁথানুরোধে স্থানান্তরে অবস্থিতি
করিতে বাধ্য ও দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক বস্তুনিগের সাহায্যে
বোধিত না হইতাম, তাহা হইলে, বোধ করি, অপেক্ষা-
কৃত উৎকৃষ্ট রূপে কুমুদিনী চরিত্র প্রকাশ করিতে
পারিতাম। অপিচ কুমুদিনীর জীবন নানা অসুস্থ
ভাঙিত, সুতরাং তাঁহার বিষয় লিখিতে গিয়া অপর
কোন কোন অনুরক্তিক বিষয় বর্ণনার দ্বারা বোধ
হয় আসিয়া পড়িতেছে। স্থান ও ঘটনা বিশেষে
আমাকে এমন সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য
হইতে হইতেছে, যাঁহাতে অপর বিষয় অপ্রত্যক্ষ ভাবে
মনে হয় যেন, সন্নিবদ্ধ হইতে পড়িতেছে, কিন্তু ইহা
অনিবার্য বলিয়া লিখিত হইল। আশা করি ইহা
অসহ্যবস্তু মনে করিয়া কেহ মেনে ক্রম না হন।
কুমুদিনীর প্রতি আমার প্রীতি-উপহার স্বরূপ এই
পুস্তক প্রকাশ করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তদানু-
সঙ্গিক যদি ইহা পাঠ করিয়া একটী আশ্চর্য ও ধর্ম
ভাব বিলিখিত উদ্দীপ্ত হয় ও তদসাধনে ইহা অল্প
মাত্রও সহায়তা দান কর, তাহা হইবে আমি
অসঙ্গত অধিকতর কৃতার্থ ও আমার পরিশ্রম
সার্থক মনে করিব।

এই জীবন চরিত্র চিত্রসহ প্রকাশ করিবার বড় সাধ ছিল এবং সে জন্য অনেক প্রয়াস করিয়াও দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলাম না। চিত্র সম্বন্ধে স্থানীয় কোনই সুবিধা নাই; কলিকাতা হইতে ইহা নাগ্রহ করিবার চেষ্টাও বিফল হইল। চিত্রের প্রতীকার পুস্তক খানি প্রকাশের কেবল কাল বিলম্ব হইতে লাগিল এবং আর বিলম্ব অনিবেশ মনে করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনা চিত্রে ইহা প্রকাশ করিলাম; যাহা ইউক ভবিষ্যতে এ অভাব পূর্ণ করিবার বাসনা রাখিল।

এই পুস্তক মুদ্রাক্ষন সম্বন্ধে উদার স্বভাব মহামুন্ডব জী মহারাজ কুচবিহারাধিপতি কুপবাহাদুর শীঘ্র বদান্যতা স্বপ্নে রাজকীয় হস্তাঙ্গে বিনাব্যয়ে তাঁহার মুদ্রাক্ষনাদির অনুজ্ঞা দিয়া আমাকে বিশেষ রূপে উপকৃত করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার এরূপকার, সাহায্য ব্যতীত এ দূরদেশে অবস্থিতি করিয়া, এতাদৃশ কার্য্য সম্পন্ন করা আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইত। এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কুচবিহার ২২শে কার্তিক ১৮১২ শক। } গ্রন্থপ্রণেতা
খৃঃ ৱঃ ১ই নবেম্বর ১৮২০, শুক্রবার। }

কুমুদিনী নুমুর্ অবস্থায় যে যে সঙ্গীত করিতে
বলেন তাহার দুই একটি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

বেহাগ।—একতাল।

হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেল গেল সন্ধ্যা হল।

কুয়াল খেলা, সাজল মেল, আর কেন বিলম্ব হল।

বিনেপে প্রবাসে, সবপান্থবাসে, কিছুই আর
নাগে না ভাল; বাড়ীপাসে মন, জুটেছে এখন,
মা মা বলে ঘরে চল।

যারের আমন, করি পরশন, তপিত প্রাণ হবে
দীপ্তন; আন্তর জননী, দিবস রজনী, আশাপথ
চরে কেবল; যারের প্রাণ টানে, সন্ধানের
পানে, সারিলে ময়নে করে জন; আদা মা
আমার, প্রেমের আধার, আপন প্রেমে আপনি
বিহীন।

হরট মরার।—২৭।

দুঃখতে পাই যদি যে তোমার।

চাহি না সুখ সম্পদ ও যে হরি মরায়।

সকল সন্তানহারী, তুমি শিপাসার বারি,

হেরিলে তোমার মুখ সব ছাখ দূরে বারি।

তোমার প্রেমের লাগি, ঈশ্বরোত্তম হলেন
যোনী, উদাসীন সর্বভাগী জন্মিলে দুঃখিনী বার

করিলে তাঁরে তিখারী, বনবাসী স্তম্ভধারী, শুমিলে
সে সব কথা গলে পাখান জনর ।

তব পবিত্র সন্তান, প্রিয় হিল ঔগধাম, ক্রূপে
দারাইলেম জাণ পরহিত কামনার ; ভ্রুমিলেন
পথে পথে, পতিত বনে তারিতে, ঘাঁছার শোণিত-
পাতে হইল প্রেমের জর ।

যখন যে স্তাবে যেনানে, রাখ এ পাণী
সন্তানে, থাকি নির্জিকার মমে এই মিলতি তব
পায় ; বিপদে মজল দেখি, দুঃখেতে হইব লুখী,
সরাসর নাম গানে বেম প্রাণ অন্ত হয় ।

খিঁকিট ।—একতালি ।

ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখে মায়ের হাসি ।
কিবা মুহু মন্দ, সুধাগন্ধ করে তাহে রাশি রাশি ।
অরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ ঘটা, ঘোরালো
রসালো করে মিষ্ আলো, শোভা ছেয়ে ঘন উদাসী ।
হৃসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ করে,
বা হাসে ফুলের ভিতরে তাই ফুল এত ভালবাসী ।
তরুহুঙ্কে পুষ্পবনে, মিরখিয়ে মির-জনে, সালে
যোগানন্দে, হাসে প্রেমানন্দে বোণী ষ্টিতপোবনবাসী ।

কুমুদিনী-চরিত্র।

কলিকাতা নগরে হিউন ট্রীটের নিকটবর্তী
নরানচাঁদ মস্তের গমিতে, তাঁহার পিতৃ আবাস
গৃহে, ১৭৭৭ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার
কুমুদিনী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃ-
মাতৃ বংশ প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ছিল। বিশেষতঃ
পিতৃকুল হিন্দু সমাজে কুলমর্যাদার জন্য
মাননীয়। তাঁহার পিতার নাম কালীকুমার
ঘোষ। তিনি সত্যবাদী, জিতেজিৎ, নির্দোষী
ও অনাসক্ত এবং অতিশয় নিষ্ঠাবান বলিয়া
হিন্দু সমাজে পরিচিত ছিলেন। অসত্যকথন,
সুরাপান, ব্যভিচারাদি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ হুণা
ছিল। এজন্য তিনি সাধারণতঃ সামাজিক নিষ-
ক্রমে নিজে বাইতেন না এবং পরিবারবর্গকেও
বাইতে দিতেন না। এমন কি, খুন্তরালয়ে সুরার
সমাগম ছিল বলিয়া, তিনি আপন পত্নীকে তথার
সচরাচর বাইতে দিতেন না। তিনি কলি-

কাতাহ. কোম প্রসিদ্ধ রাজকীয় কার্যালয়ে
 কার্য্য করিতেন। অস্পাদিক দেড় শত মুদ্রা,
 তাঁহার মাসিক আয় ছিল। তিনি বাক্সালা,
 ইংরেজী, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার পারদর্শী
 ছিলেন এবং হিন্দু প্রথা অনুসারে যোগ ধ্যানে
 খুব রত থাকিতেন। তিনি গঙ্গার ঘাটে
 আনাস্তে নিশ্বাস রোধ করিয়া, এক পার
 দশায়মান হইয়া যোগ করিতেন। তদবস্থার
 লোকে তাঁহার পদধূলি লইতে আসিত। তাহাতে
 যোগ ভঙ্গ হইত বলিয়া পরিশেষে গঙ্গাতীর
 রহিত করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি অতিরিক্ত
 নির্ভাবান ছিলেন; সুতরাং তিনি আহাৰ্য্য এবং
 ব্যবহার্য্য ব্যবহার সামগ্রী প্রভৃতিতে দীপ্ত না
 করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিতে দিতেন না।
 যদি কখন জানিতেন যে, কোম প্রভৃ অশৌচ
 অবস্থার গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে গৃহান্তর
 সমুদায় বস্তু বাহিরে নিক্ষেপ করিতেন। উপা-
 র্জিত অর্থ স্বেচ্ছামর্শিত বলিয়া, গোবর
 সংযোগে দৌর করিয়া গৃহে লইতেন। এমন
 কি, শেষ জীবনে স্বেচ্ছামর্শ একত্র কার্য্য করিতে

পরাধীন হইরা, তাঁহা পরিত্যাগ করেন। কথিত
 আছে যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া তাঁহার
 পত্নীকে একদা কোন হাগরঙ্গে রক্ষিত ও স্নেহভূত
 স্মৃতি তৈলাদির দ্বারা চর্চিত করিয়া, শরনা-
 গারে পাঠাইয়া দেন, তিনি তদুপস্থানে বিরক্ত হইরা
 ভাজ চাকুরাণীকে এই ভাবে বলেন,—একিসর্ব-
 নাস করিয়াছেন? কি ছাই স্নেহ জাতির জিনিস
 মাখাইয়াছেন? যাম ইহাকে স্নান করাইয়া শুষ্ক
 করিয়া দিম। সেই দ্রাবিতে গোময় সংযোগে স্নান
 করান হইলে, পত্নীকে গৃহভাস্ত্রে প্রবেশ করিতে
 দেন। তাঁহার বহুরা তাঁহার মিঠার বিশেষ আদর
 করিতেন এবং তাঁহারা তাঁহার পারিবারিক ব্যয়
 নির্বাহার্থ আত্মাদের সহিত, অর্থ সাহায্য করি-
 তেন। পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবার
 তাঁহার মিঠার বিশেষ আদর করিতেন। তিনি
 সাংবাদিক পীড়ার আক্রান্ত হইলে, পাছে স্ত্রী
 অথবা স্নেহবান্ধবসংস্কৃত ঔষধ পান করিতে
 হয়, অল্পম্য আশ্রয় প্রতি উপেক্ষা করিলেন;
 বহুনির্গত বিশেষ অসুস্থতায় স্নেহ ও উক্ত ঔষধ
 তথাপি সেবন করেন নাই। কথিত এ

সঙ্গীত রচনার তাঁহার বিলম্বন অধিকার ছিল।
এসময়ে তিনি তাঁহার অনেক লেখা রাখিয়া
যান।

তাঁহার ছয় কন্যা ও এক পুত্র। কুমুদিনী
তাঁহার পঞ্চমা কন্যা। প্রথমা ও তৃতীয়া
কন্যা অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দ্বিতীয়া
কন্যার স্বামী বহরমপুরে পুলিশের কোম বিশেষ
কার্য্য করিতেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, দুই
লোকে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করে।
তৎকালে বাম্পীয় শকট ও তাড়িত বার্তাবহকিছুই
ছিলনা, সুতরাং জামতার মৃত্যু সংবাদ বিশদ
রূপে না পাইয়া মর্মান্বিত হইলেন। তাঁহার
শোকসহস্রা বিধবা কন্যা স্বামী বিরোগে
শয্যাশায়ী হইয়া, কয়েক মাসান্তে জীবন ত্যাগ
করেন। এজন্য তাঁহার পিতা সংকল্প করিয়া
ছিলেন যে, বিদেশস্থ পাত্রকে আর কোন কন্যা
দান করিবেন না। কিন্তু কুমুদিনীর বিবাহের এক
বৎসর পূর্বে তিনি মানব সীমা সম্বরণ করেন।

কুমুদিনী অস্পাদিক স্বর্বা, নাতিকৃশা, নাতি
পুষ্টকায়াদিশিষ্টা ছিলেন। কথ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে

শরীরের বিশুদ্ধতা সাবণা ছিল। আবর্জনা চক্ষু না
হইলেও তাহার মুখজ্যোতি বিহীন ছিলনা।
তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা হইলেও একটু প্রভাযুক্তা
ছিলেন। ফলতঃ স্ত্রীসমস্ত লক্ষণ তাঁহাতে বিশুদ্ধ
ছিল।

অতি শৈশব কাল হইতেই, কুমুদিনীর প্রকৃতি
শান্ত ছিল। কথিত আছে যে, যখন তিনি
চারি বৎসর বয়স্কা, তখন একদা সন্ধ্যাকালে রোমা-
কের পার্শ্বে স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার
জ্যেষ্ঠাইমা তাঁহাকে কোন আবর্জনা বিশেষ মনে
করিয়া পদ দ্বারা নীচে ফেলিয়া দেন; তাহাতে
কেবল মাত্র একটু শব্দ হয়, আর কুমুদিনী সেই
অবস্থাতেই পড়িয়া থাকেন। শব্দ হওয়াতে
জ্যেষ্ঠাইমা দেখিতে গেলেন উহা কোন দ্রব্য বিশেষ
কিনা। তখন দেখেন কুমুদিনী পড়িয়া আছে।
পরে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া
চুষন করেন, আর বলেন “ এমনত দুর্বলি মেয়ে,
দেখিমা, ওমা একটু কাঁদিল না ”। বালিকা অবস্থা
হইতে, কাহারও সহিত কলহ ও বিবাদ বা চীৎকার
করিয়া তিনি যগড়া করেন নাই। বিবাদ কলহকে
বড় ভয় করিতেন।

কুমুদিনী বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি-
 বাসী এক ব্রাহ্মণ পরিবার ছিলেন। তাঁহাদিগের
 সহিত কুমুদিনীর পিতৃ পরিবারের বিশেষ ঘনি-
 ঠতা ও সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে এক পরিবা-
 রের মত ব্যবহারাদি চলিত। এই প্রতিবাসীর
 একটা কথা ছিল, সে কুমুদিনীর সমবয়স্কা ও একই
 নামধারিণী ছিল, এজন্য তিনি তাঁহার সহিত
 “দেখন হাজি” এই সম্বন্ধ স্থির করেন। উক্ত
 “দেখন হাজিকে” খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বিনী এক
 ইংরেজ মহীলা, লেখা পড়া শিক্ষাবার জন্য,
 তাঁহাদের বাড়িতে আনিতেন এবং কুমুদিনী সেই
 সুযোগে “দেখন হাজির” সঙ্গে পাঠ অধ্যয়ন
 করিয়া লেখাপড়া শিখিতেম। তাঁহার পিতা এ
 সম্বন্ধে অপর হিন্দুপিতার মত, কুসংস্কারা-
 পন্ন ছিলেন না। তিনি কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা
 দিবার জন্য বড় করিতেম। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে
 সঙ্গে তিনি রন্ধনাদি গৃহকর্ম সকল শিক্ষা করিয়া
 ছিলেন। সমসার কার্যে তিনি বেশ পটু, কর্তৃ, ও
 ক্রতহস্ত ছিলেন। রন্ধনাদি বিক্রেত তাঁহার বিশেষ
 দক্ষতা ছিল। তিনি পরিবার পরিচর্য্যতা বড় ভাল

বাসিতেন, স্ততরাং কার্যাদি পরিষ্কার রূপে সহজে ও সম্বরে সম্পন্ন করিতেন । এই সকল কারণে তাঁহাকে তাঁহার পিতা একটু অধিক আদর করিতেন । অল্প বয়সেই বিলম্বন সতর্ক ও পরিমিতাচারিণী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার হস্তে সকল অর্থ সম্বন্ধীয় ভার দিয়াছিলেন । শরীর কদম্ব বাক্য প্রবৃত্ত রক্তনাদি কার্যে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সচরাচর নিযুক্ত হইতে দিতেন না, এজন্য আমেকে তাঁহাকে অলস বলিয়া মিন্দা করিত এবং তাঁহার মা তাঁহাকে “ বাবু ” করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া উপহাস করিত । তাঁহার স্মরণ ও দেবা শক্তি ভীত ছিল, সে জন্য, দেখিয়া শুনিয়া, আমেক বিবর সহজে শিথিতে পারিতেন । শরীর কদম্ব নিবন্ধন রীতিমত লেখা পড়া ও লিপ্য কার্যাদি লিখন করিতে পারেন নাই । বাহা কিছু শিখিয়া ছিলেন, তাহা কেবল এই স্মরণ শক্তির প্রভাবে ।

কুমুদিনী বালিকা অবস্থা হইতেই কদম্ব । তাঁহার পিতার চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলম্বন অধিকার ছিল; এজন্য কন্যাকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেন, এবং পাছে কোন অজীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর

জব্যাদি আহার করিয়া, পীড়াদি জন্মে, এজন্য . আপনার সঙ্গে মইয়া আহার করিতেন। এই কথ প্রকৃতি তাঁহার উন্নতির পথের, অনেক সময়ে, অন্তরায় হইয়াছিল। যখন তিনি ভারত আশ্রমে ছিলেন, তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি জ্ঞান, ধর্ম, একটু বিশেষ রূপে, উপার্জন করিবেন; কিন্তু কথ প্রকৃতি বশতঃ, মনের যত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই।

কুমুদিনীর পিতার পরলোক গমনের এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। কলিকাতার নিকটস্থ কোন রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহিত তাঁহার বিবাহ হইবার কথা হয়। তাঁহাদিগের কুলক্রিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক ছিল, এজন্য তাঁহারা কন্যা দর্শন করিয়া পাত্রাদি করিবার দিন নির্ধারণ করেন। এতদ-বসরে, হঠাৎ সব কথাবার্তা, তিন দিনের মধ্যে ধাড়া হইয়া, কুমুদিনীর বর্তমান সম্বন্ধান্তরায়ী বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহের পর দিবস, রাজপরিবার হইতে লোক আসিয়া, তামিল মে, কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; অগত্যা

তাহারা ক্রম অস্বরে প্রত্যাগমন করিল। উক্ত রাজ পরিবারের সহিত সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করিবার কারণ এই যে, কুমুদিনীর মাতা, ছেলেটিকে মাতাল ও তাহার আমূলগতক অপার কোন বিশেষ দোষ এবং তাঁহাদের সাহেবি ধরণের চাল চলন ছিল বলিয়া, এই সব সম কারণে ভীত হইয়া উক্ত বিবাহে সম্মত হইলেন না। এজন্য তাঁহার মাতা আত্মীয় স্বজনবর্গের নিকট তিরস্কৃত হইলেন; কেননা, তখন কুমুদিনীর মাতার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। তজ্জন্য আত্মীয় স্বজনবর্গ পরামর্শ দিয়া ছিলেন যে, উক্ত রাজপরিবারে কন্যা সম্প্রদান করিলে, তাঁহার অর্থ সাহায্য হইবে। তাঁহার মাতা নিজ পিতৃগরে সুরার অত্যাচার দেখিয়া মাতাকে বড়ই ভয় করিতেন। এজন্য উক্ত রাজপরিবারের ছেলেটি দেখিতে সুন্দর ও তাহাদের অবস্থা সমৃদ্ধিশালী থাকা সত্ত্বেও তিনি মনে করিলেন যদিও একদিকে একই ভাল ও আপাততঃ লাভপ্রদ, কিন্তু কন্যার পরিণাম পক্ষে ভবিষ্যিক ভাল হইবার নহে। তিনি আরও মনে করিলেন, যে, হয়তো কুলরক্ষার জন্য আবার

কম্যাকে বিবাহ করিতেছে, পরে অপর এক সুন্দরী কম্যাকে বিবাহ করিতে পারে। তখন তাঁহার কম্যার অবস্থা অতি শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু, মাতালের হাতে যে কেহ কখন সুখী হয় না ও তাহাদের যে কোন ঠিক ঠিকানা নাই, এ সকল বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ভোগী ছিলেন। এবিধ চিন্তাকরিতা, আত্মীয়বর্গের তিরস্কার, ও আপাততঃ ক্ষতি সত্ত্বেও, রাজস্বহত বহু করিতা দিলেন।

ইংরেজী ১৮ ৬৬ সালে জামুয়ারি মাসের ২০এ তারিখে, প্রায় ১১ বৎসর বয়সে কুমুদিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্প কাল পরেই, তাঁহার বাবী উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ কারাগারের উচ্চতম বিভাগের কার্য পরিত্যাগ করিয়া নৈশীতাল টোল হইতে, লাহোরের অন্তঃপাতী মিরানমিরে কমিসেরিয়েটে আকিসে কার্য্যাভ্যরোধে নযম করেন। সেই সময় কুমুদিনী ওকতর শীড়ার আক্রান্ত হন। তাঁহার বাবা বনপ্রস্থ হইরা ও বিশেষ রূপ চিকিৎসার দ্বারায়, তাঁহাকে আরোগ্য করেন। অমতি কাল পরে তাঁহার

একমাত্র কনিষ্ঠ মহোদয়, উৎকট রোগগ্রস্ত হইরা কালক্রমে পতিত হন। পুত্র বিরোগে মাতা অত্যন্ত কাতরা হন। ঐ সময় কুমুদিনী শোক-মত্ততা মাতাকে ও কনিষ্ঠ ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কনিষ্ঠ দেবর সমভিষাহারে, বিবাহের পর, আর দুই বৎসরের মধ্যে, তাঁহার স্বামীর নিকট দ্বিগ্ৰামমিলে গমন করেন। তখন তথার বাইবার কালে দুই এক দিন দিল্লী মগরীতে তাঁহার অবস্থিতি করেন। তথার কোন জ্ঞীলোক, তাঁহার মাতাকে বলেন যে, তোমরা “অমুকের কাছে বাইতেছ ? সে যে বড়ই মাড়াল”। তাঁহার মাতা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত হঃখিত হইরা ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করেন। কুমুদিনীর ছেলে বেলা হইতেই ছিন্নবুদ্ধি। তিনি মাকে বলিলেন, “আগেই কান কেন ? চলনা সেখানেই বাই, সেখানে গেলেই সব জালা বাইবে,” এই বলিয়া মাতাকে শান্ত করিলেন। পরে গয়াস্থানে উপনীত হইরা জামিতে পারিলেন যে, ওসব কথা একবারেই মিথ্যা। তাঁহার স্বামী কখনও মরণ করেন নাই। স্বামীর

মিকট আসিয়া, তাঁহার সহবাসে, ব্রাহ্ম-ধর্মের অকুর তাঁহাদের মনে অকুরিত হইতে লাগিল। প্রচারক মহাশয়দের সমাগমে ও তাঁহাদের সম্মুখদেশে সেই ধর্ম ভাব প্রকটিত হইতে লাগিল। লাহোরস্থ ব্রাহ্ম বহুগণ, সপরিবারে তাঁহাদিগের সহিত মিলিতে আরম্ভ করিয়া, সম্ভাব বিস্তার ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার স্বামী ব্রাহ্মবহুদিগের অমরোধ ও সহায়তায় লাহোর মহরে রাজকীয় পূর্ত বিভাগে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। এখানে ব্রাহ্ম পরিবারদিগের সহিত সতত সাক্ষাত হওনের বিলক্ষণ সুযোগ হয়। তদ্বারা ধর্মভাব আরও বিকশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনজন * প্রচারক মহাশয় সপরিবারে কুমুদিনীদিগের লাহোরস্থ বাটীতে উপনীত হন। এই শুভ বোগে মহাযোগ উপস্থিত হয়, কেননা তাঁহারা মাসজর কাল পরিবার নির্বিশেষে

* মহাপ্রাণ শ্রীমত এডাল চন্দ্র বহুদার ও তাঁহার পত্নী, মহাপ্রাণ শ্রীমত মহেশ নাথ বহু ও তাঁহার পত্নী, এবং মহাপ্রাণ শ্রীমত উমারাম ভট্ট ও একটা ভ্রাতৃ।

একত্রে অবস্থিতি করেন। তাহাতেই ধর্মসম্প্রদ
আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কাল ক্রমে,
বিধাতার নিগূঢ় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ভারত
আশ্রমে জ্ঞান, ধর্ম, উপার্জনশায় তাঁহারা
আগমন করেন। লাহোরে অবস্থিতিকালে
কুমুদিনীর সাংসারিক অবস্থা, লিঙ্গল সমৃদ্ধি-
শালী ছিল। তাঁহার শরীর অপটু বলিয়া,
তিনি অন্য কোন বিশেষ কঠিন দ্রব্য কদাচিৎ
আহার করিতেন। শুধু তাঁহার আহার পানের
বিশেষ উপকরণ ছিল। অর্থাগম যথেষ্ট ছিল,
এবং সমুদয় অর্থ তাঁহারই হস্তে থাকিত; কিন্তু
বিলাসবাসনা চরিতার্থে কখন তিনি অর্থব্যয় করি-
তেন না। স্ত্রীপ্ৰভাববলত অলঙ্কার ও বেশভূষাদি
বিষয়ে তিনি নিতাচারিনী ছিলেন। পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন থাকিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন;
এজন্য বস্ত্র শয্যা প্রভৃতি একটু অধিক পরিমাণে
প্রস্তুত করিতেন। অলঙ্কার সম্বন্ধে চারি পাঁচ
খানি অলঙ্কার বিশেষ ব্যবহার করিতেন।

কুমুদিনী গম্ভীর ও স্থূল ভাবিনী ছিলেন
এবং আড়ম্বর বড় ভাল বাসিতেন না। কিন্তু

বহু ও পরিচিত লোকসিগের সঙ্গে আমোদ, আলাদ ও হাস্য বিলম্বন করিতেন; এমন কি কখন কখন তাঁহার হাস্যরস অভিযাত্রার পরিণত হইত। রোগে, শোকে ও অবস্থার পরিবর্তনে, তাঁহার হাস্যের হাস্যতা অত্যন্ত দৃষ্ট হইত। হাস্য সম্বন্ধে কেহ কোন দোষারোপ করিলে বলিতেন যে, “পশুরাই কেবল হাসেনা, মানুষ না হাসিয়া কি রূপে থাকিবে। আমি যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন হাসিব। আমি পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলে তবে আমার হাসিবন্ধ হইবে”। তথাপি সহসা সকল জীবলোকের সহিত মিলিত হইয়া, লৌকিক আচার ব্যবহার অনুসারে যথোচিত অভ্যর্থনা ও কথোপকথন করিতে পরামুখী ছিলেন। একজন্য লোকে তাঁহার ব্যবহারের জটী অহুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অহকারী মনে করিত। প্রচলিত বিক্রম কৌতুক ও উপহাসাদি তিনি একেবারেই ভাল বাসিতেন না, পরন্তু উহা প্রামা্য অসত্য রীতি মনে করিতেন। এমন কি তাঁহার কোন আত্মীয় পরিহাস করিয়া কোনকথা বলিলে তিনি তাহা প. দ্বার্নেয়ে ব্যবহার

এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার অনুকরণ করিবার শক্তি বিলম্বল ছিল, এবং এই মকুলে ডাব দ্বারায় অনেক হাবতাব প্রদর্শন করত বহুবর্গের আনন্দ বর্ধন করিতেন। ইং ১৮৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে কুমুদিনী ভারত-ভ্রমণে আইলেন, এই সময় হইতে তাঁহার অবস্থার পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়, এবং জীবনের পরীক্ষা আরম্ভ হইতে থাকে। এত দিন তিনি সুখ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতেন। আজ্ঞে তাঁহাকে অন্য অবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইল। স্বশ্রুতান্নে কখন স্বশ্রুত স্বাধীনতা অধীশতা যে কি তাহা তাঁহাকে জামিতে হয় নাই, কিন্তু আজ্ঞে আসিয়া যুগ্ম পরিবারের ব্যবহারের অধীনে তাঁহাকে বিশেষ শিক্ষা পাইতে হইয়াছিল তিনি একটু পরিষ্কার প্রিয় ছিলেন, অন্যান্য আহার্যি সম্বন্ধে কখন কখন বিব্রত হইত, কিন্তু তখনও অর্থ স্বচ্ছন্দ থাকতে সে আতাব উপারান্তর অবলম্বন দ্বারায় দূর হইত। এখানেও আজমহ লোক-দের মধ্যে কেহ কেহ মেবদিক্য প্রয়োগ দ্বারায় তাঁর মনে কষ্টউদ্ভীপন করিত কিন্তু বহুদিগের সহ-

বাগে ও আশ্রমের ধর্মভাবের প্রাদুর্ভাবে এ সমুদায়
 তিনি সহজে সহ্য করিতেন। যোল বৎসর বয়স্ক
 কালে এই পৌষ ১২৭৮ সালে, লাহোরে তাঁহার
 প্রথমা কস্তা জন্মগ্রহণ করে। এই কস্তার নামকরণ
 লাহোরে অবস্থিতি কালে যথা সময়ে সমারোহ
 সহকারে ব্রাহ্মধর্ম মর্ত্যমুসারে সম্পন্ন হয়, এবং
 তৎপাকার অনেক পদস্থ স্থানীয় ভদ্র বকুগণও যোগ
 দান করিয়া পরিবারবর্গের আশ্রয় বর্ধন করেন।

১৩ ময়র মৃজাপুর ছুটী হইতে নারিকেল
 ডাকার সন্নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ ধরের বাগানের
 প্রশস্ত অট্টালিকায় আশ্রম নীত হয় এবং তথায়
 ১২৮০ সালের ১৪ই আশ্বিন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা
 জন্মগ্রহণ করে। ইং ১৮৭৪ সালে পৌষ মাসে তাঁহার
 ত্রয়োদশম জন্মদিন হইতে এক মাসের অবকাশ লইয়া
 মাষোৎসব উপলক্ষে কলিকাতার আগমন করেন
 এবং আশ্রমে আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন।
 আশ্রমে ব্যাপার ও উৎসবের ভাব সম্বন্ধে
 তাঁহার মন অশ্লোষিত হয় এবং বিবর কর্তৃক হইতে
 বিরত হইবার একটা বিশেষ বেগ তিনি অনুভব
 করেন। ভালরূপে মন-বেগের তত্ত্ব মিছার

করিবার জন্য তিনি এক মাসের অবকাশ
 তিন মাসের জন্য বৃদ্ধি করিয়া লন। এই তিন
 মাসকাল কুমুদিনী স্বামীসহ আশ্রমে বাস করেন।
 যে সকল বাক্যলাপন তাঁহাদের পরম্পরের
 মধ্যে হইত, তাহাতে তিনি তাঁহার স্বামীর মনের
 ভাবের ধাতাস বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সাম-
 য়িক ভাবের উদ্ভেজনার কোন গুরুতর কার্য্য করা
 উচিত নহে, এই ভাবিয়া তাঁহার স্বামী উক্ত বেগ
 সম্বরণ করিবার চেষ্টা করেন এবং অবকাশ
 কাল শেষ হইলে, তিনি পুনঃ কর্মস্থলে গমন
 করেন। কুমুদিনী স্বামীসহ লাহোরে গমন করিতে
 ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পত্নীকে লইয়া গেলে পাছে
 তাঁহার নিজের মনের অবস্থার প্রতিকূলতা উপস্থিত
 হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকে লইয়া
 বাইতে অনিচ্ছুক করেন। একক পরম্পরের মধ্যে
 একটু দূরত্বের উপস্থিতি হয়; জ্বর বাইতে
 একান্ত ইচ্ছা, স্বামীর লইয়া বাইতে নিতান্ত
 অনিচ্ছা। অবশেষে জ্যেষ্ঠব্রতটির কার্য্য
 নহে, এই ভাবিয়া তাঁহার স্বামী ভগবানের উপর
 ইহার কল্যাণকর অর্পণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া

যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভগবানের আশ্চর্য্য
কৌশলে, ঘটনা-স্রোত সহজে পরিবর্তিত
হইয়া গেল। কৰ্ম্মস্থানে গমন করিবার দিন-
স্থির হইলে, সেই দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার
শ্রামী, কুমুদিনীকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে
বলান, তিনি উত্তর করেন যে, “আজ্ঞা আর এক
বৎসর আমরা আশ্রমে থাকি, এবৎসর তার
যাইব না”। তাঁহার শ্রামী তখন তাঁহাকে বলি-
লেন, “দেখ, ইহা-কেই বলে ভগবানের মীমাংসা।
আমাদের উভয়ের জিদকে কেমন তিনি সহজে
মিটাইয়া দিলেন”। উভার গমন করিয়া তাঁহার
শ্রামীর মানসিক বেগ সম্বরণ হইল না। এই সময়
পরম্পরে অনেক ভাবের পত্রাদি লিখিতেন। হৃঃ-
দয়ের বিষয় এই যে, যে সকল পত্র কুমুদিনী তাঁহার
শ্রামীকে লাহোরে লিখিয়াছিলেন, তিনি তথা
হইতে চলিয়া আসিলে, তাঁহার অব্যাদির সহিত
সে সকল পত্র তথায় থাকে, তদ্বিবরে কেহ আদৌ
যত্ন না করায়, তাহা নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং
তাঁহার ভাব সম্বলন করিয়া প্রকাশ করিবার আর
উপায় নাই। তাঁহার শ্রামী প্রচার ক্রমে ত্রুটি হইলে

ইদানিস্থান, তাঁহার পুস্তক যে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কতিপয় পত্রাংশ স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল। এই সময়ে কুমুদিনীর মনের ইচ্ছা জানিবার অভিপ্রায়ে, এবং আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিবার আশয়ে, কুমুদিনীর স্বামী, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, “আমার বিয়ত কর্ম করিতে আর যেন ভাল লাগিতেছে না, মন বড়ই যেন উদাসীন, কে যেন মনের ভিতরে আন্তঃ বলিতেছেন এ দিক ছেড়ে ও দিকে (ঐর্গ্য প্রচার কার্যে) যা, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় ও মত কি?” ইহার প্রত্যুত্তরে কুমুদিনী লিখেন যে, “তুমি বাহাতে ভাল থাক, এবং যাহাতে তোমার স্বর্গ রক্ষা হয় তাহাই কর, আমি কেন তোমার স্বর্গ পথে বাধা দিব।” কুমুদিনী আশ্রমে থাকিয়া প্রচারক পরিবারের অসম্মল বহা দেখিয়া, মনে করিতেন যে, তাঁহার স্বামী কর্ম পরিত্যাগ করিলে, তাঁহারও দশা ভদ্রপ হইবে, এবং সে অবস্থা পূর্ব যৌবনসম্পাদা ও মুখসম্মদেপালিতা মণ্ডীর পক্ষে সহজ ভাগ্য স্বীকার নহে। ইহাতে কুমুদিনীর বিশ্বাস ও মিতরের আশান প্রকাশ

করে । এবশ্রকার আশা বাক্য বাস্তবিক
সহধর্ম্মিণীর উপযোগী এবং তাহা, তাঁহার স্বামীর
বর্তমান অবস্থায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল ।

১৮৭৫ খৃঃঅঙ্গে কুমুদিনীর স্বামী মাদেকের
অবকাশ লইয়া উৎসবে যোগোদ্দেশে কলিকাতায়
আগমন করেন । অবকাশ শেষ হইবার কালে
তিনি কর্মে ত্যাগ পত্র লিখিয়া পাঠান । এই
সম্বাদে আশ্রমের অনেকেই বিস্মিত হইলেন, এবং
তাঁহার স্বামীর অনেক বন্ধু আসিয়া “ বিবরণ কর্তব্য
করিলে কি ধর্ম্ম হয় না ” এই বলিয়া তাঁহাকে
তিরস্কার করেন । কুমুদিনীর মাতাও ইহার জন্য
ক্রন্দন ও নানা আক্ষেপ করেন । কুমুদিনী শান্ত
ও ধীর মতি নম্প্রা ছিলেন । মাতাকে এই বলিয়া
সান্ত্বনা করিলেন, “ যে, তুমি কঁাদ ও হুঃখ কর
কেন ? বিশেষ হুঃখ করা আমারই উচিত । যদি
কঁাদিতে হয় তাহা আমারই অধিক কঁাদা আব-
শ্যক । অতএব ক্রন্দন করিলে আর কি হইবে ।
মনকে শান্ত কর, এবং ভগবান বধন জীবন দিয়া-
ছেন তখন আহার দিবেন, অতএব তাঁর উপর
নির্ভর কর ” । এই বলিয়া মাতাকে শান্ত করেন ।

আচার্য্যাদেব আশ্রমে উপাসনা কার্য্য শেষ করিয়া গমন করিলে, দ্বিপ্রহরের সময় এই ঘটনা উপস্থিত হয়। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় কুমুদিনীর স্বামী সমুদ্রবাহরে যাত্রা করিবার কথা, কুমুদিনী এই উপলক্ষে কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে, "যাওরা হইবে না ইহা আমি আগে হইতেই বুঝিতে পারিয়া ছি। সেইজন্য যাইবার উপযোগী ব্যবস্থা আমি কিছু করি নাই ও আমার করিবার ইচ্ছাও হয় নাই"।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কুমুদিনী রোগাক্রান্তা হইলেন। একে পূর্ণগর্ভা ভাষাতে বিবস রোগ ও অবস্থার পরিবর্তন-সম্বৃত্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার শরীর ককাল সদৃশ হইয়া ছিল, এমন কি জীবনের সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। আহারে কচি এই এক মাত্র সুলক্ষণ ছিল। চিকিৎসকও বলিয়াছিলেন যে, "জীবনের একমাত্র আশা কেবল অকচিৎ আশ্রয় করে নাই" কিন্তু শরীরের দৌর্বল্য হেতু এসব কালে সন্তটাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, তিনি এমনও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কলবাসের কুপার এসব কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হওয়ার

নে যাত্রা রক্ষা পান। তাঁহার স্বামী প্রচার ত্রুত
 অবলম্বন করায়, এবং সর বিশেষ পরীক্ষার বৎসর
 ও অবস্থা পরিবর্তনের প্রাক্তনজনিত অর্থাভাবে
 বিশেষ অসুবিধা হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ দেবর
 ও মাহোরের বন্ধুবর্গ তাঁহার পীড়া ও কষ্টের
 বার্তা শ্রবণ করিয়া বিশেষ রূপ অর্থ সাহায্য
 করেন। অতঃপর তাঁহার স্বামীর কোন বন্ধু
 কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ কার্যালয়ে উপযুক্ত পরি
 দুইটি কর্মস্থান করিয়া তাঁহাকে তাহাতে
 নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। একটি
 অস্থায়ী অর্থাৎ ঠিকাকর্ম, মাসিক বেতন ষষ্ঠীতম
 মুদ্রা; অপরটির বেতন দেড়শত টাকা। এক
 দিকে কষ্টের তীক্ষ্ণ বর্গের উত্তেজনা, অপর দিকে
 প্রলোভনের মন-মুগ্ধকারী আকর্ষণ, উভয় দৃষ্টে
 পড়িয়া কুমুদিনীর স্বামী বিষয় কার্যে পুনরায় প্র-
 রুদ্ধ হওয়া ভগবানের আদেশ বিরুদ্ধ কার্য, ইহা
 উপলব্ধি করিয়া উক্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বহুকে বিশেষ
 রূপে তাহা ক্ষমপ্রায়ম করাইয়া কর্ম গ্রহণে বিরত
 হইলেন। কুমুদিনীকে একথা জ্ঞাপন করিতে,
 তিনিও হাসিয়া বলিলেন “বা ছাড়া হইল তা
 আবার ধরা, ইহা কি ভাল দেখায়?”

১২৮১ সালের মাঘ মাসে তাঁহার তৃতীয়া কন্ডা
 ১০ নম্বর মৃজাপুর স্ট্রীটস্থিত ভারতাস্রমে জন্মগ্রহণ
 করে। তদনন্তর তাঁহার শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইতে
 থাকে, এই অবস্থায় তাঁহার সখীর জ্যেষ্ঠ সহোদর
 কুমুদিনীর আশ্বাসপ্রতির উদ্দেশ্যে হাবড়ার অন্তঃ-
 পাতী রামচন্দ্রপুর গ্রামে তাঁহাদিগকে লইয়া
 যান। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা
 কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। নৌকা যোগে
 আসিবার কালীন মেটেবুজের সম্মুখে নৌকা
 জলমগ্ন-প্রায় হয়। তদর্শনে তাঁহার মাতা অত্যন্ত
 ভীতা হইলেন, কিন্তু কুমুদিনী “মৃত্যুকে ভয় করিলে
 আর কি হইবে, যা হবার তাই হউক” এই বলিয়া
 স্তম্ভিত ভাবে স্বামী ও সন্তানসহ স্থির হইয়া
 নৌকা মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ভগবানের কৃপায়
 সে সঙ্কট হইতে আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা পাইলেন।
 কুমুদিনীর অন্তরে ঈশ্বর-নির্ভরের ভাব এই ঘট-
 নার মধ্যেও বিলম্বল প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর
 পরে অর্থাৎ ১২৮৩ সালের কার্তিক মাসে তাঁহার
 চতুর্থী কন্ডার জন্ম হয়। কন্ডাটি দৃঢ়পুষ্ট হইয়া-
 ছিল কিন্তু সাংঘাতিক হসন্ত-রোগাক্রান্ত হইয়া

অন্যান বৎসরের বসন্তকাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বসন্ত রোগ সংক্রামক এই ভয়ে সহবাসী বন্ধু-গণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। কল্যার মৃত্যু-সম্বন্ধে কালে এই প্রকার বন্ধুহীন হইয়া তাঁহাদের পরীক্ষা আরও বৃদ্ধি হয়। এমন কেহ উপস্থিত ছিলেন না যে, মৃত দেহের সংস্কার ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ইত্যবসরে কুমুদিনীর ভগ্নিপতী আসিয়া সে কার্য সম্পন্ন করেন। সম্ভ্রান্ত বিরোগ যন্ত্রণা ও শোক সম্ভাপ কুমুদিনী এই প্রথম সহ্য করেন।

ইং ১৮৭৭ সালে মঙ্গলপাড়ার প্রচারকদিগের বাড়ী নির্মাণ আরম্ভ হয়। কুমুদিনীর স্বামী এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া ছোট একটি বাড়ী নির্মাণ করা আবশ্যক মনে করেন। এবিষয়ে আচার্যদেবেরও অভিমত ছিল। কিন্তু কিছু মাত্র টাকা না থাকায় কিরূপে কার্য সিদ্ধি হইবে, তজ্জন্য ব্যাকুল করেন। অন্তঃপর তাঁহার কমিউ ড্রাতার সহায়ত্ব প্রাপ্ত করেন, ও তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আড়াই কাঠা জমি ৬০০ শত টাকার

ক্রয় করেন। জুখ ক্রয় হইল, কিন্তু বাটীনির্মাণ
 টাকার অভাবে কিরূপে হইবে তাঁহার অন্তরে এই
 প্রশ্ন উঠিল। এই সময়ে তাঁহার কোন বহু প্রায়
 ১০০ টাকা বিনা সুদে কর্ত্ত্ব দেন; তিনি
 মনে করিলেন ঋণ করিব কিন্তু পরিশোধের
 উপায় কি, এই চিন্তা মনে উদয় হইলে, তিনি এই
 ভাবিলেন বাড়ীত প্রস্তুত হউক, ঋণ পরিশোধ যদি
 একান্ত না হয়, পরে বাড়ী বিক্রয় করিয়া পরিশোধ
 করা যাইবে। উক্ত টাকার বাটী নির্মাণের সকল
 ব্যয় সঙ্কলন যখন হইল না, তখন কুমুদিনী তাঁহার
 গহনাও মূল্যবান বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া বাকি টাকা
 দেন। তাঁহার কখনও অর্থ বা অলঙ্কারাদিতে যে
 বিশেষ আনন্দ ছিল না, তাহা এই উপলক্ষে অন্তঃ-
 ক্রিয় পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পরন্তু কুমুদিনীর
 হৃদে যখন সংসারের সকল টাকা থাকিত, তিনি
 মনে করিলে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত অথবা অন্য
 প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। পত্নী-
 পত্নী উভয়ে সহিব্যয়ে অর্থব্যয় করিতেন, অপত্য
 বা অন্যায় ব্যয় না হয়, এই ব্যক্তি তাঁহাদের
 লক্ষ্য ছিল। সংগ্রহ হয়, বা না হয়, তাহিব্যয়ে ভতো

ধিক দৃষ্টি করিতেন না। তিনি যেমন মিত ও সম্মা-
 য়িণী ছিলেন অপর পক্ষে, তেমনি সত্য। ঘুরাগিণী
 ও নিষ্ঠাপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার স্বামী প্রচার
 ব্রত গ্রহণ করিলেও, সমাজ সম্বন্ধীয় আদি
 তিনি কুমুদিনীর নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিতেন,
 কিন্তু পারিবারিক কষ্ট মত্রেও উক্ত প্রচারের
 টাকা হইতে একটি পয়সা ও কুমুদিনী কখন
 লইয়া যে কষ্ট দূর করিবেন এক বারও
 এমন ইচ্ছাকে মনে স্থান দেন নাই। যদি কখন
 দৈবাৎ তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকট হইতে
 প্রচারের কোন টাকা লইতে বিস্মৃত হইতেন,
 তিনি নিজে স্মরণ করাইয়া সে টাকা প্রতারণা
 করিতেন। তিনি এবিষয়ে এমন খাঁটি ছিলেন যে,
 পাছে এবিষয় কোন ভুলভ্রান্তি হয় তজ্জন্য প্রচার-
 রের টাকা স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। তবে
 যদি অনুরোধে উহা তাঁহার নিকট রাখিতে বাধ্য
 হইতেন, তাহা এমন পৃথক ভাবে সতর্কতার সহিত
 রাখিতেন যে, ভুল কোন মতে না হইতে পারে।
 তাঁহার স্বভাবের তেজস্বীতা অসত্যকে প্রত্যা-
 দ্বিত না এজন্য কখন কখন অপ্রিয় সত্য ও উচিত

কথা বলিতে সহজে তিনি ফাস্ত হইতেন না। এই স্বভাব নিবন্ধন সত্য। হুরাগ-সম্ভূত উচিত কথার জন্য বহুদিনের নিকট সময়ে সময়ে তিনি অপ্রিয় হইয়া পড়িতেন। তিনি মৃত্যুর দিনও ছেলে-দিগকে কোন খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করিয়া দিবার কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলেন “তুমি কি এ পেরেছ? দেখ, খবরদার, মিথ্যা কথা বলিও না”। তাঁহার সত্যপ্রিয়তা তাঁহাকে সময়ে সময়ে উচিষ্টতা করিয়া তুলিত। একজন কখন কখন তাঁহার ব্যবহার কোমলতার সীমাকে অ-পা-ধিক অতিক্রম করিত। তাঁহার নিষ্ঠাচার শিকোটা-রের সহিত যদিও সমস্ত নামস্বাস্য রক্ষা করিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার সরল হৃদয় স্বভাব সে অভাব—সেকতি ঘোড়ের উপর পূর্ণ করিত।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ্বে তিনি মঙ্গলবাড়ীর নুতন ভবনে আসিয়া অধিবাস করিতে থাকেন। ১৯০৫ সালের ২৫এ আষাঢ় মঙ্গলবারে তাঁহার প্রথম পুত্র অর্থাৎ পঞ্চম সম্ভ্রানের জন্ম হয়। সংসার যে অমায় তাহার পরিচর পদে পদে পাওয়া যায়। এই নবপুত্রের আগমনে আনন্দের সমাগম

হইতে না হইতেই অতি ক্ষয় বিদারক শোচনীয় ঘটনা কুমুদিনীর পরিবার মধ্যে সংঘটিত হইল। তাহাতে তাঁহার প্রাণে শেল বিদ্ধ করিল। পুত্রের জন্মগ্রহণের ষষ্ঠ মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা এবং মধ্যমা কন্যা মাসদ্বয়ের মধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিতা হয়। তাঁহার স্বামী আচার্য্যদেবের সহিত প্রচার যাত্রায় বঁকিপুরে অবস্থিত কালে তাঁহার মধ্যমা কন্যা জ্বর ও প্লীহাদি রোগে অনেকদিন হইতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পরে তিনি প্রচার যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইলে অল্পদিন পরেই জ্যেষ্ঠা কন্যার কাল হয়। এই নিদারুণ শোক কুমুদিনীর ক্ষয়-রকে বড়ই ব্যথিত করে। মৃত্যু তাঁহার ঘেহের সাক্ষী হরণ করিল, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক হাস্য-ভাবকে অপহরণ করিতে পারিল না। রোগ শয্যার সন্তানদিগের শুভ্রতা করিতে তিনি বিলম্ব নাটু, তৎপর ও সাবধান ছিলেন। তাঁহার এই সাবধানতা সম্বন্ধে কেহ কখন উপহাস করিলে, ঔষধাদি সেবনে অসাবধানতা নিবন্ধন যে সকল দুর্ঘটনা ও অকালমৃত্যুর সংবাদ বাহা তিনি

সংবাদ পত্রাদিতে পাঠ করিতেন, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া, উক্ত উপহাসকারীদিগের কেবল যে উপহাস বন্ধ করিয়া দিতেন এমন নহে, কিন্তু ইহার আশংকতা বিশেষ রূপে ক্ষময়ান্বিত করাইয়া দিতেন। তাঁহার এই গুণের জন্য প্রসিদ্ধ ডাক্তার খাস্তগির মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কুমুদিনী উক্ত চিকিৎসক মহাশয়ের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিতেন এবং তদনুসারে স্বাস্থ্যের নিয়ম, সম্ভানাদির সম্বন্ধে যথা সাধ্য পালন করিতেন। উক্ত পুস্তক অনেক পরিমাণে তাহার কণ্ঠস্থ ছিল।

কুমুদিনী স্বাধীনমনা ছিলেন। শরীর রোগ-গ্রস্ত হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে বায়ু পরিবর্তনের কথা মধ্যে মধ্যে উত্থাপিত হইত, কিন্তু তিনি সে জন্য অন্য কোন স্থানে গিয়া, পাছে কোন বন্ধুর গলগ্রহ ও ভারবহ হইলেন, এই আশঙ্কার কোন বন্ধুর আবাণে ঘাইতে ইচ্ছা করিতেন না। পাছে কোন একারে অসন্তোষ, বহুবিস্ময় অথবা অসন্তোষকর ব্যাপার সমুদ্ভূত হয়, এবং নিতৌ অর্থব্যয়ে অক্ষয় জ্ঞানিয়া, তদ্বিবন্ধন বন্ধুর

ধমে কোন প্রকারে বিকার উৎপন্ন করে, এবং বিশ্ব
 ভর প্রযুক্ত স্থানান্তরে বন্ধুর আবাসে যাইতে
 অমিচ্ছা প্রকাশ করিতেন এবং বলিতেন,
 “ আর কেন ? প্রচার অন্ন খাইতে খাইতে পৃথিবী
 হইতে অপস্থত হওয়াই ভাল ” । কোন কোন বন্ধু
 তাঁহাকে লইয়া যাইবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ
 করেন । দূরতা নিবন্ধন অথবা উপরোক্ত
 কারণে তিনি যাইতে ইচ্ছা করিতেন না ।
 কনিষ্ঠা ভগিনীকে কত্না নির্বিশেষে অত্যন্ত ভাল
 বাসিতেন, তজ্জন্য তাঁহার বাড়ীতে তাদৃশ
 আদরভাব সত্ত্বেও বারেকদ্বয় গিয়াছিলেন ।
 বিশেষ সমারোহ, নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে ছোট
 ছোট সম্মানানি লইয়া গেলে পাছে কাহার
 কোন বিষয় হয়, অথবা কেহ কোন মোষারোপ
 করে, এই কারণে তিনি আপনাকে সে সব
 আমোদ আল্লানে বঞ্চিত করিতেন । তাঁহার
 স্বভাবের এই বিশেষত্ব প্রযুক্ত তাঁহাকে আপন
 গৃহান্তরে প্রায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত ।

কুমুদিনী ধীর, সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল ছিলেন ।
 অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দুঃখ পরী-

ক্ষার শুকতার তাঁহার উপর পড়িয়া ছিল ; কিন্তু তিনি অকাতরে সে সব বহন ও সহ্য করিয়া, মুখের হান্য ভাব কখন জ্ঞান হইতে দেন নাই। সমস্ত আবর্জনা, ধীরতরুণ সম্মার্জনীর দ্বারা সহজেই বিদূরিত ও পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিতেন। প্রচারক পত্রীর অভাব অনাটনের কথা বলা বাহুল্য, তাহার উপর সম্মানবতী নাতার উদ্ভৃতির কারণেব অপ্রতুল কিছুই নাই, নিজ অবস্থা ও সম্মানগণই তাঁহার উপাদান কারণ। ইহাতেই যে প্রচারক পত্রীর পরীক্ষা শেষ হইল তাহা নহে; সহবাসী প্রতিবাগীগণের ব্যবহার অস্পাশিক বস্তুর বাপার, স্ত্রীলোক মাত্রেই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। এসকল অশুবিধা হইতে তিনি যে মুক্ত ছিলেন তাহাইবা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে ? এপ্রকার অশুবিধায় নিপতিত হইয়া ও সম্মানদিগকে কচিং তিরস্কার বা কচিং অত্যাশ্রয় প্রহার ব্যতীত, তাঁহাকে কখনও চীৎকার বা কোন্দল করিতে, দেখা যায় নাই। তিনি স্বপ্নোনাতি শোকসমুদায় ভোগ করিয়া ছিলেন, কিন্তু কখনও চীৎকার রবে ক্রন্দন করিতে,

অথবা শোকে অতিমাত্র বিহ্বল হইতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। তাঁহার শোকাবেগ অন্তর্মুখীন হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে কথঞ্চিৎ কাল তাঁহার শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করিত, কিন্তু তাহা বহির্মুখীন হইয়া সহস্রা তাঁহাকে কখনও বিদল করে নাই।

১২৭৭ সালের কার্তিক মাসে তিনি স্বয়ং জ্বর, যকৃৎ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া বড় কষ্ট ভোগ করেন। এই রোগের সময় তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী স্থানান্তরে থাকায় তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয়। এই রোগ শয্যায় বিবিধ যন্ত্রণা তিনি শাস্ত্র ভাবে সহ্য করেন। “গীড়া মন্ডট” এই ভয় সূচক অসুখা দিয়া চিকিৎসক মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত ঔষধানি ব্যবহার ও সেবন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু লোকাভাবে এ সম্বন্ধে ক্রটি হওয়ায়, রোগীর কষ্ট সমধিক বৃদ্ধি হয়। এই সকল কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহাকে নিতান্ত কাতরা ও অধীরা হইতে দেখা যায় নাই, কিন্তু ছির ও শাস্ত্র ভাবে সব সহ্য করিতেন। এই যে যত্নতামি তাঁহাকে আশ্রয় করিল ইহা হইতে তিনি আর নির্মুক্ত হইতে পারেন

নাই। সময়ে সময়ে তাঁহা কেবল মাত্র সংবত
 থাকিত, কিন্তু আবার সংবত ত্রমে বিক্রম প্রকাশ
 করিত। তাঁহার শরীর ভগ্ন হইবার সূচনা এখন
 হইতে আরম্ভ হইল। অবস্থা সমুদ্র এমন অবস্থাও
 ঘটিয়াছে যে, বজ্রাদির অনাটন প্রযুক্ত, গৃহা-
 স্তুরে গমনে সৰ্ব্বট উপস্থিত হইত, এবং সময়ে
 সময়ে প্রতিবাণী প্রদত্ত অত্যম্প শাক মাত্র অল্পের
 উপকরণ করিয়া, ভোজন কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে
 হইত। ইহার জন্য কখন তাঁহাকে বিরম্ব বদন হইতে
 ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। এমন
 কি এ সকল বিষয় অপর কেহ জানিতেও পারি-
 ডেন না। একদা যখন তাঁহার স্বামী, প্রচারার্থে
 বিদেশে অবস্থিতি করিতেন, প্রচারক মহাশয়-
 মিগের আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিবার লোকা-
 ভাব হওয়াতে, তিনি মাসাহিক কাল, তাঁহা-
 মিগের ভোজন-তৃপ্তি-কুশল সম্বৰ্দ্ধনাশয়ে
 অপটু শরীর সম্বন্ধেও নিজে বাঞ্ছনাদি রন্ধন করিয়া
 দিতেন, এবং মধ্যাহ্ন কাল অবসানে তাঁহা-
 মিগের উপাসনান্তে ভোজন সম্পন্ন হইলে, নিজে
 আহার করিতেন। এতাবৎকাল, অবস্থা ঘটিত

নিরন্তর উপহাসী থাকিতেন। এই মেচ্ছা-সম্ভূত-
 কষ্টে পীকার পূর্বক সেবা-সম্পূর্ণ চরিতার্থে প্ররক্ত
 হইয়া শরীর কণ্ঠ-তণ্ঠ হইয়া পড়িলে, অগত্যা
 রজন ভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।
 তাঁহার সত্যাবের বিশেষত্ব, শরীরের কণ্ঠত্ব, আচার
 ব্যবহারের গূঢ়ত্ব ও নির্দোষ সারল্যের সার
 ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অনেক
 বজুরাও তাঁহার প্রতি নিন্দাবাদ, অপবাদ,
 অপবশ ও অন্যান্য বাক্যারোপ করিতে ক্ষান্ত
 হইলেন নাই। কুমুদিনীকে আজীবন পরীক্ষণে
 দগ্ধ হইতে হইয়াছিল, ইহা বলিলে যে অতুক্তি হয়
 এমন নহে, কারণ অনেক সময়ে তাঁহাকে অমূলক
 সন্দেহযুক্ত অসত্য ব্যবহারে ও বাক্যবাণে বিশেষ
 রূপে মর্ম্মাহত ও দ্রুত হইতে হইয়াছিল। তথাপি
 এ সমুদয় দুঃখাবেগ ভগবানের দিকে তাকাইয়া
 তিনি শাস্ত মনে সহরণ করিতেন। কোন কোন
 কথা তাঁহার প্রাণে শেষ কাল পর্য্যন্ত শেল রূপে
 বিদ্ধ হইয়াছিল; তথাপি তাহা যথা সাধ্য
 সন্মোচন করিয়া নিজ সত্যাবের গাভীরা, মানসিক
 ধৈর্য্য ও হৃদয়ের প্রশান্ততা রক্ষা করিতেন।

রোগ যত্নগার বিশেষ কষ্ট হইলেও অধীরা হইয়া উচ্চরবে কাতরোক্তি বা উচ্ছ্বাস ভাব কখনই প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যুত রোগাদির সময় আশ্চর্যরূপে কষ্ট সহ্যরূপে পূর্বক তাঁহার বিশেষ সহিতার পরিচয় অনেক সময়ে তিনি বিলম্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮০৫ শকের ২০এ বৈশাখে কুমুদিনীর কনিষ্ঠা ভগিনীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তাঁহারই বাটীতে হইয়াছিল ও সেই শকের ৩০এ আশ্বিন সোমবারে তাঁহার একমাত্র বর্তমান কন্যা মৃত্যু গ্রাসে নিপতিতা হয়। এই শোক সহ্যরূপে তাঁহার পক্ষে নিদাক্ষণ পরীক্ষার বিষয় হইলেও তাহা তিনি বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক সহ্য করেন। ভক্তিতাজন আচার্য্য মহাশয় এই সময়ে তাঁহার সামীকে সাহস! হৃচক এই মিল্ল লিখিত পত্র খানি লিখেন :—

কানপুর, ২১এ অক্টোবর ১৮৮০।

শ্রীমতীকর্মা,

শোকের উপর শোক তোমাকে ভারি কেলি। অতি

ভয়ানক পরীক্ষা বারম্বার তোমার মস্তকের উপর পড়িতেছে। তুমি আর কত সহিবে? তোমার পারিবারিক দুর্ঘটনা রাশি দেখিয়া কে না বাকুলিত হইবে? সকলেই দয়া প্রকাশ করিয়া সাহসনা ও উপদেশ দিবে। উপদেশ দেওয়া সহজ, পালন কঠিন। হৃদয় বিশ্বাস ভিন্ন মনকে স্থির রাখা অসম্ভব। এমন বিশ্বাস চাই যাহা ভগবানের গুঢ় লীলা বুঝিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়া থাকিতে পারে। ভাবুক ভিন্ন লীলা বুঝিবে কে? প্রসাদ চাও; যিনি কঁকির করিলেন তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা কর। বিপদে যখন মা দেখা দিবেন তখন আর অশান্তি থাকিবে না। আমাদের মা খুব ভাস, এটা কেবল মানিলে হইবে না। কিন্তু দুঃখ বিপদে তাঁকে দেখিতে হইবে। অককারে দেবী দর্শন। সে এক অদ্বুত ব্যাপার। পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ দিবে।

চিরন্তনাকাজী

ঐকেশব চন্দ্র সেন।

কুমুদিনী মধ্যে মধ্যে উক্ত পত্র খানি পাঠ করিয়া মনকে প্রবোধ দান করিতেন। পত্র খানি যত পূর্বক বাস্তব মধ্যে রাখিতেন। ইহার মাসত্রয় মধ্যে তত্ত্বিকাজন আচার্য্য মহাশয়ের

স্বর্গারোহণ হওয়ার, তিনি সাতিশর মনস্তাপ প্রাপ্ত হইলেন ও এই শোকাবেগে সম্বরণের উপায় স্বরূপ উক্ত পত্র খানি পাঠ করিয়া আপনাকে মাতুলনাশান করিতেন।

১৮৮৭ খৃঃ অঃ শেষাংশে কুমুদিনীর শরীর পুনঃ রোগাক্রান্ত হয়। চিকিৎসক বলেন যে, শরীরে বিদ্যুৎমাত্র রক্ত নাই বলিলে বড় অত্যুত্তি হয় না। এজন্য অমৃজা করেন যে, পথ্যের বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে জীবন সংশয় হইতে পারে। দুগ্ধ অধিক পরিমাণে পান করিবার তিনি বিধি নেন। এজন্য প্রীতি-ভাজন বহু শ্রীযুক্ত লক্ষণ চন্দ্র আশ মহাশয় নিজ দয়া শুণে, এক মের খাঁটি দুগ্ধ তাঁহার নিত্য ব্যবহারের জন্য নিজ ইচ্ছাতে ব্যবস্থা করিয়া তাহার ব্যয় নির্বাহ করেন ও অপর কয়েক জন বহু তাঁহার রোগ নিবারণ জন্য ঔষধের ব্যয়ভার বহন করেন। এই সকল বহুদিগকে কুমুদিনী কৃতজ্ঞতা দিবার জন্য তাঁহার স্বামীকে আহ্বোধ করেন। ঈশ্বর রূপার তিনি এ বাদ্য অব্যোধ্য লাভ করেন, কিন্তু সার্কেল বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে আবার তাঁহার শরীরে রোগের লক্ষণ লক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়।

কুমুদিনীর রোগের স্থূল রূপান্তর সংক্ষেপে
 নিম্নে প্রকাশিত হইল। স্বভাবত তিনি যে কথ
 ছিলেন তাহা পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে।
 তাহাতে হৃৎক, কঁঠ, রোগ, শোক ও বিবিধ প্রকার
 যন্ত্রণাদি দ্বারায় সময়ে সময়ে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার
 শরীর অসুস্থতার বিহীন হইয়া পড়ে। রক্তাভাব
 প্রযুক্ত দুর্বলতা তাঁহার শারীরিক রোগের মূল
 কারণ হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া (মস্তক
 ঘূর্ণন) আরম্ভ হয়। পূর্বে হইতে তাঁহার অম্ন-
 রোগ ও পেটের পীড়ার সঞ্চার হয়, ক্রমে জ্বর,
 কালী, অর্শ, শীহা ও বহুং ইত্যাদি বিবিধ উপ-
 সর্গ তাঁহার শরীরকে আশ্রয় করে। প্রথমে রোগ
 এত সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, এত
 শীঘ্র তাহা মারাত্মক হইবে চিকিৎসক তাহা কিছু-
 তেই মনে করিতে পারেন নাই। উত্তরোত্তর রোগ
 বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ঔষধাদির শুণে জ্বরের
 অস্পষ্টরূপে একোপ যদিও কল্যাণ হ্রাস হইল
 বটে, কিন্তু বিশেষ কল্য ঐদর্শন করিতে পারিল
 না। হৃৎকর মাসেকের পূর্বে হইতেই মুখস্থবি পরি-
 বর্তিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রলাপ উপস্থিত

হইল এবং তদন্তর অকৃতি আরম্ভ হইল। ক্রমান্বয়ে পেটের পীড়া ও কানী হ্রাস হইল, আত্মনাস্তিক ভ্রবণ শক্তি ও শৌচাদি বহু প্রায় হইয়া তাঁহার জীবনকে মৃদুমুখান করিতে লাগিল। বখন পীড়ার অল্প নকার হইতে আরম্ভ হয়, কুমুদিনী দুর্কলতা ও অনাবিধ অসুস্থতা সত্ত্বেও মাতার পরিশ্রম লাভ করিবার উদ্দেশে সংসারের কার্যাদি অতি কষ্টে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার মাতা কমলকুটীরে নিত্য প্রভুবে দেবালয়ের কার্য করিতে যাইতেন। মাতা এত পরিশ্রমের পর আবার রক্তনাদি আরম্ভ করিলে, তাঁহার সাতিশর কষ্ট হইবে এই বিবেচনা করিয়া তিনি মিলে রক্তন করিতে যাইতেন। শরীর নিতান্ত অপটু এজন্য রক্তন কার্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম-ঘরে শয়ন করিতে বাধ্য হইতেন। একদা এই অবস্থায় তিনি হঠাৎ মুচ্ছিতা ও অজ্ঞান হইয়া পড়েন; সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মাতা তদসময়ে দেবালয় হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তা হইলেন এবং কন্যাকে তদুৎপন্ন দেখিয়া সাতিশর ভীতি হইলেন, এমনকালে চিকিৎসক মহাশয়ও দৈবক্রমে

তাঁহাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা নাড়ী অতি ক্ষীণ জ্ঞানিয়া তৎক্ষণাৎ কোন ঔষধ বিশেষ সেবন করাইয়া রোগীর চৈতন্যোদয় করেন। দৌর্য্যলা দূর করিবার জন্য পুষ্তিকর ঔষধ ও আহারের বিধি করেন। তদ্ব্যতীত আশ্বিনসম্বন্ধীয় পুষ্টি করপথা ও ঘটপদ্ধি ভোজ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। এই আহার লইয়া নিদাক্ষণ শ্লেষ বাক্য তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা হইলে, তচ্ছবনে, তিনি বিশেষ রূপে মগ্ন হইয়া, একেবারে তাহা পরিত্যাগ করেন। অর্থাৎ শোণ নারী জাতির মধ্যে মাংস আহার অতি বিরল, সুতরাং তিনি যে মাংস ভোজী ছিলেন না ইহা বলা বাহুল্য। এমন কি জীবনের শেষ ভাগে মৎস্য আহার পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসক কর্তৃক অম্লকট্টা ইইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অম্পাদিবসের জন্য আশ্বিন ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হোমিওপ্যাথিক দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হয়। কিন্তু জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল বলিয়া, তাহা নিবারণ করিবার জন্য, অম্প কুইনাইন দেওয়া বিধি হয়। যে দিন

হইতে এই বিধি হইল, সেই দিনই জ্বরের আর
 বিচ্ছেদ হইল না, অতরাং কুইমাইন সেবন
 করাইবার কোন সুযোগ হইল না। তখন এলো-
 প্যাথিক মতে যাঁহাতে জ্বরের গতি রোধ করা যায়,
 তদ্রূপে ঔষধ সেবন করান হইতে লাগিল। জ্বর
 একশত ডিগ্রির নীচে আসিলে, সেই সুযোগে
 কুইনাইন দেওয়া হয়। এসময়ে কাশীও একটু
 কমিয়াছিল। চিকিৎসকেরও একটু আশা হইয়া-
 ছিল। কুমুদিনী যাঁহার চিকিৎসারাদীনে * ছিলেন
 তিনি এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, এবং পূর্বে যখন
 আর একবার তাঁহার নিকট রোগ হইয়াছিল,
 তখন ইহারই চিকিৎসায়, তিনি আরোগ্য লাভ
 করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এ চিকিৎসকের প্রতি
 তাঁহার বিশেষণ আস্থা ছিল। হঠাৎ একদিন জ্বর
 বৃদ্ধি হইল, কি জানি বহু যাত্রা ঔষধ সেবনে, অথবা
 অন্তঃগত হইয়া কিবা ভিধি যোগে ইহার
 প্রাবল্য হইল; এই বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত হীরলাল ঘোষ। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার
 শ্রীযুক্ত চুর্ণদাস গুপ্ত, আশবন বহু, বদ্রনাথ চক্রবর্তী ও বঙ্গ
 গোবিন্দ সরকার তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

দুই তিন দিন ঔষধ বন্ধ করিয়া দেন। পবে তিনি রোগের অবস্থার পরিবর্তন, ও কাশীর বৃদ্ধি দেখিয়া একটু ভীত হইলেন, এবং পূর্বে যেমন “কিছু ভয় নাই, আরোগ্য লাভ করিবেন” এবং প্রকার আশা দিতেন, এবার আর তাদৃশ সাহসের সহিত কিছু বলিলেন না। পরন্তু কুমুদিনীর মনের আশা নিস্তেজ হইতে লাগিল। এবং “আবার জ্বর হইল” ইহা মনে করিয়া তিনি বুঝিলেন এবার আর জীবনের আশা নাই। এত দিন ভাল হইবেন এমন আশা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সে আশা পরিত্যাগ করিলেন। এরাকট, বার্লি, দুগ্ধ, মিল্কি এই মাত্র তাঁহার পথ্য ছিল। এত দিন কষ্ট করিয়া তিনি ঔষোপাধিক ঔষধ সেবন করিতেন, এক্ষণে আর জীবনের আশা নাই, তবে কেন রুখা তীব্র ও তিক্ত ঔষধ সেবন করিব, এই মনে করিয়া উক্ত ঔষধের পরিবর্তে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পূর্বেকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে † আনা হইল, ইমিও একজন কৃতবিদ্যা, যশস্বী ও বিজ্ঞ চিকিৎসক।

† ডাক্তার ডি; এন রায়।

তিনি রোগীর বর্তমান অবস্থা তাদৃশ স্থলক্ষণযুক্ত মনে করিলেন না, তথাপি “যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ,” এই ভাবে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রোগীও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে তাদৃশ কষ্ট নাই, সেই জন্য তাহা সেবন করিতে লাগিলেন। রোগের যত্ননা ভিতরে২ তিনি বিলম্বন অস্বস্ত্য করিতেন, কিন্তু সহিষ্ণুতা বশে সব চাপিয়া রাখিতেন, বিশেষতঃ নাতার কষ্ট নিবারণ জন্য বাহিরে কিছু প্রকাশ করিতেন না। কালী বড়ই কষ্ট-প্রসন্ন হইরাছিল, কালীতে কালীতে কখন কখন অবসন্ন হইরা পড়িতেন। ক্রমে মিষ্টেজ ও দুর্বল হইরা পড়িলেন, তথাপি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা নিবন্ধন শৌচ ক্রিয়াদি পরিভ্যাগ করিতে, গৃহের বহির্ভাগে বাইতেন। কেবল হৃদয় দুই তিন দিন পূর্ণ হইতে, বহুদিগের বিশেষ অনুরোধে, ও শৌচপ্রস্রাব নিবন্ধন শয্যাধি অপরিষ্কার না হইতে পারে এবিষয়ে ব্যবস্থা করার, শরানাবস্থাতেই উক্ত ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেন। অত্যধ লজ্জাশীল ছিলেন বলিয়া গাভ্রাবরণ বা পরিধের বস্ত্র বিশুদ্ধ হইতে না

পারে, এবিষয়ে যথা সাধ্য সতর্কতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। শৌচ ক্রিয়াদির সময়, অপর কোন স্ত্রীলোক পর্য্যন্তঃ নিকটে থাকিলে, তাহাকে অমনয় করিয়া, গৃহের বাহিরে যাইতে অমুরোধ করিতেন। যখন শরীর অপেক্ষাকৃত সবল, এবং বাঁচিবার আশা প্রবল ছিল, তখন স্বামীর কোন স্থানে, উপাসনা বা অন্য কোন কার্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণাদি হইলে, তথায় যাইবার জন্য, নিজের তাঁহাকে অমুরোধ করিতেন। কিন্তু সেবারস্থায় তিনি স্থানান্তরিত হইলেন, এমনত ইচ্ছা করিতেন না। কারণ সেবারস্থায় অধিকাংশ তাঁহাকেই করিতে হইত। মাতা সংসারের কার্য ও পথ্যাদি প্রস্তুত বিষয়ে ব্যস্ত থাকিতেন, এবং রাত্তিকালে পর্য্যায়ক্রমে, রাত্রি জাগরণ করিতেন; তদ্ব্যতীত মার প্রাণ, প্রিয়তমা কন্যার মুখের অবস্থা দর্শনে অবনয় হইয়া পড়িত, স্নানোত্তরায় স্বামীর উপর রাত্রি জাগরণ, ও অপর সেবার ভার বিশেষরূপে ন্যস্ত থাকিত। তাঁহার শারীরিক বিকার, কিরূপ পরিমাণে চিকিৎসিকার সমুপস্থিত করিয়াছিল। সে জন্য যদিও তিনি, জন্মে

সময়ে অচেতন প্রায় হইয়া, প্রলাপ ও অসংলগ্ন কথা বলিতেন, কিন্তু কথার অসঙ্গত ও অসংলগ্ন-
 হের ভিতর কোন অপকর্ষতা প্রকাশ পায় নাই।
 নিদ্রাবস্থায় যেন কাহার সহিত সলালাপ, সং-
 প্রসঙ্গ, ও সঙ্গীতাদি করিতেছেন, এই ভাব
 প্রকাশ হইত। শুষ্কপক্ষে শশধর, মেঘাচ্ছন্ন
 হইলেও যেমন শুষ্কপক্ষের ময়লা একেবারে বিলুপ্ত
 হয় না এবং মেঘমালা অন্তর্হিত হইলেই চন্দ্রমার
 শুভ্রজ্যোতি আবার প্রকাশিত হয়, অথবা শরৎ
 কালের মেঘমালা সূর্যকে ক্রীড়ার বস্তুসম করিয়া
 যেমন কখন তাহার কিরণজাল আচ্ছন্ন কখন
 প্রযুক্ত করিয়া অপূর্ব ভাবে রহস্য বিকাশ ও মৌল্য
 প্রকাশ করিতে থাকে, কুমুদিনীর বিকার অব-
 স্থার ও প্রলাপের সময়, চিত্তের ও মানসিক ভাবের
 তরঙ্গ হইত। তাঁহার জনের গূঢ় আধ্যাত্মিক
 ভাবের উল্লেখ ও চিত্তচর্চির বিকাশ এই প্রলা-
 পের মধ্যেও, যেন মেঘযুক্ত শশধরের ম্যায়
 বিশেষ লাভগুণ ও শোভাধারণ করিত।

কুমুদিনীর এই পীড়ার সময়, প্রচারক দিগের
 মধ্যে বিবাদ বিশৃঙ্খল ও মতভেদের অনল প্রাধ-

মিত হইয়া, স্মরণের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির
 ছায়া হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত সেবাশুশ্রূষা করা
 দূরে থাকুক, পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ও অনু-
 সন্ধান স্পৃহা নিষেজ হইয়া পড়ে। এতবৎ কাল
 আত্মীয় স্বজন বর্জিত, কচিৎ তিনি কাহারও
 সাক্ষাৎ লাভ করিতেন। কেহ সদালাপ,
 সত্বপদেশ, ও উপাসনাদি দ্বারা এই সমস্ত কালে
 তাঁহাকে যে সাহায্য দিবে ও সুখী করিবে,
 এমন মৌভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। ধর্ম
 সম্বন্ধ-সংযুক্ত ভাই ভগ্নী যে, তাঁহার শুশ্রূষা,
 কিম্বা তাঁহার সহিত কোন বাক্যালাপ, অথবা
 সংপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে আশা ভরসা দানে,
 তাঁহার রোগভার—মমতার লাঘব করিবে, কিম্বা
 তাঁহার চিন্তের ক্ষুণ্ণতা সম্পাদনে সহায় হইবে,
 এরূপ দুটোই অতি বিরল দৃষ্ট হইয়াছিল। এক জন
 প্রচারক রোগশয্যার শায়িত হইয়া, বিশ্বাস ও
 নির্ভরকে উজ্জ্বল ও অক্ষুর রাখিবে, ইহা কিছু
 বিচিত্র কথা নহে; কেননা তিনি জনসাধারণের
 শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত, স্মরণের তাঁহার নিকট
 লোক আসা সম্ভবপর এবং আসিলেই শিক্ষা প্রদা-

নের সুযোগ সমুপস্থিত হওয়া সহজ, সুতরাং তাঁহার ভাব-ভক্তির দ্বার গৎপ্রসঙ্গ প্রভাবে উৎসাহিত হওয়া এবং ইহা তাঁহার রোগ যাতনা সম্বরণের উপায় হইয়া মানসিক ভেদকে রক্ষা করা বড় অসম্ভবপর নহে, কিন্তু একটি কথা নারী, যাঁহাব এতাদৃশ বাহ্যিক সম্বল বিরল, তাহার পক্ষে রোগ শয্যায় নিরাশ্রয়তা কেমন মজুট—কেমন কষ্টকর! পক্ষান্তরে ইহার উপর আবার অর্পণভাব, বন্ধু বিচ্ছেদ, ও অন্যবিধ পরীক্ষা, আশা ভরসার নিঃশেষনকে যেন তদমান্বয় করিয়া, কত ভয় ও নিরাশা উদ্দীপন করিবার সম্ভাবনা ছিল! এমত সম্বটাবস্থায়, কুমুদিনী নিজ নির্জন শাস্ত্র গাথন, অধ্যাত্মিক বিদ্যা ও নির্ভর প্রভাবে বিধাতার কৃপায় আপনাত্ত্ব ভাবকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রোগ শয্যায় ও সুমুর্ষাবস্থায়, তাঁহার আশ্চর্য্য ধর্ম্য ভাব দেখিয়া, অনেক অজ্ঞেয় প্রকারক মহাশয় এই রূপ বলেন যে, 'ঈশ্বর মরজাতীর ভিতর যেমন তাঁহার অগৌরবাবিধানকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি যে তাঁহার নারীজাতির প্রতি উদ্যোগ নহেন, ইহার যেন প্রমাণ প্রদর্শন করিবার

উপলব্ধ স্বরূপে, ইহঁার জীবনে যেন নিজে গোপনে বসিয়া, এই আশ্চর্য্য রহস্য প্রকাশ করিলেন'। কুন্সুদিনীর সৌভাগ্য এই যে, সাধন সম্বন্ধে ধ্যান্তি প্রতিপত্তি না থাকা সত্ত্বেও, মৃত্যু শয্যায় স্বর্গীয় ভাব-ব্যাঞ্জক হাজি দ্বারায় রোগ শোক ভয় করিলেন। রোগ যন্ত্রণার মধ্যে, আপনার শাস্ত্র সহিত ব্যবহারে হরিনীলা প্রদর্শন করিলেন। তিনি মিত্রের অভিজ্ঞতা হইয়াও স্বপ্নাবস্থায় কখন হাসিতেন, কখন আশ্চর্য্য কথা বলিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে, “আমি আচার্য্য দেবকে স্বপ্নে দেখিতে ছিলাম—তাঁহার সহিত অনেক কথা কহিতে ছিলাম।” তিনি সজীব বড় ভাল বাসিতেন, এমন কি ভিক্ষারী বৈষ্ণবদিগকে গান গাইতে শুনিলে তাহাদিগকে ডাকাইরা আনিতেন এবং তাহাদিগের ভক্তি বিষয়ক গান শুনিয়া তাহাদিগকে পরসাদ ও চাউল দিয়া বিদায় করিতেন। পত্র লিখিবার কালে পত্রের শিরোনামে তৎকালীর মনের ভাব ব্যঞ্জক গানের অধ্যায় লিখিতেন, যথা :— “বিপদ ভঞ্জন দয়ালহরি। হরি তোমা বই কেউ নাই আমার। হরি অথৈ সুখী চিরদিন,” ইত্যাদি।

এই বোগাবস্থায়ও নিজ ভাবোচ্ছ্বাসিত সঙ্গীত করিতেন এবং এতদবস্থায় তিনি অনেক গুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কে জানিত যে, তিনি এত শীঘ্র নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অবিদ্যম্বর রাজ্যে গমন করিবেন ? মতুবা সে সকল সঙ্গীত যত্ন সহকারে সংরক্ষা করা যাইতে পারিত। তাঁহার রচিত ২১৩টি সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া স্থানাস্তরে প্রকাশ করা গেল। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় যে সকল বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিবিধ পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে সকল স্থানাস্তরে উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি বিষয় প্রকাশ করা বাইতেছে।

কুমুদিনী মহাশয় বড় লজ্জাশীল ছিলেন। মারী জাতির লজ্জাই সুখ। কিন্তু এই লজ্জাশীলতার প্রণালী দেশ ভেদে—জাতি হেঁদে ভিন্ন। বাবনিক শাসন কালে আমাদের দেশে এসময়ে অনেক পরিবর্তন উপস্থিত হয়, এবং তৎকালে বর্তমান প্রচলিত প্রথাভ্রমারে অবগুণ্ঠন লজ্জার পরিচায়ক এবং অসুঃপুরু-দারাবান ও বাক-শূন্যতা তাহার উপায় মাত্র হইয়াছে। এই সংস্কার বলতঃ বল

অঙ্গনাগণ সেই পুরাতন রীতি অনুসরণ করিয়া
 তাঁহাদিগের লজ্জাশীলতাকে চরিতার্থ করেন।
 পক্ষান্তরে আধুনিক অস্বদেশীয় কোন কোন
 মহিলাগণ পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার প্রাচুর্যবশতঃ
 শ্বেতাঙ্গিনীগণের আচার ব্যবহার অনুকরণ প্রিয়া
 হইয়া পূর্বপ্রথা একবারে উপেক্ষা করিতে উদ্যত
 হইয়াছেন। কুমুদিনী এত্নয়ের কোনটার বিশেষ
 পক্ষপাতনী ছিলেন না, কিন্তু এই দুয়ের এক রকম
 মিলন করিয়া এক স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের ভাব
 আপনার স্বভাবে অনুস্থ করিয়াছিলেন। অবগু-
 ষ্ঠনাদি যে একবারে নিপ্প্রয়োজন তাহা তিনি মনে
 করিতেন না, সুতরাং তাঁহার আচার ব্যবহারাদি
 তদনুসারে সংরচিত হইয়াছিল। লজ্জা ভাব রূপে
 যদি ক্ষমণে ঠিক প্রস্তুতি হয়, তাহা হইলে
 আচার ব্যবহারে তাহার প্রকাশ সহজ ও সুন্দর
 হইয়া থাকে। নতুবা প্রথা-সম্মত লজ্জা কেবল
 আড়ম্বর মাত্র। অতি অল্প বয়স হইতে ব্রাহ্মধর্মের
 ভাব তাঁহার স্বভাবে প্রতিকলিত হওয়াতে এ
 সময়ে তাঁহার মত ও ব্যবহার বিশুদ্ধ প্রথা আশ্রয়
 করিয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহাকে পুরাতন পদ্ধ-

তির অধীন আদৌ হইতে না হওয়াতে তদুপস্থায়ী
 সংস্কার তাঁহাকে যেন স্পর্শ করিতে পারে নাই।
 তথাপি দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাসম্মত তাহার
 আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করিয়া তদুপস্থায়ী কার্য
 করিতেন। দাম্পত্য ব্যবহার সম্বন্ধে যদিও তিনি
 পুরাতন রীতি সচরাচর অবলম্বন করা অনাবশ্যক
 মনে করিয়া, তদুপস্থায়ী করিতেন না এবং তদ্বিবন্ধন
 যদিও তিনি স্বামীসহ সর্বসমক্ষে বাক্যলাপ
 করিতেন ও বাক্যলাপ কালে লুক্কায়িত অথবা
 অবগুষ্ঠনে আবৃত হইতেন না, তথাপি তাঁহার
 আন্তরিক ভালবাসার স্পষ্ট পরিচয় বাহ্য ব্যবহারে
 প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এমন কি স্বামী
 সেবা, শুশ্রূষা ও আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন
 ব্যবস্থা করা কর্তব্য জ্ঞানিয়াও তৎসাধনে সহনা
 আবৃত হইতে তিনি লাজ্জান্বিত করিতেন।
 চলিত ভাষার বাহ্যকে “মুখচোরা ও লোকলজ্জা”
 অথবা “চকুলজ্জা” বলে, অবস্থা, ঘটনা ও সময়
 বিশেষে তিনি ইহার পরিত্যক্ত হইয়া পড়িতেন এবং
 কার্যে বিরত জ্ঞানিত মুখ প্রকাশও করিতেন।
 তাঁহার এ বচাবের জন্য বহুদিগের সম্ভাব সমুদ্র

তৎসনা তাঁহাকে সহ্য করিতে এবং অপর লোক-
দিগের নিকট নিন্দা ভাজন হইতে হইত। এই
“চকুলজ্ঞা” প্রযুক্ত তিনি তাঁহার স্বামীর বিশেষ
পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত নিজে অপরিচিত বলিয়া
তিনি তাঁহা করুক অস্বস্তি হইলেও সহসা বাক্যা-
লাপ করা দূরে থাকুক নাশ্য করিতেও পারিতেন
না। এই লোকলজ্ঞা বশতঃ তিনি অপরিচিত স্থানে
বা লোকালয়ে যাইতে বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন। এই
প্রকৃতি মূলক লৌকিকতার অভাব প্রযুক্ত তিনি
সকলের নিকট তত প্রিয় হইতে পারিতেন না
এবং ব্যবহার-কুশলতার তাদৃশ পটুতা থাকায়
সাধারণতঃ লোক-মন-রঞ্জে প্রতিষ্ঠা লব্ধ হইত
নাই। পীড়ার অবস্থায় জটিল চিকিৎসক তাঁহার
সহিত্যের প্রশংসা কালে তিনি যে রূপ অন-
প্রতিভ ভাবে তাঁহার রোগের আশ্রয় রূপ
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে চিকিৎসক মহাশয়
তাঁহার সঙ্গত ভাবের ও প্রস্তুতমতিত্বের বিশেষ
সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

নারী মূলক প্রকৃতির উপর কুশুদিনীর স্বাভা-
বিক একটি বিশেষ করুণ ছিল। এই গুণই

ভাঁহার জীবনে বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল এবং কোন জ্বর স্বভাবে ইহার অভাব ও বৈলক্ষণ্য দেখিলে বা জাগিলে, তিনি তাহার প্রতি বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এমন কি নহসা বাক্যানাপ করিতেও ইচ্ছা করিতেন না। দাম্পত্য যোগকে তিনি পবিত্র ও নিত্য যোগ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এজন্য সাধারণতঃ বিধবা বিবাহকে তিনি শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি মনে করিতেন না। একদা “আর্য্যবিধবা” নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক যোম বহু কষ্টক প্রদত্ত বলিয়া তিনি আমারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন ‘পুস্তক খানি মন্দ হয় নাই, কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধ যে চির অকাটা সম্বন্ধ এবং আমি বিয়োগে সেই সম্বন্ধকে সম্ভাব রাখিবার ক্ষমতাচর্য্যানি ত্রুত গ্রহণ করা যে শ্রেয়, ইহা উল্লেখ করিলে ভাল হইত।’ এসম্বন্ধে ভাঁহার তাব উচ্চ ও জীবন বিশুদ্ধ ছিল। এই বিশুদ্ধ-ভাব-বিশুদ্ধ কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া ভাঁহাকে সময়ে২ মন কষ্ট লক্ষ করিতে হইয়াছিল। প্রত্যুত তিনি বৈধবা অবস্থা অভিশয় শোচনীয় ও বিচ্ছিন্নপ্রদ মনে করিতেন এবং ইহা

তাঁহার পক্ষে অতি অসহ্যনীয় ছিল। কিন্তু বাল্য বিধবা দিগের প্রতি তিনি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। আশ্রমে অবস্থিতি কালে, “আদর্শ সতী চরিত” প্রবন্ধ তাঁহাকে লিখিতে দেওয়া হয়, কোন প্রকল্প প্রচারক মহাশয়, তাহা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে “কুমুদিনী! প্রবন্ধ বেশ হইয়াছে বটে, কিন্তু একটী অতিরঞ্জিত হইয়াছে”। এই যে অতিরঞ্জন তাঁহার এসম্বন্ধে উচ্চ আদর্শের পরিচয় মাত্র। হৃৎথের বিয়স এই যে, সে প্রবন্ধটী এক্ষণে অপ্রাপ্য, নতুবা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হইত।

কুমুদিনী দীন দরিদ্রের প্রতি যেহ মমতা প্রকাশ করিতে যত্নশীলা ছিলেন। এসম্বন্ধে দান-শীলতার মত অবস্থা অস্বকূল ছিল না। তথাপি তিনি আপনাদের আহারীয় চাউল ও পয়সা হইতে দীন-সেবা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন অথবা কোন অবস্থাপন্ন লোককে অস্বরোধ করিয়া দরিদ্র দিগের সাহায্য করিতেন। কখন কখন পুরাতন বস্ত্রাদি গরিবদিগের জন্য দাতব্য সভার দান করিতেন।

উপাসনার প্রতি কুমুদিনীর বিশেষ অনুরাগ ছিল, তিনি উপাসনা কালে স্থির ভাবে তাহাতে মগ্ন থাকিতেন। কমলকুটীরস্থ দেবালয়ে প্রচুরক মহাশয়েরা সমবেত হইয়া প্রত্যহ পূর্বাঙ্কে উপাসনা করিতেন, তথায় মহিমাগগন উপস্থিত থাকিতেন। কুমুদিনী সেই উপাসনার নিত্য যোগ দিবার জন্য বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অবস্থা-ঘটিত নানা অসুবিধা প্রযুক্ত সে আশা নিরপিত রূপে চরিতার্থ করা অনন্তর হইয়া পড়িত। ছোট ছোট ছেলের তত্ত্বাবধারণের অপ্রতুলতা হেতু ইচ্ছা সত্ত্বেও অভিলষ প্রত্যহ পূর্ণ হইবার বিশেষ বিঘ্ন সংঘটিত হইত বলিয়া ক্লান্ত হইতেন। কিন্তু কখন কখন মন্দিরের কৃত্যকে বাজার ধরতের পরমা দ্বারা পরিতোষ করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে সন্তান দিগকে সমর্পণ করিয়া দেবালয়ে গিয়া উপাসনার যোগদান করিতেন। কখন বা উপাসনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সন্তানদিগকে বিনা তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া দেবালয়ে গমন করিতেন, এমন কি সময় বিশেষে তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীকে উপাসনার

যাইবার জন্য বলিতেন “সব কেলিরা আগে উপাসনার চল, জেমেনদের জন্য ভাবিত হইও না।” সময়ে সময়ে শরীর দুর্বল প্রযুক্ত, মহিলাদিগের উপাসনার যোগ দিবার আশয়ে, অতি কষ্টে উপাসনার স্থলে উপনীত হইতেন এবং অধিক কাল ব্যাপিরা বগিচা খাদিতে অক্ষম হইলেও উপাসনার যোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য এমন কি সময়ে সময়ে তথায় শায়ীত অবস্থায় থাকিতেন। শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিলে উৎসাহের সহিত উপাসনা কীর্তনাদিতে প্রাণ ভরিয়া যোগ দিয়া অনেক দিনের মনের সাধ মিটাইতেন। কখন কখন এত উৎসাহ হইত যে, রাত্রি বিলম্ব অধিক, এমন কি শেব প্রায় হইত। মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ক হইতে তাঁহার জীবনে একটি অপূর্ক পরিবর্তন গূঢ় ভাবে আশ্রয় করিয়া ছিল; তাহার বিশেষ প্রমাণ ব্যবহারাদিতে প্রকাশ পাইত। উপাসনা, সেবা ইত্যাদি বিষয়ে একটু বিশেষ রূপে আগ্রহ ও তত্ত্বের বিকাশ ইন্দ্রানিতন প্রতীয়মান হইত। কখনও তাঁহার

পুরাতন অভ্যাগাদি অনেক পরিমাণে রূপান্তরিত
 হইয়া, একটু মূতন যুগান্তরের সঞ্চার করিয়া
 ছিল। ইহা তাঁহার চিন্তা কার্য ও আলাপা-
 দিতে বিলম্বন দৃষ্ট হইত। ১৮১০ শকের উৎসবে
 বহুল উৎসাহের সহিত অনেক রাজি পর্য্যন্ত
 কীৰ্ত্তনান্তিতে নিযুক্ত থাকেন এবং কোন
 বন্ধু “তোমার শরীর ভাল নয় এতদধিক রাজি
 জাগরণ তোমার পক্ষে অসুচিত” ইহা বলার
 উত্তর করেন যে, “এ বৎসর সাধ মিটাইয়া
 উৎসব তো করিয়া লই, কি জানি আগামী
 বৎসর যদি আর যোগ দিতে না পারি।” বর্তমান
 বৎসরের অর্থাৎ ১৮১১ শকের উৎসব কালে তাঁহার
 শরীর সান্ত্বনয় দুর্বল সবেও, ১লা জানুয়ারীতে
 মেম্বারদের উৎসব দিনে তথায় এই বলিয়া
 উপস্থিত হন “যদি আর না বাইতে পারি আজ
 একবার উপাসনায় যাই”। অধিক দিন বাঁচিতে
 দিইবে না, একথা প্রায় বলিতে, ইহাতে তাঁহার না
 বলিতেন “ছেলেদের বিবাহ দিবে, আত্মাদ করিবে
 ও যুগ বন্ধনে সংসার বান্ধা নির্বাহ করিবে, যদি
 আর কথা এত কেন বল?” তদন্তরে হানিতে থাকে

বলিতেন “ছেলেদের বে—মা বেহাল ?” শরীরের অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘ ভীষন একেবারেই আশা করিতেন না। এই সময়ে তিনি মারা মুক্ত ও সংসার আসক্তি শূন্য হইয়াছিলেন ; কেননা ছেলেদের এত ভাল বাসিতেন, যেন চক্ষের আঁচাল করিতেন না ও বাহাদের তত্ত্বাবধান, রোগ শয্যার পড়িয়াও করিয়াছেন, কিন্তু যে দিন হইতে রোগ প্রবল হওয়া প্রযুক্ত জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সকল ভাষার সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। ছেলেদের কথা তার পর হইতে আর, এক দিনও মুখে আনেন নাই ও সংসার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কথা কহেন নাই। মৃত্যু সম্বন্ধীয় কোন কথা তাঁহার মাতাঠাকুরাণী এক দিন উত্থাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন “আমার মৃত্যুতে কিছু মাত্র ভয় নাই, যা ভূমিও দেখিতেছে আর উল্লরের মা আরও ভাল রূপে আমাকে দেখিতেছেন।” তাঁহার মাতাঠাকুরাণী হঃখ করিলে, কুমুদিনী সময়ে সময়ে বলিতেন “হঃখ কিসের ? ওসব অগ্রাহ্য”। মাতাঠাকুরাণীকে কাশিতে দেখিলে মাঝুনা দিবার জন্য তিনি

বলিডেন “যাকে আর কিছুতেই পারিলাম না,
 আগে আর পাছে, সবলেরই তো এক দিন আছে।”
 মৃত্যুর দিন এক জন প্রচারককে বলেন “আমার
 এক পরসারও ভাবনা মাই, কেবল মা কঁাদিলেই
 আমার মন ধরাপ হয়।” পাড়ার জনৈক প্রচা-
 রক পত্নী এক দিন জিজ্ঞাসা করেন “তৈ কুমুদ আর
 ছেলের আদর করিয়া ডাক না কেন?” তাহাতে
 তিনি বলেন “তোমরা ডাকিও, ও সব অসার মারা
 মাত্র।” এক দিন তাঁহার ছোট ছেলে বলে “মা আমি
 তোমাকে ভাল বাসি, মা আমি তোমার কাছে শুইব”
 তাহাতে তিনি বলেন, “মা, আমার কাছে শুয়ে
 মারা বাড়াতে হবে না।” মৃত্যুর ঘরে অনেক বার
 বলিডেন “আমি তারিণী তমরা খেলাতে এসেছি
 বেলা গেল মা ডাকেন ঘরে।” মৃত্যুর একদিন
 পূর্বে বধন দুই জন* প্রচারক মহাশয় তাঁহাকে
 দেখিতে আসেন এবং রোগের কথা জিজ্ঞাসা
 করেন, তিনি তাঁহাদিগকে মমতায় করিয়া
 বলেন “কাণে কিছু কম শুনি, এই জন্ত ত্রৈলোক্য
 বাবুর সুমধুর গান শুনিবার খুব ইচ্ছা থাকিতেও

তাঁহার সৰু সুর বলিয়া তাঁহাকে গান করিতে
 অনুরোধ করি না, আপনি উচ্চ সুরে গান করিলে
 বোধ হয় শুনিতে পাইব।” তচ্ছবণে প্রত্যাশ্বাস
 কাস্তি বাবু আশা ও সাহুনাপ্রদ সঙ্গীত করিবেন
 এই মনে করেন, কিন্তু মহনা তাহা আরম্ভ না
 করিয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করেন, কি গান করিব ?
 তাহাতে তিনি বলেন “বেলা গেল সন্ধ্যা হল”
 অর্থাৎ হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী, “কবে
 যাব সেই অমর ধামে, এই গান রকন।”
 গানের সময় তিনি মুজিত নরনে তুড়ি ও কর-
 তালি দ্বারা গানে যোগ দেন। তিনি মৃত্যুর
 পূৰ্ব্বে দিন নিজে অনেক গান করিয়াছিলেন।
 অজ্ঞেয় প্রতাপ বাবু এক দিবস তাঁহাকে দেখিতে
 আইলেন তখন তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ
 ছিল না, এবং তিনি এক দিন কুমুদীীর মিকট
 উপাসনা করিবেন এ কথা বলেন, কিন্তু কুমুদী-
 নীর যে এক মদুর মানব নীল। সম্বরণ হইবে
 তাহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। এই
 জন্ত উৎসব উপলক্ষে ভাগলপুরে বাইবার অ. বন্দক
 হওয়ার তিনি হঠাৎ তথায় গমন করেন। এক

দিবস একটি ফুলের তোড়া কুমুদিনীকে কেহ পাঠাইয়া দেন, তৎক্ষণে তিনি হাসিয়া বলেন “আহ! কি সুন্দর! একটি গ্লান পরিহার করিয়া তাহার উপর সাজাইয়া রাখ।” গ্লানের উপর রাখা হইলে বার বার তাহা দেখিতে থাকেন ও আল্লাদ প্রকাশ করেন এবং বলেন ‘আহ! ভগবানের কি ক্ষতি।’ উক্ত ফুলের তোড়া দেখিয়া প্রতাপ বাবুর যে এক দিন উপাসনার কথা ছিল কুমুদিনীর তাহা ঘনে হয় এবং তৎক্ষণে বলেন “আজ বুঝি প্রতাপ বাবু উপাসনা করিতে আসিবেন, সেই জন্ত ফুলের তোড়া পাঠাইয়াছেন।” কুমুদিনী ফুল বড় ভাল বাসিতেন। রোগের সময় তাঁহার নিকট ফুল আনা হয় এক দিন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহার কিছু কাল পরেই তাঁহার মাতা দেবালয় হইতে একটি গোলাপ ফুল স্বইচ্ছায় তাঁহার জন্ত আনেন। সেই ফুলটা দেখিয়া কুমুদিনী আনন্দিত হইয়া মাথার রাখেন ও বলেন “আহ! বা চাই তা পাই।” অতঃপর ঈমানাথ বাবু মহাশয় কুমুদিনীর জীবনের শেষ দিনে কতকগুলি সুন্দর

ফুল ও মিষ্ট ফল ও দুইটী কমলালেবু আনা-
ইয়া দেন। ফুল দেখিয়া তিনি বিশেষ আন-
ন্দিত হইয়া বলেন “আহা কি সুন্দর! কি পবিত্র
জিনীস, আজ যেন ফুলের বাজার বসেছে, আজ-
কার দিন আমি ফুলের উপর শুইব।” এই ফুল
হইতে একটি গোলাপ ফুল হাতে লইয়া ত্রযা-
গত ত্রাণ লইতে লাগিলেন, একটি ফুল ডাক্তার
মহাশয়কে দিলেন এবং দুই একটি ফুলের
পাপড়ী চুলের ভিতর রাখিয়া কীণস্বরে বলি-
লেন “মা হাটেন ফুলের ভিতর তাই ফুল এত
ভাল বাসি।” পরে কমলালেবু ছাড়াইয়া উমানাথ
বাবু মহাশয়কে এক কোয়া দেন এবং কানী
আছে ও লেবু ঠাণ্ডা, খাইলে পাছে কানী
বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কাতে মিজে খাইতে ইচ্ছা
করেন নাই; কিন্তু বহুদিগের অহরোধে একটু
খাইয়া বলেন, আহা! কি সুন্দর, এমন মিষ্ট
লেবু কখনও খাই নাই।” পরে হামি, ছেলে-
দের ও অপর সকলকে বন্টন করিয়া দিতে
দিতে তথায় সৌদামিনী * মিসি উপস্থিত থাকার
উদ্দেশ্যে নিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা

* মহেশ্বর প্রিয়ক প্রভাপ চন্দ্র নবুন্দার মহাশয়ের পত্নী।

নিঃশেষ হইলে বলেন, আরও কুলাইল না। এস-
ময়ে তাঁহার ভাব অতি সুন্দর, অতি চমৎকার
হইরাছিল। যাহারা তথ্য উপস্থিত ছিলেন,
দেখিয়া সকলেই অশ্চর্য্য হইরাছিলেন।

এই অবস্থায় পরম শ্রদ্ধের আচার্য্য-পত্নী
ও তাঁহার পরিবারের কেহ কেহ কুমুদিনীকে
দেখিতে আইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি
বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন এবং তৎ-
কালীয় কীণাবস্থা সত্ত্বেও উৎসাহ সহকারে
তাঁহাদিগের সহিত অনেক বাকলাপ করেন।
কুমুদিনীকে ইহারা একটু বিশেষ ভাল বাসিতেন
ও আদর করিতেন এমন কি আচার্য্যপত্নী
কুমুদিনীর প্রকৃতি অমুনায়ে আদর করিয়া
তাঁহার সহকে রহন্তাম্ভলে এই প্রকার বলিতেন
যথা—“কহেন সদা কুমুদিনী, কত লত
রোগ কাহিনী, চুঃখেতেও হাসবদনী।” কুমু-
দিনীও তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অঙ্গুরক্ত
ছিলেন। এ দেখা শুনা যদিও তাদৃশ সুখকর
ব্যাপার ছিল না, তথাপি কুমুদিনীর এব্যাপার
নিরাশ্রয় অবস্থাতে ইহা কতকিঞ্চি আমনদবর্জক

বোধ হইরাছিল। রোগের সময় কষ্ট শুষ্ক হইত বলিয়া বেদানা খাওয়া আবশ্যক হইত। এই দিন কমলকুটার হইতে বড় বড় বেদানা ও গোলাপ জল তাঁহার জন্ত আইসে, তাহা দেখিয়া বিশেষ ভাল বাসার দান ও আদরের সামগ্রী বলিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করেন। এই দিন তাঁহার আরও অনেক পরিচিতা ও সুহৃদয় ভাগিনীগণ তাঁহাকে দেখিতে আইগেন। তাঁহারা ইহাকে মুমূর্ষু, বস্তুাপন্ন দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত করেন, কেননা পাড়া যে এত শীঘ্র সাংঘাতিক হইবে ইহা তাঁহারা মনেও করিতে পারেন নাই।

বৃত্তার দিন সন্ধ্যার সময় পাড়ার জনৈক অচারক পত্নী কুমুদিনীর গারে হাত দিয়া জ্বর আছে কি না দেখিতে ছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন “অর দেখ কি, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।”

অদ্য সন্ধ্যার অত্যাশ পরে ভক্তিতাজমীরা আচার্যদেব-মাতা কনিষ্ঠা পুত্রবধু সমভিব্যাহারে কুমুদিনীকে দেখিতে আইগেন। এসময়ে কুমুদিনীর বাস্তবজ্ঞান ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয় ও লোক

চিনিবার শক্তি অবসন্ন হইরা পড়ে, তথাপি আচার্য্য-মাতাকে যেম চিনিতে পারিয়াছেন, এই ভাবে কষ্টে-কষ্টে যথাসাধ্য হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কথা কহিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা অল্পকষ্ট রূপে ব্যক্ত হওয়াতে “দীনহীন” এই মাত্র শব্দ ব্যতীত আর কিছু ব্রূহা গেল না। তাঁহার। সেই সহকারে ও সকা-
জরে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বাই-
বার কালীন তাঁহাদের যথো কোন একটা মহিলা কুমুদিনীর পদস্পর্শ করিয়া মমত্ব প্রকাশ করেন ও পদ
স্থূলি করেন। বহুবর্গ সময়ে তাঁহার এই শেষ
বিদায়।

রোগ শয্যায় শান্তিত হইরা তাঁহার নির্ভরতার
ভাব, বিশ্বাসের তেজ, তত্ত্বের সরসতা ও ব্যবহা-
রের কোমলতা দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইয়া-
ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যেন ভেদাভেদ
ভাবকে বিদায় দিয়াছিলেন। শত্রু মিত্র এতকার
ভেদভাব তিনি এসময়ে যেন ছুলিয়া গিয়াছিলেন,
কেমনা বাহাদুরের সহিত পূর্ব্ব কিছু ভাবান্তর ও
কোমল রূপ বদান্তর ছিল, তাহাদিগকে তাঁহারা

মিষ্টান্নাপন বা কোমল ব্যাবহার দ্বারা সস্তাব ও সম্মিলন স্থাপন করিতেন; বিবাদ বিন্যাসের কথা একবারেই আর উত্থাপন করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইরাছিল যে, পল্লিন্দু এবং অপরাপর বন্ধুবর্গকে তিনি একবার প্রাণতরে দেখিয়া সুখী হন; কিন্তু ঘটনাবশতঃ তাহা যথ্য সময়ে সংঘটিত না হওয়াতে সে সৌভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের সংশয়াবস্থা জানিয়া বন্ধুরা তাঁহাকে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তখন তাঁহার দর্শনশক্তি এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি সকলকে চিনিতেও সক্ষম হইতেন নাই। যনের এই প্রশান্ত ও উদার ভাবাপন্নাবস্থার তিনি তাঁহার স্বামীকে বলেন, "যদিও আমি কাণেশ্বনিতে ভত্ত পাইনা, ধাবুরা সকলে একত্র হইয়া যদি আমার নিকট একবার উপাসনা করেন, তাহা বত শ্বনিতে পাই বা না পাই একত্রমিলিত উপাসনার ছবি দেখিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইতে পারি, এমনত যোগাড় কি হইতে পারে না?" তাঁহার মন অনন্তের দিকে বৈদ্য ছুটিতে উদ্ভাস, তাঁহার আত্মা-

পক্ষী দেহপিঞ্জর মুক্ত হইয়া চিদাকাশে
 যেন উড়িতে উষ্ম ও তাঁহার প্রাণ ভবনাগর
 পার হইয়া অপার জনধিতে যেন ভাসিতে বাকুল,
 নিম্ন লিখিত তাঁহার কথার ভাবেতে তাহা বিলম্ব
 প্রতীতি হইবে। এক দিন স্বামীকে বলেন “ দেখ
 এ ছোট ঘরে আর থাকিতে ইচ্ছা করে না ; খুব
 এদেশ ওদেশ, এরাজ্য ওরাজ্য—নানা স্থানে
 আমাকে লইয়া যাইতে পার ? আমার খুব খোলা
 প্রশস্ত জায়গায় যাইতে ইচ্ছা হয়। ” আর এক
 দিন স্বামীকে বলেন “ দেখ আমার সমুদ্রে ভ্রমণ
 করিতে বড় অভিলাষ হইতেছে ; খুব এক খানা
 বড় জাহাজে শুয়ে থাকি, চারিদিকে জলরাশি
 দেখি, আহা ! কি সুন্দর শোভা ! দেখিতে বড় লাগ
 হয়। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউ খুব উঠিতেছে,
 তাহার মাঝে আমি ভরে আছি, আহা ! কি আরাব,
 ভাবিলেও প্রাণ জুড়ার। ”

২৪শে কাশ্বন, শুক্রবার, রাত্রি অহ্মাদ সাফে
 বার ঘটিকার সময় কুমুদিনী ইচ্ছাক পুরিত্যাগ
 করেন। তাহার পূর্বে যজ্ঞস্নান হইতে তাঁহার
 জীবনের শেষ লক্ষণ লক্ষিত হয়। কখন

কখন অজ্ঞান অচেতন প্রায়, সময়ে সময়ে বিকারে
 বিহ্বল ও প্রলাপ প্রাবল্য এবং মধো মধো মেঘা-
 ক্ষায় আকাশে সৌদামিনীর ন্যায় দিবা জ্বলের
 বিকাশ হইয়া কতবার ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা
 কহিয়াছিলেন। বাহাউক তাঁহার মৃত্যু শাস্ত
 ভবে হইয়াছিল। কালীর প্রাবল্য থাকিতে ভয়
 হইয়াছিল বৃষ্টি শেষ কালে অধিক বস্ত্রগায় প্রাণ-
 ত্যাগ হইবে, কিন্তু তাঁহার জীব শীর্ণ কলেবর আর
 কত সহ্য করিবে? বহুরা * মিকটে থাকিয়া মৃগে
 মৃগে নাকী মিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও রোগীর
 অবস্থা দেখিয়া মনে করিলেন তিন চারিটা রাত্রি
 কালে মৃত্যুর সম্ভাবনা, এমন সময়ে বারটা বাজিবার
 পরক্ষণে হঠাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বিমির্গত হইল, যেন
 জীবন তরীখানি অনন্ত সাগরে “টুপ” করিয়া
 ডুবিল। অর্ধনিম্নলিত নয়ন, বক্ষে হস্ত ও মহাস্য
 বসিল। যেন যোগাভাস প্রকাশ করিল। জগজ্জননী
 যেন তাঁহার হোগা, শোক, দুঃখ, কষ্ট সমস্তা কনার
 প্রাণকে জুঁইবার জন্য তাহাকে আপন শীতল
 কোড়ে ডাকিয়া লইলেন এবং তিনিও যেন মার

* প্রজ্ঞাপন গ্রন্থক উমানাথ ও প্রজ্ঞাপন গ্রন্থক মহেন্দ্র নাথ।

শীতল আঁতরে সুস্থির—বুদ্ধ জ্ঞান হইয়া নিশ্চিন্ত
মনে হাসিতে লাগিলেন। কৃত্য বোগে যখন
কুমুদিনীর আত্মা-পক্ষী দেহপিণ্ডের পরিত্যাগ
করিয়া সুরোগ্যমাভিবুধে গমন করিল, তাঁহার
মুখমণ্ডল এক অত্যাশ্চর্য্য প্রভাযুক্ত হইরাছিল।
কড়কাটিকা অবসানে প্রকৃতি যেমন এক অপূর্ণ
সুন্দর শাস্ত্র ভাব ধারণ করে, তাঁহার বাতনায়ুক্ত
মুখছবিও তেমনি এক মনোহর কাস্তি ধারণ
করিরাছিল। দারুণ রোগযন্ত্রণার অভাচারে
তাঁহার যে স্বাভাবিক হাসি আচ্ছন্ন করিরাছিল
এখন রোগাবসানে সেই হাসি উজ্জ্বলভাবে ধারণ
করিল। তাহা দেখিয়া জনৈক অজ্ঞের প্রচারক
মহাশয় বলিরাছিলেন, “দেখ দেখ কি চমৎকার
মুখের হাসিছবি!” সে মুক্ত দেখিরা মনে হইল যে—
“আহা কি সুখের বরণ! কে বলে বরণ! এ যে নূতন জীবন!

গভীর বাতনার আঁশ, করে যেন আন চান,

তবু ভাবানন্দ রসে, হৃদয় মগন।

কোথা দুঃখ, কোথা রোগ, নিরালস্য হাস্যবোণ!

এ প্রকার ভাববোণ, দেখিনি কখন।

দেখ রে সব প্রতিবাসী। কুমুদিনীর মুখ হাসি।

হাসি হাসি ঘাম চলি, জ্বর ভবন!”

নিশি অবসানে বন্ধুগণ তমে তমে সমাগত
 হইলেন। প্রাতে দশ ঘটিকার সময় তাঁহার
 মৃতদেহ পরিষ্কার ও নির্মূল স্নেহে, বিধি
 অনুসারে স্নাত, পরিষ্কৃত ও সুগন্ধিযুক্ত করিয়া,
 পরিধানে লাল পাণ্ডুযুক্ত সব বস্ত্র, শির দেশে
 ও ললাটে রক্তিম সিন্দূর ফাঁটা, পদ যুগল
 অলঙ্করিত ও মস্তকের কেশ ঞ্চলিকে যথা
 নিয়মে বিনাস্ত করা হয়। পরে পুষ্পমাসায় সজ্জিত
 নব ঘটিকায় মৃত দেহকে শয়ন করান হইলে,
 শয্যার উপর বিধিযুক্ত গোলাপ জল সিক্ত
 ও বিচিত্র বর্ণের পুষ্প বর্ষিত হইয়াছিল।
 তদনন্তর উপস্থিত প্রতিবাসিনীগণ তাঁহাকে শেষ
 বিদায় দিবার কালীন নমস্কার করিলেন; কেহ
 কেহ পদস্থলি গ্রহণ করিলেন; এবং কেহ বা
 “ভাগ্যবতী এরোজীর মরণ মা খর্গ গমম” এই
 বলিয়া সাদরে তাঁহাকে ধৃত ধৃত করিতে লাগিলেন।
 অশ্রাম ঘাটেও কতকগুলি জ্রীলোক তাঁহাকে
 দেখিয়া ও তাঁহার বিদায় অবগত হইয়া, উক্ত
 ভাবাবেশে তাঁহার খ্যাতি ঘোষণা করিয়াছিল।
 “তিনি বহু মোভাগ্যবতী সতী বে খানী পুত্রাদি

জাঙ্ঘামান রাধিরা হাসিতে হাসিতে সংসার
 ধাম হইতে অধানে—স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন”
 এই বলিয়া কেহ বা তাঁহার বশ ঘোষণা
 করিতে লাগিলেন।

যথাবিধি অনুসারে মৃতদেহ পরিষ্কৃত, সু-
 গন্ধিযুক্ত ও সুসজ্জিত করমান্তর তৎকালীয়
 প্রাণী কার্য সম্পন্ন হইলে যথোচিত গান্ধীয়া
 সহকারে কুসুম-শোভিত পালকে শায়িত মৃত-
 দেহকে বহুগণ* বহন পূর্বক ‘জয় জয় মচ্চি-
 দানন্দ হরে’ এই ন্যম উচ্চারণ করিতে করিতে
 গৃহ হইতে বাহির হইলেন ও সংসার স্থানাভি-
 মুখে গমন করিলেন। গৃহাভ্যন্তরে ক্রন্দনের
 রোল উঠিল। আশান ফলে উপস্থিত হইলে
 উত্তম রূপে পরিষ্কৃত স্থানে অবশ্যই স্থাপন
 করা হয়, তদনন্তর বর্ধেটু পরিমাণে শুভ এবং
 দীর্ঘ কাঠে যথোচিত আয়তন পরিমাণে একটি

* বহুগণ শ্রীযুক্ত পৌরগোবিন্দ, উমানাথ, মহেশনাথ, কেশর
 নাথ, কাতিচন্দ্র ও এসরকুমার এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাজমো-
 হন বসু, মহেশনাথ কন্দল, লক্ষণচন্দ্র সিংহ, সভাপতি ও অন্তর।

চিতা নির্মিত হইলে, সমস্ত শয্যা সহিত বস্ত্রা-
 রত শবদেহ তদুপরি ধীরে ধীরে স্থাপন করা
 হয় ও সময়েচিত প্রার্থনাস্তর দীপ শলাকা
 তাহাতে সংলগ্ন পূর্বক প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে
 অস্ত্রোত্তিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে বহুগণ গৃহে প্রত্যা-
 গমন করেন। শবশরীর তস্মাদ্ভূত হইলে তাহার
 তস্মদ্রাশি একটি উজ্জল ধাতু পাত্রে তত্ত্ব পূর্বক
 রক্ষা করিয়া গৃহে আনীত হয়। আত্মের দিন
 পর্য্যন্ত ঐ পাত্র গৃহের উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত
 এবং আত্ম-বাসরে বিধি অনুসারে সন্ধ্যা নিহিত
 করা হয়। কুমুদিনীর অস্ত্রীকবর্ণের বড়ই ইচ্ছা
 ছিল যে, শোক চিহ্ন তাঁহারা একটু দীর্ঘকাল
 ধারণ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়কায়
 ও নিভাস্ত বালক এ প্রযুক্ত দশ দিন মাত্র
 তাহা পালন করা হয়। তদনুসারে ৪ঠা চৈত্র
 রবিবারে (ইং ১৬ই মার্চ ১৮২০) তাঁহার আত্ম
 ক্রিয়া সম্বন্ধিতা বিধি অনুসারে সম্পন্ন হয়।
 এতদুপলক্ষে আত্মের দান সামগ্রী ঈশ্বরের নামে
 অর্পণ এবং বিনয়ের সহিত পরলোক গন্ত আ-
 ত্মার সম্মানার্থে এবং জনসমাজের উপকারার্থে

উৎসর্গ করা হয়। তৎকালে পুরোক্ত আছের
বহুগণ বাতীত আরও কতিপয় আছের বহুগণ +
আছ বাসরে . উপস্থিত ছিলেন। কুমুদিনীর
মঙ্গলপাড়াহু ভবনের উত্তর পূর্ব কোণে উক্ত
সমাপ্তি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে এবং এক খানি খেত
মণ্ডীর প্রস্তর কসকে মিল্ল লিখিত শব্দ সমূহ
খোদিত করিয়া তাহাতে সংলগ্ন করা হইয়াছে।

দেবী কুমুদিনী ।

জন্ম—১৬ই অগ্রহায়ণ,	বর্গারোহণ, ২৪শে কাষ্ঠণ,
শুক্রবার, ১৭৭৭ শক।	শুক্রবার, ১৮১১শক,
ইং ১লা ডিসেম্বর,	রাত্রি বিশ্রহর,
১৮৪৬।	ইং ৭ই মার্চ, ১৮৯০।

হাসানরী জননীৰ আৰি চিৰদাসী।

তাঁৰ মুখ চেয়ে যেন, চিৰদিন হাসি।

শাস্তিঃ

শাস্তিঃ

শাস্তিঃ

† অত্যাশ্চৰ্য্য ঈশ্বৰ প্রতাপচন্দ্র, ত্রৈলোক্যানাথ, গিরিকন্ড
ও প্রাণকৃক, ঈশ্বৰ বাবু কৃকবিহারী সেন, করুণাচন্দ্র সেন,
কুন্তবিহারী শেখ, বীননাথ চক্ৰবৰ্ত্তী, ব্রাহ্মেশ্বর দাস, অতিশুদ্ধে-
শ্বর সিংহ, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও চন্দ্রনন্দনহু কালীনাথ ঘোষ।

শ্রদ্ধা-বাসরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কুমুদিনীর সম্বন্ধে তৎকালে, পযোগী একটা স্মৃতিষ্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রার্থনা উপস্থিত বহুগণের অনেকের হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছিল। তাহা এখন অপ্রাপ্য স্মৃতিরাং তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া আমরা হুঃখিত হইলাম। এতদ্ব্যতীত তিনি রবিবার সাঙ্গ-কালীন উপাসনার সময় কুমুদিনীর বিষয় সচ্ছদয়তার সহিত বিশদ রূপে শাস্তি কুটীরস্থ উপাসক মণ্ডলীর নিকটে, উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন এবং ঢাকাস্থ প্রদ্বৈয় ভ্রাতৃগণ ভক্ততা দেবালয়ে কুমুদিনীর আত্মার মঙ্গলার্থ বিশেষ প্রার্থনা করিয়া মহামৃত্যুতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কুমুদিনীর মৃত্যুতে অনেক বহুরাই বিশেষ হুঃখিত হইয়াছেন এবং কোম কোন বহুরা ! হুঃখ

শ্রীযুক্ত রাজা গড়রে নারায়ণ নন্দগীতার বাহাদুর, মাদ্রাজ ;
 শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, কাকিনা, রংপুর ; শ্রীযুক্ত
 রায় বাহাদুর রায়বাহাদুর, ঢাকা ; শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষণ চন্দ্র
 আশ, বঙ্গলক্ষ ; প্রদ্বৈয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র, ভাদলপুর ; বঙ্গচন্দ্র

প্রকাশ করিয়া, মহানুসূতি পরিচয়ক পত্র তাহার
স্বামীকে লিখিয়াছেন অথবা তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া বহুরোচিত মহানুসূতি প্রকাশ
করিয়াছেন। ভক্তিতাজন আচার্য্য মহাশয়ের পরি-
বারবর্গ বিশেষতঃ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সমরোপ-
যোগী বধেষ্ঠ নহারতা দানে আমাদিগকে বিশেষ
বাস্তিত ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ঢাকা, পারীমোহন, চট্টগ্রাম; বলদেব নারায়ণ, মল্লধরপুর,
আসামস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র, বীলা ও ভগবতীচরণ
ঘোষ, গোলাঘাট; পদ্মগোবিন্দ সরকার ও পারীশঙ্কর দাস, ব-
স্তড়া, অঘোরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রনন্দন; ও হরিমাণ সিংহ, কুড়িগ্রাম;
শ্রীযুক্ত বাবু নিহারচন্দ্র মুগোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীকৃষ্ণ-
চট্টোপাধ্যায়, হুগলী; লাহোরস্থ—লালা রলারাম ভিমতাট
ও কান্দীরাম; সোণালচন্দ্র ঘোষ, লক্ষৌ; হরচন্দ্র মজুমদার,
আজমির; আসামস্থ—কে রাম দাস নাইডু, শিবসাগর; প্রসন্ন
কুমার ঘোষ, গোলাঘাট; চন্দ্রমনগরস্থ—যদুনাথ ঘোষ, অন্নদা
প্রসাদ দত্ত ও বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ; শরচন্দ্র চৌধুরী, কাঁচড়াপাড়া;
হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কুচবিহার; শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, রঙ্গপুর;
আশুতোষ রায় ও জৈলোক্যনাথ দাস, অমরাগড়ী; শ্রিয়নাথ
মল্লিক, হাকড়া; হরিনোহন সিংহ, হারদোবাদ, বক্ষিণ;
কলিকাতাস্থ—কেজমোহন দত্ত, বসন্তকুমার দত্ত, কালীদাস
সরকার, যদুদয়ন সেন, ভরুচরণ মহলানবিস, ইজাবি।

যে সকল সঙ্ঘদায়ী ভগিনীগণ কুমুদিনীর অকাল
মৃত্যুতে আত্মীয়তা সহকারে দুঃখ ও মহামুহূর্তি
প্রকাশ করিয়াছেন মুকুটি বিকল্প মনে করিয়া
উঁহাদিগের নাশোন্মেষ এখানে করা হইল না।
কিন্তু আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতার জন্য উঁহা-
দিগের ও উপরোক্ত বহুদিগের প্রতি চির
প্রবাহিত রহিল।



পরিশিষ্ট।

ঈশ্বরী কুমুদিনীর সম্বন্ধে সংবাদ পত্রিকা-
দিতে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে
তাঁহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

আমরা চুৎখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, প্রতাপদ
প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের সহধর্মিণী গত ২৪শে ফাল্গুন
শুক্রবার রাতি ১২ টার সময় কলিকাতার মঙ্গলবাড়ীতে
মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইতে
পুরাতন পীড়ার রোগ অবস্থায় থাকিয়া কয়েক মাস লম্বা-
পত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া স্বামী হইলাম, যে মৃত্যুর
জন্ত তিনি বেশ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা বাহাকে
শোকাক্ত হইয়া ক্রন্দন না করেন ততক্ষণ তাঁহাকে এমন
সকল কথা বলিয়া শ্রিতাছেন যে তাঁহা শ্রবণ করিয়া তিনি
আর শোকে বিহ্বল হইতে পারেন নাই। এই স্বর্গীয়া তরী
এক সময়ে সাংসারিক বেশ ত্যাগ প্রজ্ঞানতার অবস্থায় ছিলেন।
স্বামী প্রচারক হওরাবধি সাংসারিক অস্তাব; পারীক্ষিক
অসুস্থতা ও সম্ভ্রান্তের বিরোধ শোকে তাঁহাকে বিশেষ
পরীক্ষা ও কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি সতী সাক্ষীর
নারী তাঁহা বহন করিয়াছেন। তিনি অসম্মত ও বুদ্ধিবন্তী
ছিলেন, এবং পরিবার পরিচ্ছন্নতা বড় ভাল বাসিতেন।

প্রচারকদিগের বর্তমান অবস্থার বিষয় কাগজে আন্দোলন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইরাছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব দিন ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সকল প্রচারক একত্র হইরা তাঁহার সম্মুখে উপাসনা করেন তিনি দেখিয়া যান। রোগ শয্যায় পড়িয়া মাড়িম খাইতে খাইতে তিনি বলিয়াছেন, এই কঠিন বল্লর ভিতর ভগবানের কি মধুর ফল! মৃত্যুর দিন একটা প্রজ্জ্বলিত ভগ্নী তাঁহার নিকট কিছু ফুল লইয়া যাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন আহা! ঈশ্বরের কি সৃষ্টি! ফুল কি সুন্দর জিনিস! প্রতাপ বাবু কি আমার এখানে উপাসনা করিতে আসিতেছেন? পরে ফুল লইয়া মাথায় চক্ষে দিয়া বলেন, আজ ফুলের শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি সুমুগ্ধ অবস্থায় আপনাপনি গান করিতেন এবং প্রজ্ঞাপদ তাই কাস্তিচন্দ্র মিত্রকে গান করিতে বলিয়াছিলেন। করেকটা গানের মধ্যে মৃত্যুর দিন এই গানটিও করিতে বলেন,—

“হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা সেল সন্ধ্যা হল।

কুরান বেলা, ভাঙ্গল বেলা, আর কেন বিলম্ব বল।

ইত্যাদি’ মৃত্যুতে তাঁহার মুখশ্রী স্নান হয় নাই।

মুখের জ্যোতি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইরাছিলেন। সকলে চতুর্দিক বেষ্টিয়া বসন তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন অতি সুন্দর দৃশ্য হইরাছিল। ভগ্নীরা কেহ কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া ছিলেন। (২রা চৈত্র ১২৯৬। মূলত সমাচার ও কুশদহ।)

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এতদূর
প্রচারক জ্ঞাতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পত্নী তিনটি
শিশু সন্তান ও শোকাভূরা বৃদ্ধা মাতাকে রাখিয়া পর-
লোকে গমন করিয়াছেন। শোক দুঃখ ভগবানই বিশেষ
উদ্দেশ্যে বিধান করেন। প্রার্থনা যে আমাদের এতদূর
তপস্বী ভগবানের চরণে শান্তি লাভ করুন। তাঁহার বৃদ্ধা
মাতার হৃদয়ে ভগবান সাদৃশ্য বিধানে তাঁহাকে রক্ষা করুন
এবং মাতৃহীন শিশু সন্তানদিগের মাতা হইয়া তাহাদিগকে
লালন পালন করুন। অত্রতা দেবালয়ে তাঁহার অস্ত্র বিশেষ
ভাবে প্রার্থনা হইয়াছে। (চৈত্র, ১ম পক্ষ। বঙ্গবন্ধু।)



তাই কালীশঙ্কর দাসের পরলোক গমনের এক মাস
পূর্বেই বা হইতেই তাই রামচন্দ্র সিংহের শ্রিতন্য পত্নী
শ্রীমতী কুমুদিনী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তপস্বী
কুমুদিনী প্রচারক পত্নীদিগের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা ছিলেন।
কুমুদিনী হির ও শান্তব্রতাবা। তাঁহার অন্তরে বাহা কিছু
বর্ণন্য ছিল আত্মবলের সহিত তাহা বাহিরে প্রকাশ
করিতে তিনি ভাল বাসিতেন না। আমাদিগের তপস্বী
অনেক দিন হইতে নানা প্রকার রোগে কাতরা ছিলেন,
অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কোন
উপকার হইয়া না। মৃত্যুশয্যা তিহি পরলোক বিশ্বাসের
বিশেষ পরিচয় দিয়া যান। মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে তিহি

তাই কান্দিচন্দ্রকে সম্বীত করিতে অনুরোধ করেন।
 “হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী” অনুরাগের সহিত এই
 গানটা গাইতে বলেন, যতক্ষণ গানটা সম্বীত হইতে লাগিল
 তিনি এমনি উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দান
 করিলেন যেন বোধ হইল মৃত্যু ভয়, তিনি তর্ধন তুচ্ছ
 করিতে লাগিলেন। গত ২৪ শে ফাল্গুন রাতি দ্বিপ্রহরের
 সময় তাঁহার আশ্রয়স্থান রুদ্ধ হয়। পর দিন বেলা ১১ টার
 সময় কলিকাতায় প্রায় সকল প্রচারক ও কয়েক জন
 আত্মীয় বহু সমভিষাহারে তাঁহার মৃত দেহ নিম্নতলার
 লইয়া গিয়া অন্তোষ্টিক্রিয়া নবসংহিতামতে সম্পন্ন করেন।
 দয়াময় আমাদিগ্ণের পরলোকগতা ভগিনীর আত্মাকে শান্তিতে
 রক্ষা করুন, এবং তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও কয়েকটি সন্তান
 ও তাই রামচন্দ্রকে সাধুনা প্রদান করুন। (৭৭তম)।
 ১৬ই চৈত্র, ১৮১১)

* পরলোক গত আত্মার প্রতি *

হে অবিদ্যার আশ্রয়, এই নবর পরলোক ছাড়িয়া তুমি
 কি স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলে? মর্ত্যধামের অনিত্য সুখসম্পদ
 পর বাড়ী ছাড়িয়া তুমি কি অমৃত ধামের অন্বেষণে চলিলে?

এখানকার অসার ধূলিক্রীড়া মিথ্যা মায়া বন্ধন তোমার
 কি আর ভাল লাগিল না? হে হৃদয়ের সুখ আত্মা, তুমি কি

* ইমতী কুমুদিনীর মৃত্যুক উপলক্ষ করিয়া লিখিত।

আর রোগাক্রান্ত জীর্ণ দেহে বন্ধ থাকিতে পারিলে না ? তাই কি অনন্ত আকাশে উড়িলে ? হে আত্মবিহীন, পৃথিবীর ককণ চীৎকার, কটু বাক্য, অনাদৃত অধিচার তোমার কি আর সহ্য হইল না ? এখন কি তুমি স্বর্গের সুমিষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছ ? এবং সুমিষ্ট কণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছ ?

তুমি যখন ধরাধামে ছিলে তোমার জীবনের সৌন্দর্য লুকায়িত ছিল। রোগশয্যায় সে সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। ভগবানের প্রতি তোমার বিশ্বাস ভক্তি আত্ম সমর্পণ সকলকে শিক্ষা দিয়াছে। তোমার বালিকাৎ সারল্য, একান্ত নির্ভর সকলকে মোহিত করিয়াছে।

হে আত্মনু, ভবের হাটে তোমার জন্ম বিক্রয় কি দীর্ঘই কুরাইল ? ভবসংসারে তোমার লীলা খেলা কি অকালে শেষ হইল ? তোমার মায়ার পুতলি সন্তানসন্ততি, তোমার বাল্য বোনের সঙ্গী, প্রেমের স্বামী, সকলের প্রতি কি তুমি বিরুদ্ধ হইলে ? তোমার দুঃখিনী জননীর বিলাপে কি তুমি অতিক্রান্ত হইবে না ?

স্বর্গের জননী আসিয়া কি তোমার ক্ষীণ বশু আপন অর্কনে ঢাকিয়াছিলেন, তাই কি তুমি স্ফুটনে জীত হও নাই ? নানা চিন্তা দুঃখ শোক তোমাকে ক্লেশ দিয়াছিল, তাই কি তিনি তোমাকে শীঘ্র লইয়া গেলেন ?

“সব অসার অগ্রাহ্য, কিসের দুঃখ ?” বলিয়া যে রোগশয্যায় আত্মীয়বর্গকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেলে তুমি ধন্য।

রোগের বিবম বস্ত্রণাও তোমাকে অধীর করিতে পারে নাই। শেষ অবধি তোমার ব্যাথিক্রিষ্ট মুখে মেঘপ্রান্তে বিদ্রাৗচ্ছটার জ্ঞায় সুন্দর হাসি বিরাজ করিয়াছিল।

হে স্বর্গগত আত্মা, পৃথিবীতে আমরা সকল সময় তোমার প্রতি জ্ঞায় ব্যবহার করি নাই। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তোমার নিকট যত অপরাধ করিয়াছি তাহার অঙ্গ ক্রমা ত্তিকা করি। মৃত্যুশয্যায় তোমার শাস্ত ভাব, সহ, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, আমাদের নিকট দৃষ্টান্ত হইয়া থাকুক।

রোগের তীব্র বস্ত্রণার মধ্যেও তোমার ক্ষীণ কণ্ঠ ও গুণ জনমীর নাম গান করিয়াছে। রোগ শয্যায় তুমি বে শিক্ষা দিয়াছ তাহা ইহজীবনে ভুলিব না।

রোগ তোমার ক্ষুদ্র শরীর অর্জরিত করিয়াছিল, কিন্তু তোমার মুখের শ্রী ও লাবণ্য হরণ করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পর মুখেব সে শ্রী বিগুণ হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তোমার প্রাণহীন নয়নের উজ্জ্বল জ্যোতি, মুখের প্রশান্ত শ্রী চির দিন মনে থাকিবে। মৃত্যু তোমার মুখের হাস্য বেশ হরণ করিতে পারে নাই। নববিবাহিত বধূর জ্ঞায় পুষ্পসজ্জায় সাজিয়া, অলঙ্কৃত সিন্দূর রঞ্জিত হইয়া নববস্ত্র পরিধান করিয়া তুমি কোন্ দেশে চলিলে? হায়! সে শোভা জীবনে ভুলিব না। পৃথিবীর স্বামীগৃহ ছাড়িয়া এ সুন্দর বেশে তুমি কি ব্রহ্মাণ্ডবাদী অনন্তজীবনের স্বামী গৃহে চলিলে?

ভূমি সৌভাগ্যবতী, স্বামী পুত্র রাখিয়া স্বর্ণধামে চলিলে।
 তোমার পবধূলি যত্নকে লইয়া পতিব্রতা নারীগণ আপনা-
 দিককে দৃষ্ট মনে করিলেন। যাও তবে সতী লক্ষ্মী, চির
 শান্তির আলয়ে যাও। যাও, তবে অনন্তধামের স্বামী অনন্ত-
 রাজ্যে যাও। যেখানে বিচ্ছেদ নাই, মৃত্যু নাই, জরা
 বাধি, শোক, দুঃখ, অবিচার, অন্যায় কটুবাণী কিছুই নাই,
 যে রাজ্যে এক দিন সকলেই বাইবে সেই সুখময় স্বর্ণধামে
 যাও। পিয়া চির বিজ্ঞান লাভ কর। আমরাও যেন
 তোমার মত বিশ্বাস লইয়া এক দিন তোমার সহিত পিয়া
 মিলিত হই। (পরিচায়িকা বৈশাখ, ১২২৭)

শ্রীমতী কুমুদিনী । *

(কোন মহিলা হইতে প্রাপ্ত)

১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের ১৬ই শুক্রবার শ্রীমতী
 কুমুদিনী কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাল

*শ্রীমতী কুমুদিনী নবাবিহান সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত
 রামচন্দ্র সিংহের পত্নী। অনেক দিন হইতে আত্মানারী
 সমাজের একজন সত্য ছিলেন। তাঁহার জীৱনে বিশেষত
 শেষ রোগশয্যায় অনেক শিক্ষার বিষয় ছিল, এ জন্ত তাঁহার
 সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা পাটিকাধরের নিকট উপস্থিত
 করিলাম। সং

হইতে তাঁহার প্রকৃতি শাস্ত ছিল। অল্প বয়সে সংসারের সমুদায় কাজ সুন্দররূপে করিতে শিখিয়াছিলেন। ১০ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হয়। ১২ বৎসর বয়সে লাহোর নগরে তাঁহার স্বামীর কর্মস্থলে গমন করেন, সে স্থানে ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার একটি কন্যা জন্মিষ্ট হয়। ইহার এক বৎসর পরে কলিকাতার ভারতাস্রমে আসিয়াছিলেন। এখানে কিছুদিন অবস্থিতির পর তাঁহার স্বামী কর্ম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তথাপি তিনি পুনরায় লাহোরে গিয়া স্বামীকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি স্বামীকে পত্র লিখিলেন “তুমি বাহাতে ভাল থাক তাহাই কর।” তাঁহার স্বামী বধন কর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচারত্রস্ত গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার জননী অত্যন্ত কাদিতে লাগিলেন। কিন্তু কুমুদিনী এক দিনও কাদেন নাই এবং দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। লাহোরে তিনি কিরূপ সুখের অবস্থার ছিলেন তাহা অনেকেই জামেন। অল্প বয়সেই তাঁহার সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল, কিন্তু এক দিনের অন্ত তাঁহাকে ভাবিতে দেখা যায় নাই। একে একে তাঁহার চারিটি কন্যার মৃত্যু হয়, এবং তিনি চিরকর ছিলেন, তথাপি তাঁহার চির হাস্তবদন কখন বিষন্ন হয় নাই। রোগে, শোকে, অবস্থার পরিবর্তনে সর্বদাই তিনি অত্যন্ত হাসিতেন এবং বলিতেন যে, “পুত্রসাই কেবল হাসে না। মাতুল না হাসিয়া কিরূপে থাকিবে? আমি বড় দিন পৃথিবীতে থাকিব তত দিন হাসিব, আমি পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলে তবে আমার হাসি বাইবে।”

বিবাহের পূর্বেই তাঁহার হাতে সংসারের সমুদায় বরড
পত্র থাকিত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মিতব্যয়ী জামিরা
আর কাহার হাতে অর্ধ না রাখিরা তাঁহার হাতেই
রাখিতেন। পরে বিবাহের পর লাহোরে গিয়াও তাঁহাকে
অনেক টাকা রাখিতে হইত, কিছু তিনি কখনও অপব্যয়
করিতেন না।

যকং, পোটের ব্যারাম, কানী, অর্ধ প্রকৃতি রোগ তাঁহার
শেষে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন রোগ দ্বারা পড়িয়াও
তিনি সর্বদাই গান গাইতেন। নিজেও অনেক গান বাঁধিরা
ছিলেন। তিনি অতিশয় সহিষ্ণু এবং সাবধানী ছিলেন।
রোগের বস্ত্রণা অসহ্য হইলেও বুঝে কিছুই বলিতেন না।
ডাক্তারেরা তাঁহাকে যে পন্থাণে সাবধানে থাকিতে বলি-
তেন তিনি তাহার চতুর্ভূজ সাবধানে থাকিতেন; বাহ্যতে
রোগ বৃদ্ধি হয়, এমন জ্বা প্রাপ্যন্তেও খাইতে চাহিতেন
না। ক্রমে বত তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিতে লাগিল
ততই তিনি সংসারের দাঙ্গা কাটাইতে চেষ্টা করিলেন।
এক দিন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বলিল, “মা, তোমাকে আমি
ভালবাসি; তোমার কাছে শুইব।” এই কথা শুনিয়া তিনি
বলিলেন, “আর দাঙ্গা বাঁড়াইনি, আমার কাছে শুইতে
হইবে না।” পাছে দাঙ্গা বাড়ি এতদ্ব্যতীত কোন হেতুকে
কাছে রাখিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার দাঙ্গা ঠাকু-
রাণীকে এক দিন বলিয়াছিলেন “আমার মৃত্যুতে কিছু
দাঙ্গা ভয় নাই, তুমিও দেখিতেছ আমার উপরের দা

“আরো ভালরূপে আমাকে দেখিতেছেন।” মা হুঃখ করিলে সময় সময় বলিতেন, ‘হুঃখ কিসের? ও সব অগ্রাহ্য।’ মাকে কাঁদিতে দেখিলে সাধুনা দিবার জন্ত বলিতেন “মাকে আর কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। আগে পাছে সকলেরই তো এক দিন আছে।” সাংসারিক বিষয়ে তিনি কোন কথা কাহাকেও বলিয়া যান নাই। তাঁহার রোগের সময়ে শত্রু মিত্র বোধ ছিল না, সকলকেই দেখিবার জন্ত যান্ত্র হইয়াছিলেন। রোগশয্যায় বেদনা খাইতেন আর বলিতেন, “তপস্বানের কি সৃষ্টি! এখন আমি কেবল এই সব ভাবি।” তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন, লোক ভয়ে কদাপি আপনার উচিত কার্যে বিরত হইতেন না। স্পষ্ট কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না।

মৃত্যুর চার পাঁচ দিন পূর্বে এক দিন বলিতেছিলেন, “ভাল কুল আমার কাছে রাখিতে ইচ্ছা হয়।” এমন সময় তাঁহার মাতা একটি গোলাপ কুল দেবালয় হইতে হইয়া আইসেন। কুমুদিনী সেই কুলটী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মাথায় রাখিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “আহা! যা চাই তাই পাই।” এক জন ব্রীলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “ছেলে দেয় আর আদর করিয়া ডাক না কেন?” তিনি বলিলেন “তোমরা ডাকিও ও সব অসার অনিত্য।” আর এক দিন বলিয়াছিলেন, “এখন আর আমার মার নাম বাহিরে বলিবার ক্ষমতা নাই তিতরে বলিয়া থাকি।” একবার রোগের সময় মিত্রিতাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন “আমি তারিণী তনয়া”

খেলাতে এসেছি বেড়া গেল যা ডাকে ঘরে।” মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ সোমবারে ডুড়ি দিয়া বলিলেন “তোরা পারে যাবি কে আর।”

মঙ্গলবার রাত্রি হইতে কারাম আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে শেষ পর্যন্ত আর নিাত্র আসিল না এবং প্রলাপ আরম্ভ হইল। দারুণ ব্যথার ভিতরেও তিনি কিছুই বলেন নাই পাছে বার মনে কষ্ট হয়। মা যখন প্রিজ্ঞাসা করিতেন “কেমন আছ?” বলিতেন “ভাল আছি।” তিনি লজ্জান্বীল ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত মাতা ও তথ্যীকে বলিয়াছিলেন ভালরূপে আমার সমুদায় শরীর চাকিয়া রাখ। বিকারের অবস্থায় ব্যথার অধীর হইয়াও পাত্ৰাবরণ খুলিয়া কেলেন নাই।

বৃহস্পতিবারে একজন একটা কুলের তোড়া লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই তোড়াটি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন “আহা কি সুন্দর! একটা গ্লাস পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর সাজাইয়া রাখ।” গ্লাসের উপর রাখা হইলে বার বার দেখিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং বলিলেন “ভগবানের কি সৃষ্টি!” এই দিনে কমল কুটির হইতে তাঁহার জন্ত দুইটি বড় বড় বেদানা এবং এক বোতল গোলাপ জল আসে। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মাকে বলিলেন “বড় ভাল গোলাপ জল ইহা আর খরচ করিও না।” বেদানা খাইতে চাহিলেন। ঘরের বেদানা একটা গ্লাসের ভিতর ভিজান ছিল। মাতা ঠাকুরাণী যে বেদানা

আসিল সেই বেদানা ভাবিয়া ঘরের বেদানার ভিতর রাখিতে ছিলেন। তিনি মার হাত ধরিয়া বলিলেন “মিশাইও না।” এই বেদানা পৃথক রাখিয়া থাকিলেন তবে স্থির হইলেন। দুই জন প্রচারক এই দিনে তাঁহাকে দেখিতে আসেন তিনি তাঁহাদিগকে দেখিব মাত্র নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন “আমি কাণে কিছুই শুনিতে পাই না।” ইহাদের মধ্যে একজনকে গান করিতে বলিলেন। কোন গান তিনি শুনিতে ইচ্ছা করেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, “বেলা গেল সন্ধ্যা হল।” তাঁহার ইচ্ছা মতে “হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী বেলা গেল সন্ধ্যা হল” এই গান করা হইল। গানের সময় তিনি স্থির ভাবে, মুগ্ধিত চক্ষে হাতে তালি ও তুড়ি দিতে লাগিলেন। এই রাত্রিতে প্রলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। ইহার ভিতরেই আবার সময়ে সময়ে গান করিয়া উঠিতে লাগিলেন। এক বার “মা জুবনমোহিনী” বলিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে “আমি তারিণীতনয়া খেলাতে এসেছি বেলা গেল মা ডাকে ঘরে” ভগ্ন ঘরে পাইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ভগ্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন “তুমি কর তো ভাল হইবে আমার ভাল হইতেছে না।” অড়িত ঘরে সন্ধ্যার পূর্বে রাত্রিতে তিনি এই করে একটি গান করিয়াছিলেন।—

“দুখেতে পাই যদি হে তোমার চাহিনা সুখ সঙ্গ
ওহে হরি দয়াময়।” “মন পাখী চল যাই ঘরে।”
আমি এমন করে কত দিন আর কাটাও বল, মিছে মাস
কশে দিন কুরাল।”

তিনি স্ফূয়ার এক বছর পূর্বে বেলালরে অভ্যস্ত উৎসাহের সহিত হরিবার সংকীর্ণ করিতেন। এক এক দিন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া বাইত।

ছোট, ছেলেদের চাকরের নিকট রাখিয়া প্রায় প্রতি দিন বেলালরে উপাসনার জন্ত বাইতেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বলিতেন “সব কেলিয়া আগে চল; ছেলেদের জন্ত থাকিতে হইবে না। তোমার কি কিছুতেই উৎসাহ হয় না?”

* * * *

বিপত ১লা আশুরারী বেলালরের উৎসবে দুর্বল শরীর লইয়া উপস্থিত ছিলেন, বলিয়াছিলেন “যদি আর না বাইতে পারি, আজ একবার বাই।”

শুক্রবার শেষ দিনে এক জন প্রচারককে বলেন “আমার এক পরসারও ভাবনা নাই, কেবল না কাঁদিলে আমার মন খারাপ হয়।” অপর এক জন প্রচারক বাজার হইতে অনেক মৃন্ময় মৃন্ময় ফুল একটা কমলা লেবু ও কতকগুলি লকেট আনেন। কমলাগুলি দেখিয়া বারপার নাই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন “আহা কি পবিত্র জিনিস! আজ ফুলের বাজার বসিয়াছে।” একটা গোলাপ ফুল হাতে লইয়া ক্রমাগত ত্রাণ লইতে লাগিলেন দুইটা পাগড়ী মাথার ফুলের তিতর রাখিলেন আর বলিলেন “আজিকার দিন আমি ফুলের উপর শুইব।” ফুল দেখিতে দেখিতে এক বার অঙ্গষ্ট করে বলিলেন “না হাংসে ফুলের তিতর তাই ফুল এত ভাল বাসি”

পরে কমলা লেবু তাঁহাকে বাইতে বলা হইল। কান্দি

আছে বলিয়া কোন মতেই খাইতে চাহিলেন না। অনেক বলার পর এক কোয়া খাইলেন এবং বলিলেন “আহা কি সুন্দর! এমন মিষ্ট লেবু কখনও খাই নাই।” যিনি আনিয়া-
 ছিলেন হস্ত মুখে স্বহস্তে ছাড়াইয়া তাঁহাকে এক কোয়া
 পাড়ার একটা ছোট্ট মেয়ে যে তাঁহার সন্মুখে উপস্থিত ছিল
 তাহাকে এক কোয়া, নিজের ছেলের ডাকিয়া আনাইয়া
 এক এক কোয়া, বড় ছেলেকে বলিলেন তুমি পাইয়াছ কি ?
 দেখিও মিথ্যা কথা বলিও না ;—বামীকে এক কোয়া।
 অবশেষে বলিলেন আর তো কুলায় না। এক্ষণ্ত এক কোয়া
 নিজহস্তে কাটিয়া মাকে আধ খানি এবং ছোট ছেলেকে
 আধ খানি দিয়া এক খানি তাঁহার বিদেশস্থ ভগ্নীপতির জন্ত
 রাখিয়া দিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বাঁহারী উপস্থিত ছিলেন
 সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। পরে ডাক্তার আসিলে
 একটা সুন্দর ফুলের তোড়া তাঁহার হস্তে দিলেন।

সন্ধ্যার সময় একটা ত্রীলোক তাহার গারে হাত দিয়া
 দেখিতে ছিলেন—অর আছে কি না। কুমুদিনী বলিলেন “আর
 দেখিতেহ কি সন্ধ্যা হইয়া আসিল।” সমস্ত দিন তিনি
 স্বহস্তে চুখের পাত্র ধরিয়া পান করিয়াছিলেন এবং সকলের
 সহিত কথা বলিয়াছিলেন ইহাতে কেহই মনে করেন নাই
 যে এই তাঁহার শেষ দিন। মৃত্যুর সাড়ে তিন ঘণ্টার পূর্বেও
 তিনি ঐআব্বাষেবের মাতা ঠাকুরাণীকে দেখিয়া হাসিয়াছিলেন
 এবং নমস্কার করিয়াছিলেন ; কি বেশ বলিবার চেষ্টা করিলেন
 কিন্তু বুকে সর্দি বসিয়া কথা বলিবার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিল।

“দীনহীন” এই শব্দ সকলে শুনিতে পাইলেন। আর যে কি বলিলেন কিছুই বুঝা গেল না।

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় তাঁহার আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল। জীর্ণ দেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল। মৃত্যুর পরক্ষণে সেই তাঁহার সুখমণ্ডল স্থলর কান্তি ধারণ করিয়াছিল। বন্ধ-হলে হস্ত এবং চক্ষু অর্ধ মুদ্রিত। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যেন ধ্যান করিতেছেন। পর দিন বেলা দশটার সময় তাঁহার মৃত দেহ খোঁত করিয়া পরিধানে লাল পেড়ে সাড়ী, মাথায় ও কপালে সিন্দূর, পায়ে আলতা দিয়া সুরঞ্জিত করা হইল। খাট পুষ্পমালায় ও সুগন্ধ ত্রয়ো অসজ্জিত করিয়া তদুপরি তাঁহাকে শয়ান করান হইল। পাড়ার গ্রাম সমুদায় ব্রীলোক আসিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন ও কেহ কেহ পদধূলি লইলেন। দুই জন প্রচারক প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে “অন্ন সচ্চিদানন্দ হয়ে!” শব্দে ষাট লইয়া সকলে শ্রবণ ভূমিতে গেলেন। গৃহে হাহাকার শব্দ উদ্ভূত হইল।
(পরিচরিকা বৈমট, ১২৯৭)

শ্রীমতী কুমারিনী যে সকল পত্র তাঁহার
স্বামীকে ইদানিস্তন লিখিয়াছিলেন
তাঁহা হইতে উদ্ধৃতাংশ।

কলিকাতা ৮ই আশ্বিন, ১২৯৯।

“দেহের সম্বন্ধ কেবল কণিক অনার, যে ভাবের তাবুক পথের

পথিক সেইত আপনার। পরলোকের সঙ্গী বারা, আত্মার আত্মীয়
তারা, তা বিনে সকলি মিছে কেহ নহে কার।”

প্রিয়তম! তোমার চিঠি পাইয়া বড় সুখী হইলাম। কান্তপিরী
মহাশয় পৃথিবীর কাছে বিদায় লইয়া পরলোক গিয়াছেন। আহা!
তিনি রোগ ব্রতণা হইতে মুক্ত হইয়া সেই শ্রেহমরী জননীর শান্তি
ক্রোড়ে গিয়া শান্তি পাইলেন। স্বত্বা বাতনা দেখিয়া বড় ভয়
হয়। সকলকে একদিন ঐ কাল-গ্রাসে পড়িতে হইবে।
তিনি আমাদের অনেক উপকার করিতেন। বিশেষ এচারক
পরিবার আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ বর্ণে আবদ্ধ আছি।
তাঁহার স্ত্রী বড় ভাল লোক তাঁর মনে সেই শান্তিকাতা বিধাতা
ভিন্ন কেউ শান্তি দিতে পারিবে না।.....ভগবানের বিচিত্র লীলা
কে বুঝিবে? তিনি প্রতি দিন গড়িতেছেন ও ভাঙিতেছেন।
মানুষতো কত আশা করে, ঘরকন্না, স্বামী পুত্র, টাকা কড়ি
লইয়া সুখী হইবে। কিন্তু এ সংসারে কটা লোক সুখী হইতে
পারে? ভগবানকে যিনি চিনিরাছেন তিনিই বসার্থ সুখী।
এখন প্রতি দিনের ঘটনা দেখিয়া কেবল পরলোক চিন্তা,
পরলোক সাধন করা আমাদের আবশ্যক হইরাছে। কাহার
কখন কি সংবাদ আসিবে কিছুই স্থির নাই। বিশেষ আমার
খুব পরীক্ষা, সর্কস্বা বেন ভয়ে ভীত আছি, কখন যে চোর
ডাকাত আসিয়া প্রাণধন হরণ করিবে কিছুই জানিনা। এ
পৃথিবীর হাত হইতে আমরাও দেখি এক দিন নিস্তার পাইব।
“হার! কবে বাব সেই অমর ধামে”।

কলিকাতা মঙ্গলবাড়ী, ২০শে শ্রাবণ ।

“হরি বলে কাল কাটাও মন হেসে খেলে”,

কবে যেতে হবে এ সকল কেনে” ।

—অম্বা মন অতিশয় খারাপ আছে, কারণ আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহালক্ষ্মীর বড় কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে। কন্যাটির বিবাহের জন্য তাহার। খুব ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এখন সকল আশা ফুরাইল। সেই বিষ জননী এখন তার জনক জননীর মনে শান্তি দিন। এ সংসার কেবল একটা বিপদের স্থান! আমরা অসারকে সার করিয়া আর সারকে অসার করিয়া, অনিত্য সংসারে তুলে আছি, কখন কাহার পরলোকের সংবাদ আসিবে কিছুই স্থির নাই। মেয়েদের বড় মারা, আমাদের দশা কি হইবে? আমার নানা প্রকার অস্থখ হইয়াছে বলিয়া বাবুদের রান্নার ভার ছাড়িয়াছি। আমার বারমাস তো শরীর খারাপ আছেই, তবে মধ্যে২ কম আর বেশী হয়।

মঙ্গলপাড়া ১লা পৌষ ১২৯৪ সাল।

‘ধাকবনা আর এ পাপ রাজো’ পরলোকে বাব চলে”

.. বধা সময় তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি যে ক্রমাগতঃ চক্রবর্ত্ত, দুরিতেছ, তবে আর কেমন করিয়া আমাদের চিঠি পাইবে? তুমি বেশে বেশে ভগবানের নাম প্রচার করিয়া খুব সুখ সজ্ঞাপ করিতেছ। আর আমরা, যেমন পরাধীন পক্ষী শিকারে যে ভাবে আবদ্ধ থাকে, ঠিক সেই ভাবে আছি। ভগবানের রাজ্যে জীব সকল স্বাধীন ঘটে, তথাপি পুরুষ অপেক্ষা প্রীলোকের অনেক বাবা বিদ্ব আছে। স্বাধীনতা ঘাটে না। আর আমার সংসার সুখ ভাল লাগে না। সে সুখে কেবল মরল মিশ্রিত।

“সুখ শান্তি ধাম কেবল হরির চরণ,, ।... সংসারের বন্ধুতা কেবল
টাকার সহিত যোগ, ধর্ম সম্বন্ধ না থাকিলে ভালবাসা কর দিন
থাকে ? বতর্ঘ্য বন্ধু ধর্মবন্ধু, তাহা এই জীবনে দেখিলাম ।
পৃথিবীর ভালবাসা আর দরকার নাই । সে ভালবাসা
চাই না ।...

কলিকাতা ২৪ জৈষ্ঠ ১২২০ শকা ।

“বে যুড়া দেখি পাই ভয়, সেও কভু শত্রু নয়,
পরলোকে ধরেলয়, হয় পথিক নিশ্চয় ।”

...কুশল বড় রোগ বাতনা পাইয়াছিল, সে জনা দয়াময়ী
জননী তাহাকে তাঁহার শান্তি ফ্রোড়ে লইলেন । প্রাণের কুশল ।
তুমি এখন আমার জননীর কোলে হাসিতেছে ? আমাদের
বুঝি তোমার ভাল লাগিল না ? আমাদের অনিত্য সংসারে যত দিন
হেসে খেলে যার তাই ভাল । ছি ! ছি ! যত পোড়া মন মায়াতে
আচ্ছন্ন মেয়েদের । যাহা হউক,

কার দোষ দিব হায় ! তপস্যা যেমন,
করিয়াছি ; তার কল ভুগ্ছি এখন ॥
দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ ।
দিবা নিশি করিতেছে তম নিবারণ ॥
তার না হরিতে পারে তিমির আশার ।
তোমা বিহনে, মাথ ! সব অন্ধকার ॥

কলিকাতা ১৮ আষাঢ় ১২২১ সাল ।

বিপদ রানি ছুঃখ দারিত্র্য কি করে
যে নিরঞ্জন পরমেশে ধ্যান ধরে ।

শ্রমতম ! ক্রমাগত তোমার দুই খানি চিঠি পাইরাছি কার্যবশত* .
 উত্তর দিতে পারি নাই । তুমি এবার কত নত নত কথা সহ্য করি-
 রাছ ! তোমার উপর খুব গীড়ন হইরাছে । সেই বিষজননী সকলই
 তো দেখিতেছেন । কুখার কালে যিনি অন্ন দিয়া পোষণ করেন,
 বিপদে যিনি আশ্রয় দিয়া রাখেন, শোকের সময় সাহসনা দিয়া
 যিনি অশ্রু জল মুছিয়া দেন, তিনি সকল দুঃখ দূর করেন । মিথ্যা
 অসার বত সব চলিয়া যাইবে । সত্যের জয় হইবেই হইবে ।
 পৃথিবীর গওগোল লইয়া এ জীবন আর কত দিন কাটাইব ?
 এখানে শান্তি কই ? আর রোজ রোজ ভাবনা চিন্তাতে কিছু
 ভাল লাগে না । এ পৃথিবীকে যেন প্রশান বোধ হইতেছে । বনের
 পক্ষী সকল আমার দুঃখ দুঃখিত হইয়া বনে গমন করিতেছে ।
 আর পৃথিবীতে থাকিয়া কিছু সুখ নাই ।

“যা কর এখন বিপদ ভঞ্জন, আমার তো

ভরণা কিছু নাহি আর ॥”

রঙ্গলবাড়ী ২৫ চৈত্র ১২৮২ সাল ।

হরি হে বিপদ ভঞ্জন ।

...তুমি আমার চিঠি পালেইও যথা সময়ে প্রত্যুত্তর দিতে
 বিলম্ব কর. সে ভনা আর লিপিতে ইচ্ছা হয় না । কি জানি
 সম্পর্ক অসার, তবুও তোমার পর ভাবি না, কিসের জন্য তা বুঝি
 না । তোমার একখানি পত্র পাইবার আশায় পথ পানে
 চাহিয়া থাকি । কিন্তু তুমি আমাকে সে আশায় বঞ্চিত কর

আমার মন যে কি করে তাহাকেবল সেই অন্তর্যামীই জানেন
 কপোত ক্রন্দন ধ্বনী কান্তারে যেমন,
 বায়ুতে মিশারে যার কে করে শ্রবণ;
 আমার অবস্থা; পতি! বুঝহ তেমন।
 আমি রহিয়াছি সত্য বটে মানব সমাজে
 কিন্তু বোধ হয় যেন আছি বন মাঝে।

“দুঃখেতে পাই যদি ছে তোমার,
 আমি চাহিনা শুধু সম্পদ ওছে হরি দয়াময়।”

—এবার তোমার পত্রখানি যেমন বড় তেমনি শীঘ্র পাইয়া
 আশ্বাসিত হইলাম। তুমি আমাকে খুব বাড়াইয়াছ ও আ-
 পনাকে কন্ডাইয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম।
 আমি তোমার “অনেক করিলাম” তুমি আমার “বিশেষ কিছু
 করিতে পারিলে না”—এ কেবল তোমার ভালবাসার
 আত্মশেষের পরিচয় মাত্র;—নতুবা আমার তেমন গুণ ও
 যোগ্যতা কই? বাহা হউক তোমার সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়াছি
 বলিয়া যাহা কিছু ভাল হইবার এত সুযোগ পাইলাম।
 তোমার আন্তরিক বক্ত ও সহ্য গুণ আমার ধর্মশিক্ষার
 কত সুবিধা করিয়া দিব। মঙ্গলময় বিধাতা আমাকে তো-
 মার হাতে সমর্পণ করিয়া ধর্মধন উপার্জননের কেমন উপায়
 করিয়া দিলেন, নতুবা আমি আর পাঁচ জন মেয়েদের মত
 সাংসারিক সম্বন্ধতা নয় একটু অধিক সম্বোগ করিতে

পাইতাম, তাহাতেই বা কি হইত? "ভাষাবান, ব্যক্তিদিগের
 মৌলিক দেহরূপ" আমান "জীবন সেই রূপ" নয় হইত? তাহা
 কি সম্ভব-শাস্তি দিতে পারিত?

"তুমি দুঃখ চাহি না নাথ, করহে বাহা ইচ্ছা হয়।"
 আশ্রমীণী আনি, অজ্ঞান রমণী; "কি জানি কিসে কি হয়।"

এসকল সঙ্গোপের তুমিও অনেকটা কারণ, উচ্চাৎ,
 তুমি কি আমার দ্রষ্টা যথেষ্ট করিলে না? * * *

মঙ্গলবাড়ী, সাধনকুটীর,

তোমার---

২৬শে আশাঢ় ১২৩৪।

শ্রীকুমুদিনী

কুমুদিনীর স্বামী ও তাহার অপর কতিপয় বন্ধু

ঐমতী কুমুদিনীকে যেসকল পত্র লিখি-

রাহিলেন তাহার কিয়দংশ মিলে

প্রকাশ করা হইল।

ঐমতী কুমুদিনী দেবী।

দায়মিলিঃ শৈল ৬ই জুন ১৮৮১।

প্রিয়ভ্রম! অনেকদিন হইল, তোমার কোন পত্র বা
 তোমাদের কোন সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি। দীর্ঘ পত্র
 লিখিয়া চিত্তা দূর করিবে। এখানে আসিতে রেলের কারখানা
 খোঁজিতে চরংকার। এহানের দৃশ্য বেশ আনন্দজনক। ইচ্ছা-

হয় তোমরাও এসব স্থান এক বার দেখ... ..

বালা-জীবনের কথা তুমি একবার জানিতে চাহিয়া ছিলে, তাহা এই অবকাশে বলি। আমার ১৬। ১৭ বৎসর বয়স্কর কালে, ধর্ম বিষয়ে একটু প্রবৃত্তি হয়। বৈষ্ণব ও বাউলদের গান শুনিবার জন্য তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতাম। এই সময়ে বয়সাদিগের সঙ্গে এক রকম বালা খেলা হিসাবে, একটী সভা সংস্থাপন করা হয়। “চরিত্র সংশোধিনী” ইহার নাম দেওয়া হয়। তৎসংক্রান্ত এক পয়সা মূল্যের “চরিত্র সংশোধিনী” নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ হাতে লিখিয়া নিজ গ্রামের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। এই অবসরে গ্রামস্থ কোন প্রবীণ বন্ধুর সাহায্যে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় ও এই অবস্থা বোঝে আমরা ব্রাহ্মধর্মে প্রবিশ্টি হই। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অল্প অধুরাগ উদ্দীপিত হইতেই পাঠোপলক্ষে ইং ১৮৫৮ সালে কলিকাতায় আসি। কতিপয় সহপাঠীর সঙ্গে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে উপস্থিত হই। এখানে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ও অনেক গুলি ব্রাহ্মের সহিত আলাপ হয়। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সহিত এই দর্শন যেন “শুভ দৃষ্টির” মত আমার মন প্রাণকে এক অকাটা আধ্যাত্মিক যোগ, জীবনে সম্বন্ধ করিল। এই যোগ ভগবানের কৃপায় আমার হৃদয়ে এক বেগ উদ্ভাবিত করে। তাহা ধাকা দিয়া আমাকে যেন জীবনের পথে ঠেলিয়া লইয়া বাইতে লাগিল। এই সময় ঠাইতে আমি আমি ভোগনে নিবৃত্ত হই।

এই পাঠ্যবহুর বজবেশে তৎকাল-প্রাচুর্য্ভূত মহা সংক্রামক রোগে, আমি আক্রান্ত হই এবং উপযুগরি রোগের আক্রমণে সাহা-কর, পাঠের ক্ষতি ও শিক্ষাবৃত্তি রহিত হয়। এই সম্বন্ধে প্রায়শ্ লোকেরা কৌশল করিয়া আমাকে দেশান্তরিত করেন। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের আমি বলাধার, সুতরাং আমাকে বেশ ছাড়া করিলে অন্য যুবক-দ্বিপকে শাসন করা সহজ হইবে, এই চক্রান্ত করিয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শের কুটিল মর্শ্ব লম্বদ্রব্য করিয়াও উক্ত প্রস্তাবে আমি সম্মত হইয়া বিদেশে গমন করি। বুলক ট্রেন আমার বাহন এবং ইষ্টা-দ্বিপের প্রদত্ত অর্থাদি আমার পথ-সঞ্চল। পথি মধ্যে সহ-যাত্রীদিগের নিকট পশ্চিম প্রদেশের প্রলোভনের বার্তা শ্রবণ করিয়া বড়ই ভীত হই। এমন কি; কেন বিদেশ যাত্রা করিলাম, কেন বহুদ্বিপকে ছাড়িয়া নূতন দেশে আসিলাম ইত্যাদি কথা মনে উদয় হওয়াতে মনেতে যেন অশুভাপের ভাব আসিল -- আমাকে কাদাইল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের শিক্ষার গুণে, প্রার্থনা তখন তত ভাল করিতে পারি বা না পারি, উহা সম্বল করিলাম এক অতি কাতরে কাদিতে২ ভগবানের উদ্দেশে মনের কথা সব বলিতাম। এই প্রার্থনার ভাব ক্রমে প্রকৃটিত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত প্রলোভন ও পরীক্ষা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। অনেক দিন পরে অবশেষে এলাহাবাদে কোম আদ্বীয়ের বাড়ীতে আমি উপনীত হইলাম। এখানে আসিয়া

পুরাতন বন্ধু দিগের সহিত ধর্ম্মালোচনাদি হইত। কলিকাতার প্রত্যাগত হইবার উপক্রম কালে যেন দৈব যোগে একটা বিষয় কর্ত্ত্বের সংযোগ উপস্থিত হয়। বন্ধুগণের অনুরোধে তাহাতে নিযুক্ত হই। এষ্ট কর্ত্ত্বোপলক্ষে কর্ত্ত্ব-কর্ত্ত্বাব ইচ্ছামত প্রায় ছয় মাস কাল স্থানে স্থানে ভ্রমণ ও শিবিরে অবস্থিতি করিতাম এবং অপরাহ্ন মাস কাল নৈনীতাল শৈলে অবিবাস করিতে হইত। এই প্রকারে গ্রীষ্ম অতিবাহিত করা উন্নতির প্রতিবন্ধক অনুভূত হইতে লাগিল এবং তদাধুনিক নানা প্রলোভন ও পরীক্ষার অনেক সম্ভাবনা জ্ঞানিয়া অতীত পবিত্রত্বের আবশ্যকতা সদয়স্ম হইতে লাগিল। পূর্বে বিবাহ কবিতার অনেক বার বিস্মরণ পীড়াপীড়ি সহেও উপার্জনশীল না হইয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে— তজ্জন্য আত্মীয় কর্ত্ত্বের অসন্তোষ ভাজন হইয়াও ইহা হইতে বিরত থাকি। এক্ষণে বিবাহ করা উচিত মনে করিলাম। কত আলোচনের পর সে কার্য্য যে সম্পন্ন হইল তাহা তোমাকে বলিয়াছি। এখন হইতে জীবনের গতি আর এক দিকে ফিরিল। বিবাহান্তে লাহোরে বাইবার সংযোগ হইল, তথায় ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সংযোগে ধর্ম্মভাব খুব তুষ্টিযুক্ত হইল। প্রচারক মহাশয় দিগের বিশেষতঃ ভক্তি-ভাজন আচার্য্য মহাশয়ের পুনর্যোগ সংঘটিত হওয়ার তাহা আরও সমুদ্র হইল। এই অবস্থায় বিধাতার নিগূঢ় লীলা-রহস্য বিচিত্র ও বিশদ-রূপে আমার জীবনে যেন বিকশিত হইয়া থাকিলে তৃতীয় শুভযোগ প্রস্তুত করিল। এই শুভযোগের

অকাটা আকর্ষণে আবৃষ্ট হইয়া কেন যে বিষয় কর্ত্ত পত্রিতাগ করিয়া প্রচার কাব্যে ত্রুটি হইল্য তাহা তুমি সব অবগত আছ। দেখ, ছেলে খেলা খেলিতেই ভগবানের লীলা-চক্রে আসিয়া পড়িয়া, পড়িয়া নাকাল হইল্য—হই! তচ্চি কি যু ইচ্ছাতে মজা আছে দেখিতেছি। অন্ন মনে সঁতার দিতেই কোথায় ওলাম তাই বর্ণনা "আমি কেনই বা এলাম রে, প্রেম দিচ্ছি তটে।"

শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়িতে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা আছে। অগা এই পদ্যান্ত।

তোমার—

ঈরাম চন্দ্র সিংহ।

কুচবিহার ১৬ই আষাঢ় ১২২৪ সাল।

প্রিয়তমে! ফলরের ভালবাসা গ্রহণ কর। ৩।৫ দিন হইল তোমার কুত্র পত্রিকা পানি পাঠান্তে সমাচার অবগত হইয়া নিশ্চিত হইলাম। তোমার চিঠি আমি আশা করিতে ছিলাম, এমনত সত্বরে তাহা হস্তগত হইল, সুতরাং আনন্দিত হইলাম। এই প্রকারে মানুষ যদি আশার মত বস্তু পায়-সে কত সুখ অনুভব করে! * * * * * মানুষ-মানুষেরই জীবনে ভগবানের ইচ্ছার শুভ ঘটনা — শুভ যোগ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। আমার জীবনে শুভ যোগের কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি, এখন আর একটি বলি। আমাদের দাম্পত্য যোগ একটি শুভ যোগ বলিয়া বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। বিবিধ প্রলোভন ও পরীক্ষা বধন আমার অবস্থাকে আকর্ষণ করিতে

ঊনাত হর সেই সময়ে আমি বিধাতার লীলা রহস্য একটু অনুভব করি। এই সময়ে আমি লাহোর বাই, তথায় গিয়া অবস্থার উন্নতি হইল। পূর্বে প্রসোক্তন ও পরীক্ষা-পূর্ণ অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করিলাম। তদনন্তর ভক্তিতাজন আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে পুনর্যোগ আরম্ভ হইল। সেই যোগের গোণ ফস স্বরূপ আজ নানা স্থানে আমার সমাদর পাইতেছি ও নানাধিহ মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুখ সম্ভোগ করিতে পাইতেছি। তুমি বাস্তবিক সহ-ধর্ম্মিনীর ন্যায় চিরদিন আমার ধর্ম্মপথের সহায় হইয়াছ, কখনও কোন বিষয়ে প্রতিবন্ধক দেও নাই বরং উৎসাহ ও সহায়তা দানে আমার ধর্ম্ম-পথের সুবিধা করিয়া দিয়াছ। কখন পরিত্যাগ করিবার আন্দোলন যখন মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তখন তোমাকে সে বিষয় প্রকাশ করাতে তুমি উৎসাহ দিয়াছিলে। প্রিয়তমে! দেখ যখন বহুল অর্থ উপার্জন করিলাম সব তোমার হস্তে দিলাম। তুমিও তাহার কোন অস্বায় কর নাই। এখন টাকা নাই, কিন্তু তুমি যদি অপর কোন কোন শ্রীলোকের ন্যায় লোভী বা ধনাকাঙ্ক্ষিনী হইতে তাহা হইলে এই ধন হীন অবস্থাতে ধর্ম্ম উপার্জন করা আমার পক্ষে কত পরীক্ষার বিষয় হইত! কিন্তু ভগবানের কৃপায় তোমার মতন সংসার-সুখ নিরাকাঙ্ক্ষিনী শ্রী-রত্ন পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাই তুমি এক সময়ে এত সুখসচ্ছন্দে থাকিয়াও এবং এখন এত অসুবিধা ও কষ্ট বহন করিয়াও একদিনের জন্য তোমার ঐ প্রশান্ত সুখ হইতে কোন অর্থাকাঙ্কার কথা বাহির

করিলে না। তুমি যদি টাকা টাকা করিয়া আমাকে বাঁচ, ও কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে বিরক্ত করিতে, আমার ধর্মসাধন পক্ষে কতই বিড়ম্বনা ঘটিল, ও আমাকে কত পরীক্ষা অসম্ভব করিতে হইত। দয়াময়ী জননী আমার পক্ষে প্রতিবন্ধক আসিলে আমি মুন্সিলে পড়িব, অথবা আমার প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়া—যে কোন অভিপ্রায়ে হটক আমার মঙ্গল উদ্দেশ্যে তোমার মতন প্রীর্ত্ত আমাকে দিলেন। আমার স্থপের সময়ে স্ত্রী, দুঃখের সময়ে দুঃখী ও পরীক্ষার সময়ে সত্যানুভাবিনী হইয়া আমার সঙ্গে শান্ত ভাবে তুমি থাক বলিয়া আমি আমার ধর্ম সাধনে অনেক বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত হই। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম তুমি লক্ষ্মী, তুমি পতিব্রতা সতী, তুমি সতী লক্ষ্মী, তোমাকে কেহ-কহ দোষারোপ করিয়াছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও তাহার নায়বান ভগবানের রাক্ষো অদান্ত থাকিবে না।

প্রিয়তমে! আমার প্রতি তুমি অনেক করিলে, আমি তোমার বিশেষ কিছু করিতে পারিলাম না, সে জন্য সময়ে সময়ে আমার মনে ক্ষোভ হয়। টাকা যখন ছিল তখন টাকা দ্বারা যত দূর তোমাকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হয় কতক রাখিয়া ছিলাম, এখন সে পথ বন্ধ, সে দিক দিয়া আর কোন সুবিধা করিব (তাহার জন্য তুমিও আমাকে কখনও অনুরোধ কর নাই) সে আশা অসম্ভব, এক্ষণে হরির নিকট এই প্রার্থনা করি (তুমিও কর) যে, তিনি আমাকে ধর্ম-রত্ন উপার্জন করিতে

সক্ষম করিয়া সেই রক্কে তোমাকে ভূষিতা ও সুখী করিতে পারি, মদ্যময়ী আমাকে এই আশীর্বাদ করুন। শুদ্ধ শাস্ত হইয়া বাহাতে তোমাদিগের সেবা করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে পারি আমার এই আশা পূর্ণ হউক। প্রিয় স্নহদে! তোমার প্রতি যে সকল ব্যবহারের ক্রটি হইয়াছে তাহার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। তোমার একটু রাগ সময়ে সময়ে প্রবল হয়, সেটুকু হউক এবং তাহার পরিবর্তে অশ্রুয়াগ সঞ্চারিত হইয়া তোমার ধর্ম্মাশ্রুয়াগ বৃদ্ধি করুক। তুমি আমার সহধর্ম্মিনী হইবা আমার ধর্ম্ম পথের চিরসহায় হও।

তুমি প্রচারক মহাশয়দিগের রক্ষন কার্য্য নিরীহ করিতেছ, ভালই। এখন বিদায়।

তোমার—

ঈশ্বরচন্দ্র।

দেবী শ্রীমতী কুমুদিনী সিংহ, ভারতাস্রম।

অমৃতসর, ১৭ই বৈশাখ, বুধবার।

স্নেহান্বিত ভাবি কুমুদিনী! তোমার স্নেহমাখা পত্রখানি হৃদয়ে লাগিল। তুমি পরম সৌভাগ্যবতী। স্বামীর তোমাকে এমন সুখভি দিয়াছেন যে সংসারের অনিষ্ট অথ ভুল করিয়া স্বর্গীয় শিতা অথের ভিখারী হইয়াছ। তোমাকে দেখিলে পুণ্য হয়, তোমাকে বনন্দার করি। আমি সন্তোষ লাভেরে দিয়াছিলাম, শিতা সেখানে একটা ক্ষুদ্র পরিবার গড়িতেছেন

বেবিয়া সুখী হইলাম । * * যা কেমন আছেন, তাঁহাকে আমরা
নমস্কার দিও তোমরা সকলে ভাই ভগ্নির সঙ্গে মিলিয়া
ধর্মরাজ্যে দিন২ অগ্রসর হও, এই প্রার্থনা । আমরা দুঃখী ভাই
বিদেশে একাকী পড়িয়া আছি । আমাদেরকে তুলিও না ।
পিতার কাছে শ্রবণ করিও এবং সময় পাইলে এক২ খানি পত্র
মিদিয়া বাখিত করিও* * । শুভাকাজ্জী---কেদার ।

অমৃতসর ১০ই, আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩০৬ ।

ব্রহ্মানন্দ প্রিয় ভগ্নি কুমুদিনী ! তোমার পত্রখানি পাঠিয়া
যেমন আনন্দ হইল তেমনি বাখিত হইলাম । ভাই ভগ্নির
পবিত্র ব্রহ্মসম্মিলন বাহা ধর্মরাজ্যের একটা মনোহর দৃশ্য এবং
ধর্মীয় সুখের উপায়, ব্রাহ্মসমাজে তাহার ব্রহ্মপাত দেখিয়া
বড়ই আনন্দ হয় এবং এ খাপ জীবন সে সুখের অধিকারী
না হইয়াও তাহার আশ্রয়ন পাইলে ব্রাহ্মদের বিশেষ কৃপার
দান বলিয়া লভ্য কৃতজ্ঞতা ভাবে অবনত হয় । যথার্থ
বলিয়াছে, আশ্রয়ের মর্যাদা বৃদ্ধিতে পারিলে এখনই আশ্রয়
ব্যাপার সংঘটিত হয় । আশ্রয় স্বর্ণের আদর্শ, তোমরা কি সাধনা
লোক ? আজ যদি সকলে এক লভ্য হইয়া মাথা তুলিয়া
বল, আমরা আর পৃথিবীর নরকে বাস করি না, আমরা স্বর্ণ
আসিয়াছি, কার সাধ্য তোমাদিগকে আর নরকে লইয়া যায় ?
আপনার সৌভাগ্য দেখিয়া আমাদেরকে কৃতার্থ জ্ঞান কর ।
পিতার দয়ায় তৌ আর কহুর নাই, তবে আর কেন অভিমান
করিবে ? এখন কেবল আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলে হয়,

মনে করিতেছ বুঝি তুমি সেই পৃথিবীর পাপী আছ ? না, পিতা যাহাকে হাত ধরিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন সে কেমন করে পাপী থাকিবে ? আমি দেখিতেছি তুমি স্বর্গের দেবকন্যা, পিতার জ্যোতি তোমার ললাটে জ্বলিতেছে, তোমাকে যে ভক্তি করিবে সে স্বর্গের আভাস পাইবে, তোমাকে নমস্কার করি, দয়াময় তোমাдиগকে চিনিবার ক্ষমতা-আমাকে দিউন । তোমাদের স্বর্গীয় ভাব দেখিতে আমার পরিচয় হইবে ।

* * * *

স্বর্গকে একটু সম্মুখ করিয়া লইও । পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের ভাষা হয় একত্রে থাকার এই উপকার । * :
মাতাঠাকুরাণী ক প্রণাম ।

অগুপ্ত—কেদার ।

চট্টগ্রাম হাটহাজরি ।

২রা মার্চ, ১৮৭৩ সাল ।

প্রিয় ভগিনী কুমদিনী ।

আপনার উত্তর লাভে বড়ই প্রীতি হইলাম, উহার সম্বন্ধে চণ্ডীর, নিবারণের ও রাম দাদার পত্র আসিয়াছে, আজ কাল আমার সৌভাগ্য বটে, যখন স্মরণ করি সেই লাহোরের রোগ শয্যা ও আপনারা মাতা, ভগিনীর ব্যায় সেবা শুভ্রবা করিতেছেন তখন আপনাদিগকে আত্মীয় বলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয় । সে কি কি আছে শোধ হয় ? কিনেশের

কথা মনে হইলেই লাহোরের গৃহ স্মরণ হয় ও ইচ্ছা হয় যদি
এরূপ একটা গ্রেহময়ী পরিবার চট্রগ্রামে থাকিত, আজ নিশ্চয়ে
আজ্ঞি মনে করিতাম না।

কিছুকাল ভারতাপ্রম্নে থাকিয়া লাহোরের স্মারিতর চট্রিতে
পরিভ্রমণ হট্টন, আশ্বার উগ্রতি করণ, এবং সেখা পড়া শিখিয়া
লট্টন। রান দুদা কহিয়াছেন একবসের আপনাদিগকে
ঐখানে রাগিবেন * * * * কলিকাতার দিয়া এত ব্যস্ত
ছিলাম যে, বচকালের পর আপনাদিগকে ও আনানা আত্মীয়
লইয়া আমোদ করি এমত অবকাশ ছিলনা; ব্রাহ্মদিগের
সহিতও আলাপ হইল না। জনদের বহুতর ইচ্ছা অসম্পূর্ণ
রছিল * * ইন্দের ইচ্ছা সম্পন্ন হট্টক। জনয়ে, সত্তাব থাকিলে
একদিন ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে * *

আপনি কহিয়াছেন মন্দিরও পারিবারিক উপাসনা ভাল।
মন্দিরের মাথুয়া পারিবারিক উপাসনার প্রেম ও পবিত্রতা
এই সময় উপলব্ধি করিয়া লট্টন।

আমিও এখানে একাকী আছি, কি করি, বখন যে অবস্থা
হয়, তাকা বহন করা উচিত। দূর দেশে থাকিয়াও একই
মাতার ক্রোড়ে আছি। সেই মাতার প্রতি বিশ্বাস থাকিলে
আর দুঃখ, শোক, ক্লেশ থাকে না।

অদ্যপি ব্রাহ্মিকাদিগের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাও দোষারোপ
করিতে পারে নাই। নিশ্চয় জানিবেন ইন্দের তক্তি ও ধর্মজ্ঞান
না থাকিলে স্বাধীনতার মল্ল কল কলিত। ভারতাপ্রম্নে যে

উপাসনা লইয়া আলোচনা হইতেছে ইহাতেই প্রকাশ পায়
উপাসনার অবহেলা হয় নাই। সত্য সত্যই ব্রাহ্ম পরিবার ও প্রচা-
রকেরা উপাসনা বিহীন নহেন। এত ক্রেশ করিয়া যদি কলিকাতায়
শাকিতে হইল, তবে ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দিবেন।
আর এমন সুবিধা হইবে না। মাতা ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তি
পূর্ণ প্রণাম দিবেন ও আপনি আমার প্রীতি পূর্ণ নমস্কার
লইবেন।

নিবেদক শ্রী গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

স্বর্গীয়া শ্রীমতী কুমদিনী কতৃক রচিত সঙ্গীত।

বিধানি হর, তাল ধামটা।

কেহ নহে “সেচ্ছাচারি” কেহ নহে “অত্যাচারি,”।

কেউ করেনা “জুরাচুরি,” আমরা বিধানের নবনারী।

কর আগে শাসন রসনা, তবে কর বিধান ঘোষণা ;

অনেক ছিল টাকা কড়ি, সব জলাঞ্জলী করি, জীবনে
স্বরণে মোরা হরি হরি করি।

সূর ইত্যাদি

হলো অর্প, একি অর্প, অর্প হলো বিধ অর্প।

অর্পই হয়েছে আমার ব্রহ্মার কারণ।

তা ছাড়া অশ্রীর্ণ, অরুচি, অবল ।

সুখা-মন্দ, মন্দাশ্রি, গা বনি, কেবল ।

আবার পিপাসায় গলা শুকায় ।

কেননে ডাকব তোমায় (ওহে) দয়াময় ।

বসতে সেলে, না বসতে পারি ।

একেবারে যেন প্রাণে মরি ।

যত রোগ হয়, তত আয়ু ক্ষয় ।

শ্রবণ করি ওহে দয়াময় ।

এরোগ যন্ত্রণা নহনে ।

বিমর্ষ হব না মনে ।

সদা বলব, অর দয়াময়, হাস্য বধনে ।

দুইট মমার হং ।

এ যোর সঙ্কটে তার গো তারিণী ।

শোকে অর অর, রোগে মর মর, তোমার কুমুদিনী ।

এবার দয়া করে, এছুঃখ সাগরে, তার গো ভজনী ।

হেরে তব হাস্য মুখ পাসরিব সব দুঃখ,

ভুলিব সকল শোক, শুচিবে ছবর ভার ;

আত্মা কোলে মাথা রাখি, জুড়াইব প্রাণ;

করিব তোমার প্রেম-স্তন্য পান, হেরব সদা তোমার সুহাস্য বদন,

ও গো হাস্য বদনী ।

বন্ধুগণের উপহার ।

ভগিনীর বিদায় ৭ ।

অনেক দিনের পরে বিধানের পরিবারে
 ভগিনী বিরোধ বার্তা শোক সমাচারে
 কাঁদাইয়া বস্তুভূমি বিদ্যাচল অতিক্রমি
 কাঁদাইতে মোরে এই দরিদ্র কুটিরে
 না জানি কি শোক বার্তা আইল অন্তরে ।
 প্রচারক পরিবারে; দিয়ে শোক অন্তরে,
 চলিলেন এবে ঐ দেবী কুমুদিনী * ;
 সাধুর জীবন ধরি, পবিত্র ভূষণ পরি,
 সতীর চরিত্রে ভক্তের (সহ) ধর্মিনী
 আহা হেসে হেসে চলিছেন তাজ্রি মর্ত্ত ভূমি ।
 হায় এ শোকের কথা, নিদারুণ মর্শ্ব বাধা,
 কেমনে ভুলিব বল দরিদ্র জীবনে ;
 কি পতীর শোক হায়, হৃদয় কাটিয়া যায়,
 কাঁদাইছে অভাগারে দীন নিকেতনে
 কেমনে সহিব এ শোক দরিদ্র জীবনে' ।

† নববিধান প্রচারক প্রক্টর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের
 পত্নী বিরোধে—সমন্তপুরহ শ্রীমোহি প্রসাদ মজুমদার
 কর্তৃক লিখিত ।

* এখানে দুইটি পদ পরিবর্তন করা হইয়াছে ।

ভক্তের জীবন সাধী,—“কুমুদীনী” সাধ্বী সতী

বর্গ-কন্যা বর্গে আজি পেলেন চলিয়া

আদর্শ-নারী চরিত্র

নারীশূণ্য হৃৎকান্ড

দেখা'য়ে জনতে আপন জীবন দিয়া

দিয়াছেন সতী-সাধ্বী পৃথিবী ছাড়িয়া ।

ভক্তের জীবন তাঁর

রমনী চরিত্র তার

আপন জীবনে শুভ-রমনী-জীবন

আপন জীবনে তাঁর

পূণাশীল্য বহিলাস

প্রেম, পূণা, বিশ্বাসের উজ্জ্বল দর্শন—

দেখা'লেন উচ্চ বর্গ জীবনে আপন ।

রোগের আসনে তাঁর যোগের সাধন,

রোগের আসনে তাঁর,

হৃৎখে হৃৎহাসি আর

রোগের আসনে তাঁর ব্রহ্মনার গান

রোগের আসনে তাঁর চিন্তা সমাধান ।

রোগের আসনে তাঁর নির্ভরের ভাব

রোগের আসনে তাঁর,

প্রেম ভক্তি চমৎকার

রোগের আসনে তাঁর যোগের সে ভাব

রমনী চরিত্রে অতি রমনীর ভাব ।

রোগাসনে যোগাসন—আশ্চর্য্য দর্শন

রোগাসনে রোগী নয়,

যোগিনীর দৃষ্ট হয়

রোগাসনে তাঁর সেই প্রার্থনা শ্রবণ

প্রচারক সমূহেব মিলন দর্শন ।

অনন্ত যোগের রাজ্যে করিতে গমন

শান্তত হৃদয় তাঁর, সেই দৃশ্য চমৎকার

রোগাসনে সাময়িক গীত নির্ঝাঁচন .

প্রচারক মুখে তাহা করিতে অবণ ।

দীন নিবেদন তাঁর সঙ্গীত করণে;

“ভবি বোল হরি, চল যাই বাড়ী”

মধুর সঙ্গীত সেই শুনিয়া অবণে

চলিলেন ভগ্নি যেন নূতন ভবনে ।

বাও ভগ্নী যাও চলি নূতন ভবনে

“বাম” জায়া সীতা তুমি বাও চলি পুণা ভূমি

বাও পুণাবতী যাও পুণোর সদনে

বাও তথা সেবিবারে পিতার চরণে ।

বাও ভগ্নী কুমুদিনী, গুণের সৌরভ

বিস্তারিলে তুমি যাহা, চির দিন হবে তাহা

বিধানের পরিবারে হৃদয় তোমার

সোণার অঙ্করে হবে জগতে প্রচার ।

(প্রাক্ত সমাচার ও কুন্দহ, ৩০এ চৈত্র ১২৯৬—)



চট্টগ্রামস্থিত প্রখ্যাত ক্রীষুক্ত প্যাবী মোহন
চৌধুরী মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত্যংশ ।

• তাঁহার (কুমুদিনীর) ইচ্ছামত কয়েক বার তাঁহার যোগ
শয্যার সন্নিধানে আমাকে উপাসনা করিতে হয় । প্রথম
দিনের উদ্ভাবনের পূর্বে তিনি নিজেই এই সঙ্গীতটী করিতে
বলেন “কবে যাব সে অমর ধামে, আচ্ছন্ন যেখানে ব্রহ্মানন্দ
আদি ভক্ত মহাজন”

আমি তৎ পূর্বে আর কাহারও মুখে এ সঙ্গীতটী শুনি
নাই । উহা শুনিয়া অমর ধাম নিকটতর অণুভব করিতে
লাগিলাম, কিন্তু তখন ভাবি নাই বাঁচার ইচ্ছায় ঐ নূতন
সঙ্গীতটী শুনিলাম তিনি এত দীর্ঘই সেই অমর ধামে চলিয়া
যাইবেন । আবার কবে যেরূপ ভগ্নির সঙ্গে জগজ্জননীর
পূজা করিয়া আরও ধনা হইব? * * *

কীর্তন—খয়রা ।

কুমুদিনী সুহাসিনী তারিনী তনয়া ।

সত্য বাদিনী সুমিষ্ট হাসিনী শুকত জায়া ।

সুখে দুঃখে যোগে শোকে, বিষাদে আনন্দে,

কাটাইলে সমভাবে কেমন করিয়া ।

পরীক্ষার অনলে, কত বে দহিলে, তবু কেমনে

পাকিত সন্য প্রফুরিতা হিয়া ।

কেমন করিছে, কোমল জদয়ে, কাটিলে সব মোহমায়া;

শোকে হলে না অবীরা, রোগে হলে না কাতরা,
 হরি ধনে হৃদে পেয়ে কি সব গেলে পানুরিয়া ।
 তুমি দেবী পুণ্যবতী, নরাদম আমি অতি,
 এই দীন দাসে কৃতার্থ কর পদগুলি দিয়া ।

রাগিনী আলেয়া তাল কাওয়ালী ।

হার । এসময়ে কুমুদিনী কোথা যাও ।

অনময়, শোক দিয়ে, আত । দুঃখিনী মায় কান্নায়ে, (শিশু
 সম্ভানগণে ভাসায়ে, ওগো যেওনা যেওনা সাক্ষী ! একবা
 ক্ষিরে চাও ।

কত দুঃখ এসংসারে পেয়েছ, শোকে অঙ্গ জর জর
 রোগেতে চির কাতর, তাই বুঝি শান্তিধামে চলেছ
 আমার বুঝি সংসার, কাটি মোহ কারাগার, হরিবলে বাড়
 চল, সখা এই গান গাও ।

তারিণী তনয়া নাম ধরেছ, শোকে দুঃখে পরীক্ষায় তা
 বুঝি হাসিছ, বল এতহাসি কোথা তুমি পেয়েছ ;

এসে ছিলে হেসে, বাইতেছ হেসে, তুমি ধন্য সাক্ষী পুণ
 বতী স্বর্গে যাও ।

কি স্নানর দৃশ্য আজ ধরেছ, হাসি মুখে বোগনেন্দ্র, বিচি
 পবিত্র চিত্র, মহা যোগে যেন মগ্ন রয়েছ ;

সবে দেখিয়া কৃতার্থ হলো এ দৃশ্য ;

করি এটে নি বান ধরি তব স্রীচরণ, এই ধীন দাসে লয়া করি
কিকিঃ হুহাসি দাও । (স্রী হৈ, না, না ।)

সাদ্বী স্রীমতী কুমুদিনী দেবী ।

শোকের সাগর উধলিয়া আজ
উঠিল একটা বিবাদ লহরী ;
উঠিছে পড়িছে, ধাইছে আনাব
শেপিয়ে পরাণ যায়েরে বিদারি !
কেন অকস্মাৎ শোকের সাগরে
প্রবাহিছে আগ দুঃস্থ পবন ?
সজোরে বহিরে, লহরী উঠারে
সুতল সাগরে ডুবাটল মন।
শোক-সিঁদু আজ কেন না বলরে,
উচ্ছ্বসিত হয়ে উথলে উঠিল ?—
উথলে উথলে, তরঙ্গে তরঙ্গ,
অতল সাগরে পরাণ ডুবাণ ।
কেন সর্বজন করিছে ক্রন্দন ?
বলিছে কেনবা, “হায় ! কুমুদিনী
বাওণা কোথায় রাখিরে তোনার
প্রিয় স্বামী-পুত্র, প্রেমের জননী ? ”
তাতা তব্বী সবে কেনবা উঠাছে
ক্রন্দনের ধনি, অনন্ত গগণে ?—

পুনঃ সেই ধানি, চল প্রতিধ্বনি—

গগন বিহাবী গ্রহ তাবাগণে ।

শোকের সাগরে কেনরে ডুবিল,

আমাদের সব ভাড়া ভগ্নীগণ ?

কুমুদিনী লাগি অবাধের মত

কেনবা সকলে করিছে ক্রন্দন ?

অট কুমুদিনী চলিল অর্গেতে

দেখরে ঠাহাব হাসি মুগ্ধ খানি,

ঠাহার লাগিরা, কেনগো তোমরা

কাঁদিছ বলনা, ডাই ও ভগিনী ?

অবিধানী নর বলিছে কাঁদিবে,

“কুমুদিনী আজ গেলেন মরিছে ।”

বিশ্বাসী যে হল, সদর্পে বলিল—

“মরে নাই কুমুদিনী ; অট দেখ চেয়ে—

পশিলেন আজ নবীন জীবনে,

নবীন ভাবেতে অট কুমুদিনী ,

দেখ পুনঃ চেয়ে, লইলেন কোলে

আপনাব কন্যা প্রেমের জননী ।”

ধনা কুমুদিনী । সাক্ষী সতী তুমি,

তোমার চরিত্র কেমন হৃদয় ;

অমী পুত্র লয়ে দেখালে সকলে

স্বর্গীয় জীবন, সংসার তিতর ।—

সংসার-সাগরে গণিরাছ কত

বিস্ময় করিলে স্বপ্নের মাঝে,
 কিছু গো তোমার প্রকৃত আনন্দ,
 কখনও কেউ দেখি কাণে ।
 কত পরীক্ষাতে পড়িয়া পড়িয়া,
 পড়িছ বা কত দুঃখ পাড়াবাবে,
 কিছু যাক্সী দেখি ! সচিকু ওঠিয়া
 দিয়েছ ঠেলিষে পৃষ্ঠের উপরে ।
 এটকপে তুমি কত বহুবাও,
 কত শোক দুঃখ, কত বজ্রাঘাত,
 কত বা বিপদ, কত বা আগুন,
 কত বা পরীক্ষা, কত মনস্তাপ,
 পাইছ সংসারে ; কিছু গো কখন
 • ভুল নাই দেখি গ্রীষ্মি চরণ ;
 চরণ ধরিয়া খেলে উত্তরিয়া
 সংসার সাগর, বড়ই জীবন !
 রোগ বাতনায় জ্বরে তোমার
 পেরেছ গো সতী, কত বা বেদন,
 কিছু কত তুর্গি করনি ক্রন্দন,
 বলিছ বা কত মধুর বচন ।
 জননীকে তব বলেগেছ কত
 শোক নিবারণ সব উপদেশ ;
 বাহার বলেতে জননী তোমার
 এখানে পৌকেতে হন নি অবশ ।

তোমার মতন বুদ্ধিমতী সতী
 যদাপি থাকিত প্রতি ঘরে ঘরে,
 তা'হলে এখন এবঙ্গ ছুবন,

পরিণত হত স্বর্গীয় সংসারে ।
 মাতৃ-কোলে তুমি যাইবার কালে ।
 ফুল ! কিছু ফুল করি দরশন,
 বলেছিলে হেসে, ‘ইচ্ছা হয় মম
 পুষ্পের শয়ান করিতে শয়ন ।’
 শেম সমুদ্রের পুষ্পবট তুমি ;
 তুমি আর বল কাহার উপর
 করিবে শয়ন ? তোমার আভার
 ভারত উজ্জল,—কিবা মনোহর !
 যাইবার দিনে, মুখশ্রী আভার
 হয়েছিল মুগ্ধ ভারত জননী,
 হয়েছিল মুগ্ধ সাধু ভক্তদল,
 হয়েছিল মুগ্ধ ভারত রমনী ।
 হাসিতে হাসিতে যাইলে স্বর্গেতে
 তাজিয়ে অসার—অসার শরীর ।
 ছাড়িয়ে সংসার, ঘোর কারাগার,
 মাতৃকোলে যেয়ে হইলে অস্থির ।
 যাও তবে বেবি, যাওনো সেখানে,
 বখার আছেন সাবিত্রী বৈয়েজী.

মেঘো, শশী, বায়ো, পাণী, বুদ্ধিশিখা,
 আরাণ্য প্রভৃতি সাক্ষী সীতা সতী ।
 যাও দেবি যাও, যাওগো সেখানে,
 যেখানে আছেচন সাধু ভক্তগণ—
 যীতু গৌর শাক্য, কৃষ্ণ মহাপ্রসন্ন,
 অখোর কেশব, রাতা রাম মো (হ) ন ।
 ধনা হলো আশ্রিত ভারত ভুবন,
 ধনা ধনা আশ্র ভারত রমনী ।
 সতীর পবিত্র শ্রীপদ পদশে
 ধনা হলো আশ্র পুণ্য বঙ্গ ভূমি ।
 হে ভারতবাসী নর নারীগণ,
 কর সবাকার চরিত্র গঠন—
 সমুদ্রে রাশিঘা “দেবী কুমুদিনী”,
 মিলাও তাঁহার জীবনে জীবন ।
 প্রণিপাত দেবি ! তোমার চরণে,
 এখন যে সতী স্বর্গবাসী তুমি,
 বোলা জ্ঞান দাস কি আর বর্ণিবে ?
 নরকের কীট—নরাধম আমি !

(জিলো, না, পা,)

ভাষ্য ৩। ষ্টুডেন্টস অ্যান্ড ন্যাসনাল নামাবলী

কর্ম।	নাম।	নাম করণ।	যুগ।
লাহোরে, ৫ই পৌষ ইংল্যান্ড ১২ই ডিসেম্বর ১৮৭১।	লিয়ার্ডালাল, প্রথম কন্যা	জুন মাসে, লাহোরে	১৩ই পৌষ ডিসেম্বর ১৮৭১ মঙ্গলবাড়ীতে উদন
১৫ই অক্টোবর, অক্টোবর ১৮৭৩, ধর্মের রাগান, লাহোর, ১৫ই।	প্রিয়লালা দ্বিতীয় কন্যা	৫ই অক্টোবর নবেম্বর ১৮৭৩ ই	
১২ই মাস জাহাঙ্গীরী ১৮৭৩। ১৩ নব্বর মঙ্গলপুর ফোর্ট, ভারত- দেশ।	চন্দ্রদাস তৃতীয় কন্যা	৩০শে অক্টোবর, ১৯ই অক্টোবর, ১৮৮০	
অক্টোবর ১৮৭৭	১৩র্থ কন্যা	এপ্রিল ১৮৭৮	

কর্ম	নাম ।	নাম করণ ।
<p>মঙ্গলদাণ্ডী কটন</p> <p>২৫৫৭ আশা, মঙ্গল- দার, ৮ই জুলাই ১৮৭৮</p>	<p>শ্রীমত চন্দ্র মিত্র</p> <p>কক্স মন্ডাল ও প্রথম পুত্র</p>	<p>শ্রীমদাচার্য কেশব চন্দ্র সেন কর্তৃক</p> <p>মঙ্গলদাণ্ডী কটন</p>
<p>৬ই ১৮ই জগদাহরণ, ২রা ডিচেম্বর ১৮৮৪।</p>	<p>কল্যাণ চন্দ্র মিত্র, যেই মন্ডাল, ২য় পুত্র</p>	<p>কল্যাণ শ্রীমদাচার্য কর্তৃক কল্যাণদাণ্ডী মেন্ডাল, দ্বিতীয়, ০ ২৫৫৭ যে ১৮৮৫, ১লা জুলাই</p>
<p>৬ই মঙ্গলদার ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৭ আগস্ট ১৮৮৩।</p>	<p>জনক চন্দ্র মিত্র, মধ্যম মন্ডাল, ৩য় পুত্র</p>	<p>৬ই—৬ই ২০৫৭ কল্যাণদাণ্ডী ১৮৮৭, ১৩ই ফাল্গুন দ্বিতীয়</p>

Extracts from English Newspapers.

WE record with deep regret the sad death of Srimati Kumudini, the wife of Bhai Ram Chundra Sinha, which melancholy event took place at midnight on Friday last. Our dear sister was blessed with many estimable qualities and among them we may mention her extraordinary cheerfulness and happy temper. Amidst domestic bereavements, the loss of dear children, worldly trials and privations she was ever a contented soul. Her smile was contagious. With her no one could be gloomy. She loved flowers; and when on her death bed a friend gave her a choice bouquet, she felt so happy! She was quite prepared for death and a few days before her departure she repeatedly sang in her broken voice sweet hymns about the other world. Our sister died young, being only 33 years old. She has left surviving three sons, and an aged mother to mourn her sad loss. May the spirit of our deceased sister find everlasting peace! We sincerely condole with Bhai Ram Chundra on this melancholy occasion.

(*The Liberal and the New Dispensation,*
March 9, 1890.)

SCARCELY a month has elapsed since we had to record the departure of Bhai Kali Sankar from this world, we have to-day to announce with deep grief that sister Kumudini, the beloved

wife of Bhai Ram Chundra Sinha, has been called away from the land of the living. We bow down with reverence to the decree of Providence. Our sister was ailing for a long time. She had fever, bronchitis and other complications which at last carried her away from our midst. She was of a quiet, patient, and reserved temper. During the last 16 years that Bhai Ram Chundra gave up his worldly avocations, our brother had to pass through many trials of life and it was Sister Kumudini as the devoted partner of his life who always supported and cheered her husband and made his path smooth by calmly and wilfully participating in these trials. In her last moment she evinced strong faith in the next world. On the evening previous to her departure from this world, she requested Bhai Kanti Chundra to sing hymns before her. On being asked which hymn she would like to hear, she readily answered—the one which begins with “Taking the name of Hari let us go home &c.” With clasped hands and closed eyes she joined in the singing of the significant hymn. In her death, one fact has been clearly proved, and it is this—that the New Dispensation has deprived death of its stings to all its believers and taught them to cast off all fears of the king of Terrors. It is worthy of note that as soon as she breathed her last on Friday night, when her face suddenly became lit up with unearthly smile. On the next morning her lifeless body was duly bathed and cleansed. It was adorned like a wife according to the na

tional fashion, it was clad in a piece of broad red-striped *sari*, the feet and the hands were dyed with lac and the forehead was bedecked with red-lead, while conch-shell bangles were put on the wrist. When the wives of the missionaries and other women came to cast their last glance on the face of the deceased, they all bowed down before the lifeless body with reverence, and in sobs and tears, took the dust of the feet because wives who die before their husbands are generally regarded blessed in the country. The scene was really most pathetic to behold. At 10 A.M. the remains were carried to the Nimitolah Ghat cremation grounds, accompanied by almost all the Apostles now in town and some lay-friends. The funeral service was conducted by the *Upadhya* Bhai Gour Govind. Our sister who expired at the age of 34, left behind her beloved husband and three sons and her old mother to bewail her sad loss. May she rest in peace in her Mother's bosom. May our beloved brother Bhai Ram Chundra find peace and consolation in his sad bereavement. May the Lord bless the children; and may the old mother draw nearer unto the Lord in her sore trial.

(Unity and the Minister, March 11, 1890.)

With deep sorrow we record to-day the death of sister Kumudini the beloved wife of Bhai Ram Chundra Sinha, Missionary, Brahmo Somaj of India. She was suffering for a long time from a complicated disease and at last suc-

cumbed to it with cheerful resignation to the Lord and a strong faith in the next world. The funeral service was conducted by the *Upadhaya* Bhai Gour Gobind Roy. She has left behind her husband, three sons and aged mother. May the departed spirit rest in peace in the bosom of the Divine Mother, and her near and dear ones be comforted by the Lord in their present sore trial.

(*The New Light, Dacca, March 8, 1890*)

Death is thinning away our ranks. We have this time to announce, with much sorrow, the untimely death, at the age of 34, of the beloved wife of Revd. Bhai Ram Chundra Sinha. This sad event took place at Calcutta last week. The oldest Brahmins of Lahore remember Bhai Ram Chundra Sinha with feelings of great respect and affection as one who had worked most zealously for the good of their Samaj for several years before he threw up Government service and joined the apostolic body of the New Dispensation and they heartily sympathize with him in his sad bereavement. We cull the following particulars from the obituary notice that appeared in the *Unity* and the *Minister*.—She was of a quiet, patient and reserved temper. During the last 16 years that Bhai Ram Chundra gave up his worldly avocations, our brother had to pass through many trials of life and it was sister Kumudini as the devoted partner of his life who always supported and cheered her husband and made his path smooth

by calmly and wilfully participating in these trials. In her last moment she evinced strong faith in the next world. On the evening previous to her departure from this world, she requested Bhai Kanti Chundra to sing hymns before her. On being asked which hymn she would like to hear, she readily answered—the one which begins with “Taking the name of Hari let us go home &c.” With clasped hands and closed eyes she joined in the singing of the significant hymn. In her death, one fact has been clearly proved and it is this—that the New Dispensation has deprived death of its stings to all its believers and taught them to cast off all fears of the king of Terrors.

(*The Budhanbadi, Lahore, March 15, 1890.*)

উপসংহার ।

কুমুদিনী চরিত্র আখ্যায়িকা এক প্রকার সমাপ্ত হইল। ইহা যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে এমন মনেও করি নাই। সুতরাং আমার পক্ষে ইহা যুক্তপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের বিষয় হইল। কুমুদিনীর সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির যে ভাবোচ্ছাস হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে আমি বিশেষ রূপে এক জন।

এ সময়ে সংবাদ পত্রিকান্তিতে যে সকল কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রথম আশা করা যায় এই ইচ্ছা হইল যে, উক্ত সমস্ত সকল সংগ্রহ পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব এবং উদ্দেশ্যে তাহা সংগ্রহ করিতে আদেশ করি। কিন্তু বন্ধুরা অনবধি তদন্তোপ করিলেন। কু নিমিত্ত জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত সম্পাদনায় উক্ত সমস্ত প্রকাশিত হয়, ইহাষ্টে বন্ধুনিগেব একান্ত অনুবোধ। ইচ্ছা ও কার্যের তালো-নের মধ্যে পড়িয়া আমার মনে দোদুল্যমান হইতে লাগিল। মনের এই ইচ্ছা হইতে অবস্থায় আশ্রিত কুমুদিনী চরিত্রের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত করিলাম। উদ্দেশ্যে কোন কোন বন্ধু তাহা প্রকাশ করিতে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেন। এই উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক প্রকাশের একটি অযোগ্য সমুপস্থিত হইল। এই সকল ঘটনাচক্র বন্ধুগণের উৎসাহযোগে পরিচালিত হইয়া আমাকে কার্যক্ষেত্রে আনিয়া উপনীত করিল। সকল কার্যই সুবিধা-অসুবিধা-শৃঙ্খলে পরম্পর আবদ্ধ। এক দিকে যেমন কিরূপ পরিমাণে কার্য-স্বল্পত সদুপায় লাভ করিলাম ; পক্ষান্তরে

এ কার্য সম্পন্ন সম্বন্ধে অন্যবিধ অল্পবিধা অনুভব
করিতে লাগিলাম। এমন কি পুস্তক প্রণয়নের
আবশ্যকীয় উপকরণাদি সংগৃহ করিতে বিলম্ব
বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। পুস্তক মুদ্রাস্থান
ও তাহার তত্ত্বাবধানাদি যে বিষয় ব্যাপার,
আমাকে তাহা বেশ কদম্বক্য করিতে হইল।
এতদ্ব্যতীত অবকাশের অপ্রতুলতা ও অবস্থার
প্রতিকূলতা প্রযুক্ত পুস্তকের ব্যবস্থাও পারিপাট্য
বিষয়ে তাদৃশ মনযোগ দিতে পারিলাম না, এমন
কি ব্যস্ততা প্রযুক্ত ভাষার বিশুদ্ধতা দূরে থাকুক,
বর্ণশুদ্ধি রক্ষা করা অসাধ্য হইল। অধিকন্তু
কুমুদিনীর পত্ররাশি নিক্ষেপন করিয়া তদ্ব্যতীত
হইতে ভাল ভাল অংশ মনের মত করিয়া প্রকাশ
করিতে অক্ষম হওয়াতে আমার বিলম্ব ক্ষোভ
রহিল। বাহাইউক কর্তব্য মনে করিয়া কুমুদিনী
চরিত্রের এক প্রকার ঠাট খাড়া করিলাম। যদি
সম্বদয় পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট ইহা আদরে
গৃহীত হয়, তবে আশা করি, ইহা নুতন ভাব
ও আকারে ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইয়া এ সকল
অভাব অসম্ভাব দূর করিবে।

১৫ই কার্তিক,

১২৯৭ সাল

}

লেখক।

ବୁଦ୍ଧିମାନ - ଗଣିତ - ୩୧ - ୩୨